উপহার।

জয়পুর মহারাজার সভাসদ

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাশয়!

আপনি আমার কবিতাপাঠে প্রীত হইয়া মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় দিবেন বলিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোকের সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনিই অসামান্য সৌজন্য দেখাইয়া আমাকে এই কাব্য মুদ্রিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আপনি ভদ্রলোক—ভদ্রসন্তান। আপনি যে প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙমুখ হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। যিনি ভদ্রলোক তিনি সত্য কথা বলেন। এক্ষণে আমাকে টাকাগুলি পাঠাইয়া আপনার নাম চিটীয়মান করিবেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা নীচের কার্য্য। আপনার অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া এই কাব্য মুদ্রিত করিয়াছি, অতএব ইহা আপনারই হস্তে অর্পিত হইল। একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিমোহনঃ——

প্রিয়তম সহোদর রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

—:০:—

প্রাণাধিক,—

পাছে রে ভুলিয়া যাই সে মুখ সুন্দর
কালের কুহকে পড়ি, রাজেন্, তোমার,—
বিধির এ বিধি, ভাই, বিদিত সংসার!—
অথবা ভুলিব কভু যতনে বিস্তর
রেখেছি খোদিয়া যাহা হৃদয়ে আমার
কঠিন কুলিশ সম?—শুনেছি পুরাণে
নাহিক আত্মার ধ্বংস শরীর সংহারে;—
সর্ব্বময় সেই আত্মা—থাকিয়া বিমানে
দেখিতেছ, প্রিয়তম, সদা এ পরাণে
জ্বলিছে অনল কত ভীষণ আকারে!
কাঁদিব না, প্রাণাধিক, বিফল রোদন;—
মা বিনা পুত্রের যত্ন কে জানে জগতে?
সে মার সমীপে তুমি করেছ গমন,
কেন রে বৃথাই তবে কাঁদিব এমতে?
সুখেতে মায়ের কোলে করিয়া শয়ন
ঘুমাও ঘুমাও ভাই ঘুমাও রাজন্।

বিজ্ঞাপন।

রামায়ণের সীতাহরণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মুকুট-উদ্ধার " কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের ঘটনাবলীর সহিত এ গ্রন্থের ঘটনাবলীর বিস্তর প্রভেদ। ইচ্ছাপূর্ব্বকই আমি অনেক স্থলে রামায়ণের যথাযথ অনুসরণ করিতে বিরত হইয়াছি। ইহাতে কাব্যাংশে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এই আমার বিশ্বাস। সীতা আর্য্যরাজলক্ষ্মী—রামচন্দ্রের বনিতা নহেন—এইরূপ কল্পনা করিয়াছি। সেই আর্য্যরাজলক্ষ্মী সীতার উদ্ধারের জন্য অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ লঙ্কাধিপতি দশাননের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শতবার্ষিক যুদ্ধের পর পরাস্ত ও রক্ষোকারাগারে নিবদ্ধ হয়েন। রক্ষোরাজ অন্যান্য হিন্দু নরপতিদিগকে দূরীকৃত করিয়া ভারতবর্ষে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎপরে রাক্ষস-ঈশ্বরী মন্দোদরী কৌশল্যারাণীকে দূরীকৃত করিয়া আপনি সেই পদে অভিষিক্ত হইবার বাসনা করেন। এই কাব্যে সেই সময় হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

এই কাব্য সমাপ্ত করিয়া সাধারণীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এ, বি, এল মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া

আমাকে এই কাব্য মুদ্রিত করিতে ভরসা দেন। তিনি বলেন " এই কাব্যের রচনা যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যেমন কেন সমালোচক হউন না, এ কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। " সোমপ্রকাশ সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে সহৃদয় সুধীগণ ইহার দোষ গুণ বিচার করিবেন।

রাহুতা }
৭ ই কার্ত্তিক }

শ্রী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

বিবশা কোশলা রাণী সরযূর কূলে
বসি একাকিনী এক অশোকের মূলে,
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ড দেশ করতলে রাখি
বিবর্ণ বদনচন্দ্র ছিন্নাম্বরে ঢাকি
চিত্রিত পুতলী প্রায়—গতি জ্ঞান হারা;
নিমীলিত নেত্রদ্বয়ে বহে জলধারা।
ধূলী ধূসরিত অঙ্গ সোনার বরণ!—
অলক্ত বিহীন মার রাজীব চরণ!
তাম্র বর্ণ রুক্ষ শ্যাম কুন্তল জটিল,
ধূলায় লুণ্ঠিত বেণী হইয়া শিথিল।
নীরবে আসীন—চিত্ত চিন্তায় জড়িত;—
যেন রে হতাশা-মূর্ত্তি পাষাণে ক্ষোদিত।
অতঃপর মহাদেবী নিশ্বাস ত্যজিয়া
নীরবে দেখিলা ক্ষণ আকাশে চাহিয়া।

আবার করিয়া নত নয়ন যুগল,
করিয়া অঞ্চলে নিবারণ অশ্রুজল,
চতুর্দ্দিক স্থির নেত্রে বারেক দেখিয়া
গভীর মনের দ্বার দিলেন খুলিয়া :—
" কি শুনিরে আজ অযোধ্যা নগরে
মহোৎসবে মত্ত কেন রে সবাই ?
কিসের ঘোষণা ? কাহার সৎকার ?
হাসিময় সব যেদিকে তাকাই !
আজি ভারতের অদৃষ্টের ফের
ঘুচিয়াছে নাকি ? ঘোর গগনের
নিবিড় তিমির জলদ গভীর
পলাইল নাকি ? উঠিল মিহির ?
তাইতে সকলে সহর্ষ নয়নে—
সহর্ষ নয়নে সহর্ষ বদনে,
সহর্ষ হৃদয়ে সহর্ষ জীবনে
দেখিছে সাজিয়া বসন ভূষণে ?
অর্পিয়া কালী কালের বদনে
পুত্রগণ ফিরে এল কি ভবনে ?
যার শোকে আজ ভুবন মলিন
ফুটিল রে পুনঃ সে স্বর্ণ-নলিন ?
কনক মুকুট মস্তকে পরিয়ে
কমলা কি পুনঃ আসিলা ফিরিয়ে ?
তাইতে আজিকে ভবনে ভবনে
বাজিছে বাজনা সঘনে সঘনে ?

তাই কি আজিকে নগরে নগরে
কাননে কাননে কন্দরে কন্দরে
মঙ্গল সংবাদ হতেছে ঘোষিত ?
তাই কি আজি এ মধুর সঙ্গীত ? ”
এরূপে আক্ষেপি দেবী তাজিয়া নিশ্বাস
নীরবিলা মন খেদে। হইল প্রকাশ
সর্ব্বাঙ্গে মাধুরী চারু গরিমা অশেষ !
বদন ললাট নেত্র কণ্ঠ গণ্ডদেশ
অপূর্ব্ব শোভার ভরে হাসিয়া উঠিল।
সে সঙ্গে প্রকৃতি রঙ্গে মধুর হাসিল।
করুণা প্রণয় ভক্তি দয়ার মূরতি
যেন রে বিরাজমান একাঙ্গে সম্প্রতি !
দেখি সে প্রসন্ন মূর্ত্তি—প্রসন্ন উজ্জ্বল
গম্ভীর নীরব ধীর প্রফুল্ল বিমল—
কার রে হৃদয় নহে ভাবে টল টল ?
কোন্ হিন্দু প্রাণ নাহি হাসে খল খল ?
দেখিতে দেখিতে কাল কুয়াশার জালে
আবরিল জননীর নয়ন বিশালে।
অত্যুষ্ণ নিশ্বাস ঘন বহে নাসিকায়।—
লাগিলেন নত মুখে লিখিতে ধরায়।
স্বভাবের শান্ত ভাব ভাঙ্গি অতঃপর
আবার কাঁদিলা মাতা ক্ষীণ তীব্র স্বর।——
“ সহিষ্ণু হইয়া সহিয়ু অনেক
অদৃষ্টের লেখা করি এক এক

পড়িনু প্রত্যেক ; থাকিয়া নীরব
কাঁদি মনে মনে দেখিলাম সব।—
আর ত সহিতে পারি না যাতনা !
আর ত সহিতে পারি না লাঞ্ছনা !
জগত ঈশ্বরী জানেরে জগত
আমি চিরকাল, আজিকে এমত
ধরিব ললাটে কলঙ্কের রেখা !—
হা বিধাতঃ ! এ দারুণ লেখা
লিখিলে কেমনে ? নৃপ শত শত
সেবিত যাহারে সেবকের মত ;
অচল, অম্বুধি, রবি, শশী, তারা,
মানিত আদেশ সদা ভয়ে যারা ;
হেরিলে ভ্রুকুটি কুটিল বদন
প্রলয় গণিত সুর নর গণ ;
অপাঙ্গ ভঙ্গীতে ফিরালে নয়ন
কম্পিত হইত সমগ্র ভুবন !—
আজ কিনা সেই রাজরাজেশ্বরী—
আজ কি না সেই ভারত ঈশ্বরী
ধূলায় ধূষর ধরণী লুটায় !
হা দারুণ বিধি ! কি পাপে আমায়
দিলে এত দুখ ? কি পাপে বল না
হাহা বিধি আজ এতেক লাঞ্ছনা ?
এস পুত্রগণ সে চন্দ্র বদন
দেখিয়া তোদের জুড়াই জীবন।

ডুবি আমি আজ অকূল সাগরে
রাক্ষস-ঈশ্বরী মহা শক্তি ভরে
ভারতের শিরে প্রহারি চরণ
ভারত ঈশ্বরী হইল এখন!
রাক্ষস আসরে হইবে ঘোষিত
কুটিল কালের কুহকের ক্রম;
রাক্ষস দর্ব্বারে হইবে ঘোষিত
ভারত তোমার কিসের সম্ভ্রম!
রাক্ষস দর্ব্বারে দুন্দুভি ঝঙ্কারে
এই কথা হবে জগতে রটনা
তব দর্প চূর্ণ হল এই বারে
ভারত বিফল বড়াই কর না!
কাননে কামনে নগরে নগরে
শৈলে শৈলে শৈল-শিখরে শিখরে
সাগরে অম্বরে বাজিবে ভীষণ—
রক্ষরাণী নাম ভারত-পতন!"
এরূপে আক্ষেপি দেবী নীরবিলা পুনঃ।
জ্বলিল শোকাগ্নি হৃদে হইয়া দ্বিগুণ;—
"হায় মা বৈদেহী সতী, পুনঃ কি আবার
হেরিব বিমল বিধু বয়ান তোমার?
নিবিড় তিমির জাল বিদারিত করি
আর কি উঠিবে রবি হৈম রশ্মি ধরি?
হইয়াছি পাগলিনী হারায়ে তোমায়;
কত দিন বল আর ভুলে রবি মায়?

হা জানকি! লক্ষ্মীরূপা ভারতের তুমি!
তব রূপে আলোকিত ছিল আর্য্যভূমি।
হায় রে জগতে আজ সকলি মলিন!
আজ আর্য্যপুত্রগণ পরের অধীন!
উদর পোষণ তরে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষুকের বেশে ভ্রমে করুণ চীৎকারে!
কি করিলে কালি! কাল পাষাণ নন্দিনী!
চির দিন ভক্তিভাবে এই অভাগিনী
সাধন করিয়া পদপঙ্কজ তোমার—
মরমে মরমে ব্যথা বিষম তাহার!
হে ঈশান উমাপতি! ভারতের প্রতি
এই কি করুণা তব? করিলে কি গতি
বারেক উচিত, দেব, ভাবিয়া দেখিতে।
হে বাসব বজ্রপাণি! ভারতে রাখিতে
এই কি যতন তব? কি ফল বিফল
প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি সতত চঞ্চল!
হে রবি! কি সুখে আজো রয়েছ গগনে?
কি সুখে বর্ষিছ আজো হিরণ্যকিরণে?
অনন্ত অম্বর হতে হইয়া পতিত,
অনন্তের অঙ্গে আজো নহিলে মিলিত?
কাহার গৌরব আর্য্য বংশ বীর্য্যশালী?
কাহার রক্ষিত আমি ওহে অংশুমালী?
কে করিল আলোকিত আলোকে জগত?
কার তেজে তেজোময় ভারত এমত?

আর্য্য বংশ অপমানে অপমান কার?
কেবা তুমি আর্য্যপুত্রগণ কে তোমার?
সকলি, মরীচিমালী, ভুলিলে কি কালে?
অকলঙ্ক কীর্ত্তিচন্দ্র কলঙ্কে ডুবালে!
শ্রীহীন মলিন দীন ভাবে এই রূপে
কত কাল রব মগ্ন ঘোর অন্ধকূপে?
কত কাল আর্য্য বংশ দাসত্বের ভার
বহিবে মস্তকে দেব দিন অলঙ্কার?
মদমত্ত রক্ষবৃন্দ মহা দম্ভভরে
পর্য্যটিবে বক্ষে মম পদাঘাত করে;
হাসিবেক উপহাসে পুত্রগণে মম;
সেবিবে রাক্ষস পদ ভুলিয়া বিক্রম
সেবকের বেশে যত আর্য্যের সন্তান
বিরস বিবর্ণ শীর্ণ মলিন বয়ান—
এ চিত্র বাজিবে হৃদে অশনি সমান!
মানসে উদিলে দেব, হই হতজ্ঞান।
কি কাজ গগনে থাকি চূর্ণ হয়ে যাও;
রেণু রেণু হয়ে শীঘ্র অনন্তে মিশাও।
অতল সলিলে মগ্ন হোক ভূমণ্ডল—
হাসুক ভীষণ হাসি তামস তরল!"

বিলাপিলা এইরূপে রাজরাজেশ্বরী।
টলিল ভাস্কর-রথ শূন্য পথপরি।
অরুণে চাহিয়া তবে আদিত্য কহিলা——
"হে সূত! সহসা কেন তুরঙ্গ কাঁপিলা?"

সম্ভাষি মিহিরে ধীরে অরুণ তখন—
" বিপদে পতিত হয়ে করিলা স্মরণ
তোমারে কৌশল্যা রাণী।" বিস্মিত হইয়া
তপন অরুণে পুনঃ—" বল প্রকাশিয়া,
সারথি, নারিনু আমি বুঝিতে কিঞ্চিত।
স্মরিছেন আর্য্যমাতা হইয়া পতিত
বিপদে, আমায় সূত! কি কথা কহিলা?
হে অরুণ! কালে তুমি ভ্রান্ত কি হইলা?
আদিত্য আশ্রিত বীর আর্য্যপুত্রগণ——
অসম্ভব তাহাদের বিপদ ঘটন!
দেব প্রতি ভারতের ভকতি অটল,
মহামন্ত্র বলে বশ দেবতা সকল;—
ভারতের অমঙ্গল ঘটিবার নয়।
অসত্য এ কথা তব না করি প্রত্যয়।"
" সম্ভ্রমে অরুণ পুনঃ তপনে চাহিয়া:—
" সত্য যা কহিনু, দেব, দেখনা ভাবিয়া।
মায়াবী রাক্ষসপতি নির্দ্দয় রাবণ
করেছে ভারত লক্ষ্মী সীতারে হরণ
বিস্তারি ছলনাজাল পঞ্চবটী বনে;
শ্রীহীন ভারত আজ তাঁহার বিহনে।
দুর্ব্বাররাক্ষস নাথ দুরন্ত সমরে
পরাস্ত করিয়া আর্য্য সন্তান নিকরে
ভারতের শিরপরি প্রহারি চরণ
সে মণি মুকুট মরি! করেছে হরণ!

আঁধার ভারত আজ রক্ষ পদানত;
তেজ বীর্য্য হীন আর্য্য পুত্রগণ যত।
নিবিড় তিমির ঘোর ঘেরিয়াছে সব;
আকুল ভারতে সার হাহাকার রব।
নিক্ষেপি সমদ পদ মহাদর্প ভরে
ভ্রমিছে রাক্ষস বৃন্দ ভারত ভিতরে।
কার সাধ্য ফুকরিয়া করিবে রোদন?
বিষ হীন ফণী প্রায় আর্য্যপুত্রগণ
শঙ্কিত চলিতচিত্ত মলিনবদন
নীরবে রোদন করি করিছে ভ্রমণ!
রক্ষকারাগার বদ্ধা, দেখ দিনমণি,
ভারত মঙ্গল মূল কেশব রমণী!"
কম্পিত প্রদীপ্ত অঙ্গ ক্ষিপ্ত প্রভাকর
চাহিলা লঙ্কার পানে; দেখিলা সত্বর,
"একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে"
শয়িত ধূলায় সীতা গলিত নয়নে!
হাহাকার রব শুধু মুখে অনিবার;—
বিদরে পাষাণ শুনে বিলাপ সীতার!
রাক্ষস আস্পর্দ্ধা দেখি ভাস্কর চঞ্চল—
ঘূর্ণিত নয়ন দ্বয় বর্ষিল অনল।
প্রলয় প্রকৃতি, ছাড়ি ভীষণ নিনাদ।
লাগিলা ঘুরিতে শূন্যে! গণিল প্রমাদ
সুরাসুর নাগ নর জীব জন্তু আদি।
মেলিলা যোগীন্দ্র আঁখি ভাঙ্গিল সমাধি!

প্রলয় পাবকে বিশ্ব পুড়িতে লাগিল।
অতল জলধি জল শুকায়ে যাইল।
হিম বিন্ধ্য ঘাট আদি যত শৈল রাজি
উড়িল অম্বরে——কালকুহকীর বাজি!
অকালে প্রলয় ভাবি কম্পিত অন্তরে
সজোরে অশ্বের পৃষ্ঠে কশাঘাত করে
হেলায়ে ফেলিলা রথ পশ্চিম আকাশে
অরুণ সারথি ক্ষণে। বুঝিয়া আভাসে
প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিলা তপন।
প্রসন্ন রুচির মর্ত্তি ধরিল ভুবন।
রাজীব কাননে ফুল্ল শতদলদলে
খেলিল রবির ছবি সরসর জলে।
হাসিলা দেখিয়া মাতা। দেখিলা তপন
কহিলা গম্ভীর স্বরে অরুণে তখনঃ—
"করিতাম দগ্ধ আজ ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল——
কেবল তোমার জন্যে—করিতে সফল
নারিনু বাসনা আজ; রাক্ষস সকল
দেখিব জানেরে কত সমর কৌশল!
পোড়াইয়া রেণু রেণু উড়াব বাতাসে!
সাজাব বাতাসে পুনঃ মনের উল্লাসে।
উদ্ধারি কনক মণি মুকুট বিমল
পরাব মায়ের শিরে করিয়া উজ্জ্বল।"
নীরবিলা দিননাথ। বিনীত বচন
কহিলা অরুণ." শুন রাক্ষস রাজন

করেছে মানস যাহা; রাণী মন্দোদরী
উদ্যত হইতে দেব ভারত ঈশ্বরী।
সম্ভ্রান্ত রাক্ষসবর্গ একত্র মিলিয়া
যত আত্মাপুত্রগণে দিবেক বলিয়া
নৈমিষে দর্বার করি, রাণী মন্দোদরী
হইল, ভারতবাসী, ভারত ঈশ্বরী।
একথা দুন্দুভি যবে গম্ভীর ঝঙ্কারে
ঘোষিবে ভারতে—শৈল, নগর, কান্তারে,
কেমনে কৌশল্যা রাণী, বল না কেমনে
থাকিবে জীবিত দেব! — ফিরায়ে নয়নে
এ দিকে আবার দেখ ভূতল শয়নে
গলিত যুগল নেত্র মলিন বদনে
হত হিন্দু মহীপাল রাজেন্দ্রকুমার।
কুটিল কালের গতি কিবা চমৎকার!"
নীরবিলা এত কহি। চকিতের প্রায়
দেখিলেন দিবাকর বারেক সবায়।
কহিলা " পবনগতি সরযূর কূলে
যাইয়া বলহ কৌশল্যার কর্ণ মূলে—
' সম্বর রোদন, দেবি! এত দিন পরে
সুপ্রসন্ন বিধি, সতি! তোমার উপরে।
অচিরে আবার ফিরে কিরীট কুণ্ডল
পরিয়া করিয়া রূপে ভুবন উজ্জ্বল
আবার সুবর্ণ দণ্ড করতলে ধরি
বসিবে বাসব বাঞ্ছা হৈমাসন পরি। "

সায়াহ্নে সুস্নিগ্ধ মন্দ মলয় সমীর
করিয়াছে চিত্তবেগ কিঞ্চিৎ সুস্থির,
দেখিছেন রবিকরকেলি পদ্মবনে।
উপনীত দূত তথা। অচল নয়নে
দেখিলা বিস্ময়ে সেই গম্ভীর মূরতি।—
সম্ভ্রমে আপনি শির নত তাঁর প্রতি!
নমিয়া পঙ্কজ পদে কৃতাঞ্জলি করে
সবিতাসারথি দূত কহিলা সুস্বরে :—
" আদিত্য-আদেশে, দেবি! এসেছে এ দাস,
নিবেদিতে রাঙা পায় তাঁর অভিলাষ।
তোমার বিলাপে ভানু অতীব কাতর—
যা কহিলা, মহাদেবি! শুন অতঃপর :—
' সম্বর রোদন, দেবি! এত দিন পরে
সুপ্রসন্ন বিধি, সতি! তোমার উপরে;
অচিরে আবার ফিরে কিরীট কুণ্ডল
পরিয়া করিয়া রূপে ভুবন উজ্জ্বল,
আবার সুবর্ণ দণ্ড করতলে ধরি
বসিবে বাসববাঞ্ছা হৈমাসন পরি।' "
বলিয়া হইলা দূত অদৃশ্য অমনি।
তিমিরে হইল ক্রমে আচ্ছন্ন ধরণী।
বিশ্বাস মানিয়া মাতা দূতের আশ্বাসে
ধীরে ধীরে ফিরি গেলা আপন আবাসে।

—:০:—

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

আনন্দ সাগরে লঙ্কা দিতেছে সাঁতার ;
গভীর নিনাদে বাদ্য বাজে অনিবার।
তুলিয়া তরঙ্গমালা আনন্দে অপার
আনন্দ করিছে নৃত্য আননে সবার।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আনন্দি ভুবনে
ছড়াইয়া মকরন্দ বহে মৃদুস্বনে।
বিকসিত সরোজিনী সরোবর জলে
নাচিয়া হাসিয়া রঙ্গে পড়িতেছে ঢলে।
সুবর্ণ পতাকা প্রতি গৃহ চূড়ে চূড়ে
ধূমকেতুরাজি রূপে বায়ু ভরে উড়ে।
প্রফুল্ল ফুলের মালা চারু শোভাধার
ঝুলিতেছে দ্বারে দ্বারে। মধুর ঝঙ্কার
করি কত মধুকর বসিতেছে তায়।
কোকিল-কূজন কুঞ্জে ভুবন ভুলায়।
বাজাইয়া বীণা যন্ত্র সানন্দ অন্তরে
গাইয়া মঙ্গল গীত সুমধুর স্বরে
গায়কী গায়কবৃন্দ পথে পথে ফিরে।
নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে ভাসি সুখ-নীরে।
সুসজ্জিত হর্ম্ম্যরাজি, সরসী উদ্যান,
সুসজ্জিত শৈল, বন, নগর বিমান।
সুসজ্জিত রথ, রাজি, কুঞ্জর নিকর।
বর্ম্মে বর্ম্মে ফিরে রক্ষ ধরি ধনুঃশর।

সকলি আনন্দ মাথা যেদিকে তাকাই ;
খল খল হাসি ঢলে পড়িছে সবাই।
দামামা দুন্দুভি ভেরী কম্বু রব করি
চাতরে চাতরে চরে চতুর প্রহরী।
দর্ব্বারে যাবেন রাজা, রাণী মন্দোদরী
উজ্জ্বলি জগৎ হবে ভারত ঈশ্বরী—
এ সংবাদে পুরজন আনন্দে মগন
ঘরে ঘরে করে সবে শিবস্বস্ত্যয়ন।
হেথায় রাক্ষসনাথ মন্দোদরীপাশে
আসি হাসি হাসি কন সুমধুর ভাষে,—
“উঠ, উঠ, সুহাসিনি! আপনি তোমায়
সাজাবে রাজেন্দ্র মণি-মুকুতাভূষায়
স্বকরে যতন করি।” বলিতে বলিতে
রতন ভূষণ রাজা লাগিলা খুলিতে।
সোহাগে ঢলিয়া পড়ি হাসিয়া তথন
“পতির অধর সতী করিয়া চুম্বন
কহিলা” এ ক্লেশ, নাথ, কি কাজ সহিয়া ?
শচী গরবিণী দিবে সাজায়ে আসিয়া।
কান্তেরে করিয়া শান্ত স্মরিলা শচীরে।
উপনীত ইন্দ্রজায়া আসিয়া অচিরে।
“শুন লো বাসবজায়া”—শচীরে দেখিয়া
কহিলা পতির অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া,—
(সগর্ব্ব বচন) “আজ সাজায়ে আমারে
যতনে দেহ লো শচি! রত্ন-অলঙ্কারে।

আজ মম নাম হবে জগতে ঘোষিত
কৌশল্যার গর্ব্ব সর্ব্ব করিয়া দলিত।
সাজাও—দেখিয়া যেন ভুলে বিশ্বজন—
সম্ভ্রমে বিধাতা যেন অরচে চরণ।
কুটিল কুন্তলে কাল বিনাইয়া বেণী
জড়িত রতনে করি, কুসুমের শ্রেণী
প্রফুল্ল বিমলরুচি পরিমলময়,
বসাও করিয়া আলো দিক সমুদয়।
এ মণিমুকুট মতি কাঞ্চন জড়িত
যতনে মস্তকে দাও পরায়ে ত্বরিত।
কর্ণেতে কুণ্ডল দেহ, মুকুতার হার
দোলাও বিনোদ কণ্ঠে বাড়ুক বাহার।
স্বর্গীয় সৌরভে মাজি শরীর কমল
দ্বিগুণ উজ্জ্বল কর লাবণ্য বিমল।
যতনে ধুয়ায়ে পদ যাবকের রাগে
রঞ্জিত করহ শচি! আজ অনুরাগে।
আর যথা সাজে যত রত্ন-আভরণ
দেহ লো পরায়ে ত্বরা। করিব গমন
ভারতে পতির সঙ্গে। গৌরব গরিমা
তেজ বীর্য্য কার কত সম্ভ্রম মহিমা
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ডে সবে। শচী গরবিণী,
তুমি যদি যাবে চল হইয়া সঙ্গিনী।
মন্দারমঞ্জরী মঞ্জু আনি অতঃপর
দেহ লো সাজায়ে মম মুকুট উপর

জগত-বিজয়-চিহ্ন। সাজাও ত্বরিত
দর্ব্বারে করিব গতি সব সুসজ্জিত।”
চারু সাজে শচীদেবী সাজাইলা তায়;
নত চারু চন্দ্রমুখ মলিন লজ্জায়;
কহিলা “এই ত বেশ বনানু এখন,
মুকুর খুলিয়া মুখ কর দরশন।”
করিলা রাণীর করে দর্পণ অর্পণ।
হাসিলা দর্পণে রাণী দেখিয়া বদন।
শেল সম শচী হৃদে সে হাসি বিঁধিল।
নীরবে কাঁদিয়া ক্ষণ সুস্বরে কহিল,—
“যাই তবে, রক্ষরাণী, বেশ সমাপন।”
বলিয়া চলিলা ভারী চলিতে চরণ।
আদেশিলা অনুচরে হেথা লঙ্কেশ্বর
আনিতে পুষ্পকরথ সাজায়ে সত্বর।
অমনি বাজিল ভেরী গম্ভীর ঝঙ্কারে।
অশ্বরাশি নাদে কম্বু উঠিল হুঙ্কারে।
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ বা তুরঙ্গে
জয় জয় রবে আরোহিল মহারঙ্গে।
বিচিত্র কেতনরাজি আকাশে উড়িল।
বাজিল রাক্ষসপতি দর্ব্বারে চলিল।
হেথা পদ্মাসনে বসি দেব পদ্মযোনি
ছিলা সৃষ্টি-চিন্তামগ্ন, হাহাকার ধ্বনি—
বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-গতি তারে যে প্রকার,
ছুটিল সেখানে। মেলি নেত্র শূন্যাকার

দেখিলেন ভূমণ্ডল। একাকী বিরলে
ভাসিছে কৌশল্যা রাণী নয়নের জলে!
চকিত চলিত চিত্ত কম্পিত শরীর
লঙ্কা পানে দেখিলেন যত রক্ষ বীর
মহোল্লাসে মহোৎসাহে মহামদভরে
ছুটিছে ভারত পানে কলরব করে।
স্বর্ণ বর্ম্ম চর্ম্ম আভা নিবায়ে নয়ন
আলো করি দশ দিক চুম্বিছে গগন।
ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে উৎপাত দেখিয়া
নীরবে রহিলা ক্ষণ শূন্যেতে চাহিয়া।
ছুটিল অনল অঙ্গে—শরীর কম্পিত;
নিমেষে লঙ্কায় আসি হৈলা উপনীত।
উঠিছেন রথে রাজা রাণীকর ধরে
সহসা বিধিরে তথা দরশন করে
কম্পিত ঘূর্ণিতনেত্র প্রলয় মূরতি;
সম্ভ্রমে লুটায়ে পদে করিয়া মিনতি
শঙ্কিত হইয়া কাঁপি সুধিলা তাঁহায়—
" এ বেশে সহসা, দেব, কি জন্য এথায়?
আশিষ দানেরে দেব, তোমার প্রসাদে
ভুবন বিজয়ী আমি—জিনেছি অবাধে
কুবের বরুণ যম দেবেন্দ্র বাসবে।
সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরম বিভবে
পেয়েছি জিনিয়া আর্য্যে— শেষ যে বাসনা।
এক্ষণে চরণপদ্মে এ মম কামনা

অযোধ্যা ঈশ্বরী পদে রাণী মন্দোদরী
হইবেন অভিষিক্ত, অনুগ্রহ করি
পূর তাঁর মনবাঞ্ছা।” বলি পুনর্ব্বার
প্রণমিলা লঙ্কেশ্বর চরণে তাঁহার।
সম্বরি কিঞ্চিত বেগ বিরিঞ্চি তখন
কহিলা রাক্ষস নাথে,—“রে রে দুরাত্মন্,
বামন হইয়া বাঞ্ছা চন্দ্রমা ধরিতে?
মণ্ডূক হইয়া চাও হিমাদ্রি লঙ্ঘিতে?
রাক্ষস কুলের কালি অরে রে বর্ব্বর
কি তোর শকতি হবি জগৎ ঈশ্বর!
কি তোর শকতি ধরে রাণী মন্দোদরী
হবে সে, অধম পাপী, অযোধ্যাঈশ্বরী?
বানরীর কণ্ঠে মণি মুকুতার হার
শোভে কি বর্ব্বর কভু? চণ্ডাল কুমার
পায় কি নন্দনে বাস? দেবের প্রসাদ
পাইয়া অধম পাপী পাড়িলি প্রমাদ।
নিত্য অত্যাচার ঘোর অমরের প্রতি;
মজাস কুহকে ফেলি পতিব্রতা সতী—
চরমে বিষম ফল বিষময় অতি!
বিধাতাসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভুবন-ভূষণ
মহাতেজ বীর্য্যশালী আর্য্যপুত্রগণ;
দেবের পূজিতা দেবী ভারত-ঈশ্বরী—
তাঁর গৃহলক্ষ্মী তুই আনিলিরে হরি!
কে রক্ষে, রে রক্ষ তোরে আর রে এবার
করিয়া সহস্র কর মস্তকে বিস্তার?

অই দেখ দিন দিন কল্লোল হিল্লোলে
ডুবিছে কনকলঙ্কা জলধির কোলে।
হইবে রাক্ষসবংশ নির্ব্বংশ ত্বরায়,
পুড়িবে সকলি কাল-অনল-প্রভায়।
যদ্যপি মঙ্গল চাস পড়ি ভূমিতলে
দন্তে তৃণ করি সীতা-চরণ-কমলে
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি, রত্নদোলায় করিয়া
পরায়ে মুকুট আর ভারতে রাখিয়া।”
নীরবিলা পদ্মনাভ। এতেক শুনিয়া
সগর্ব্বে লঙ্কার নাথ কিঞ্চিত হাসিয়াঃ—
“দিয়াছ যে বর, দেব, ফিরিবে না আর,—
ও ভয়ে কম্পিত নহে হৃদয় আমার।
বৃথা ভয়প্রদর্শন ভ্রুকুটিকুঞ্চন—
কে বল খণ্ডিবে, বিধি, ললাট-লিখন?
অদৃষ্ট ভাবিয়া কিন্তু কাপুরুষভাবে
নারিব থাকিতে দেব। চির নাহি যাবে
এই ভাবে দিন মম জানি তা সকল,
কিন্তু যত দিন দিন আছে করতল
সাধিতে মনের সাধ করিব প্রয়াস।
থাকিতে গৃহেতে লক্ষ্মী কেন উপবাস?
বর্ত্তমান চিন্তে যেই বিজ্ঞ সেই জন
পরে কি হইবে ভাবি কি ফল সাধন।
মরিতে হইবে তাহা জানে সর্ব্বজন—
তবে কি মরিয়া রব থাকিতে জীবন?

নারিব নোয়াতে মাথা সীতার চরণে।
তোমার প্রসাদে, প্রভু, এ তিন ভুবনে
কিঙ্করের নাই শঙ্কা।” বলিয়া রাবণ
পুষ্পকে প্রেয়সী সনে কৈলা আরোহণ।
ঘর্ঘর নির্ঘোষে শূন্য করিয়া বিদার
চলিল কনকরথ বিদ্যুৎ আকার।
অনুপায় ভাবি বিধি বিরস বদনে
যাইলা কৈলাসে শিব শিবানী সদনে।
ছাড়ায়ে বৈকুণ্ঠধাম সর্ব্বোচ্চ অম্বর—
শোভিছে কৈলাসগিরি, দৃশ্য মনোহর!
মণ্ডিত সে দেব-শৈল স্বর্গীয় কাঞ্চনে।
কি শোভা আকর্ষি মরি রবির কিরণে!
বিবিধ বিটপিরাজি, অটবী সুন্দর,
হীরকের ফল ফুল প্রবাল নিকর।
মুকুতামঞ্জরী কিবা শোভে থরে থরে;
দুলিছে হাসিছে চলসমীরণভরে।
স্বর্গীয় বিহঙ্গ কত স্বর্ণকলেবর।
উড়িছে বসিছে কিবা সুমধুর স্বর।
রজতের কলেবর স্বর্ণ আভা তায়
কর প্রসারিয়া করিরাজি মহাকায়
চলিছে মন্থরগতি হেলিতে দুলিতে।
সচল অচল-শৃঙ্গ অনুভব চিতে
মাখিয়া রবির কর ধীরে ধীরে যায়।
করভ, শার্দ্দুল, সিংহ, মৃগ চারুকায়।

সারি সারি শিখিকুল স্বর্ণপুচ্ছ খুলি
শিখরিশরীরে চারু ইন্দ্রধনু তুলি
(কি ছার সে ইন্দ্র ধনু !)—অপূর্ব্ব বাহার,
নাচিতে নাচিতে চলে অতি চমৎকার।
হেলিয়া হেলিয়া মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া
কুলু কুলু ধ্বনি করি যেতেছে চলিয়া
নির্ম্মল রজত-ধারা-বাহিনী-তটিনী।
সুবর্ণ-নলিনী-পুঞ্জ সরস-রঙ্গিণী
হাসিয়া হাসিয়া কিবা নাচিয়া নাচিয়া
সে তরঙ্গ-কোলে রঙ্গে পড়িছে ঢলিয়া।
গুন গুন রব করি শিলীমুখকুল
উড়িছে বসিছে তায়, আমোদে আকুল।
সুবিচিত্র ব্যালরাজি—কি সুন্দর দেহ!
মানব-নয়নে তাহা দেখে নাই কেহ;—
কাহার সুবর্ণময়, রজতের কার।
শত বর্ণময় কার শ্বেত পীত আর,
আনন্দে ধরিয়া মুখে সুবর্ণমণ্ডূক
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ করিছে কৌতুক।
আশ্চর্য্য ব্যাপার হেন দেখিতে দেখিতে
চলিলেন পদ্মযোনি পুলকিত চিতে।
সম্মুখে শোভিল সৌধ সুবর্ণ মণ্ডিত;
স্বর্ণের কিরীট তার গগন চুম্বিত।
স্বর্ণের দেউল কিংবা কোথায় স্ফটিক;
স্তরে স্তরে ঝকমক করিছে মাণিক।

নীল, পীত, রক্ত, শ্বেত, বিবিধ বরণ;
অপূর্ব্ব দীপ্তিতে তার দীপ্ত ত্রিভুবন।
মুকুতা প্রবাল মালা থরে থরে ঝোলে;
ঝলিছে ঝলসি নেত্র অনিল-হিল্লোলে।
মানস-সরসে যেন সুবর্ণ-কমল
সেরূপ এ শিবধাম কান্তি নিরমল।
সুনীল অম্বর রূপ অনন্ত সাগর
প্রস্ফুটিত তাহে যেন পদ্ম মনোহর!
বসি সে সরোজে উমা উমাপতি হর;——
স্বর্গীয় সৌরভে পুলকিত নিরন্তর।
বসিয়া বিজয়া জয়া পাদপদ্মতলে।
বিশ্বকথা বিশ্বনাথ কত কুতূহলে
কহিছেন ভবানীরে, আসি সেই স্থান
উপনীত বিধি ক্ষীণ দীন ম্রিয়মাণ।
আদরে বসায়ে তাঁয় উমা উমাপতি,
সুস্বরে ভবানী পরে সুধিলা ভারতী।
কহিলা বিরিঞ্চি "দেবি! কি কহিব আর
অকালে হইল বুঝি বিশ্বের সংহার।
শুনিবে কি, দয়াময়ি! ভূতলের প্রতি
চাও ক্ষণ নিরখিবে সকলি সম্প্রতি।"
বিস্ময়ে ভূতলে কালী চাহিলা তখন,
চাহিলা বিস্ময়ে মহারুদ্র ত্রিনয়ন।
দেখিলা ভবের দশা, রাক্ষস প্রতাপ;
শুনিলা করুণ তীব্র কৌশল্যা বিলাপ।

" দেখিবে অনেক আরো " বিরিঞ্চি কহিলা,
" বৈজয়ন্ত প্রতি চাহ। " শাম্ভবী চাহিলা—
চাহিলা আপনি শম্ভু, দেখিলা সকল।
জ্বলিল হৃদয় মাঝে প্রচণ্ড অনল।
উত্তরিলা ব্যোমকেশ " এখনো রাবণ
হয়নি সংহার দেব ? ভারত নন্দন
এখনো সহিছে এই রাক্ষসতাড়না ?
এখনো সহিছে শচী দৈত্যের লাঞ্ছনা ?
এখনো ধরায় চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ?
এখনো আসিছে পালাক্রমে ঋতু ছয় ?
জানিতাম আমি রক্ষ হয়েছে নির্ম্মূল—
নহিলে নিশ্চিন্ত আছি ! আনরে ত্রিশূল,
আন সে বিষাণ মম—এখনো উৎপাত ?—
সমূলে করিব আজি দানবে নিপাত। "
পরম অধর্ম্মাচারী পাপিষ্ঠ যে জন
কোথা ভক্তি দেব প্রতি ?—বৃথাই সাধন। "
বলিতে বলিতে রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন
লাগিল ঘূরিতে ঘন ; প্রদীপ্ত তপন
লাগিল জ্বলিতে পঞ্চ করাল বদনে।
কড় মড় ঘোর নাদ দশনে দশনে।
ঊর্দ্ধশির জটাজুট চুম্বিল গগন।
কলকলে সুরধুনী ছাড়িল গর্জ্জন।
উচ্ছলিত হয়ে সিন্ধু কূলেতে আছাড়ে।
সংঘর্ষণ ঘন ঘন পাহাড়ে পাহাড়ে।

সঘন আকাশে ঘন ঘন বজ্রপাত।
মহারুদ্র বীরভদ্র আলা অকস্মাৎ।
বিকম্পিত অধরোষ্ঠ কহিলা ত্র্যম্বক
নয়নে আননে জ্বলে গভীর পাবক,—
" শুন শূর শিবাদেশ—উপহাস নহে—
দাবাগ্নি যেমন মহা অরণ্যানী দহে;
শত মত্ত গজ কিংবা পশি পদ্মবনে
বিদলিত উৎপাটিত করয়ে চরণে;
দুয়ার খুলিয়া দিলে ভীম প্রভঞ্জন
তাড়িত পাতিত করে বিনষ্ট ভুবন;
কিম্বা সে প্রলয়ে তিন ব্রহ্মাণ্ড যেমতি
লণ্ড ভণ্ড ছার খার;—আজিকে তেমতি
এ ভূত-ভাবন ভব——হুকুম তাঁহার
কর তুমি ছারখার এ তিন সংসার।
নাহি প্রয়োজন দেব দানব মানবে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অচল অর্ণবে।
এই লহ শিব-শূল—সংহার মূরতি——
অমোঘ সন্ধান নিত্য অতুল শকতি। "
কৌতুক তরঙ্গে রথ আনন্দে হেথায়
চলিছে চক্রেতে করি বিদার ধরায়।
প্রকাণ্ড তিন্তিড়ীকাণ্ডে আসি অকস্মাৎ
সবেগে ঘূর্ণিত হয়ে লাগিল আঘাত।
পড়িলা ভূতলে রাণী; লঙ্কার ঈশ্বর।
অম্বরে উঠিয়া রথ লুকাল সত্বর।

আসি বাজপক্ষী এক ঝঙ্কার করিয়া
মস্তক মুকুট লয়ে যাইলা উড়িয়া।
সহসা বারিদবৃন্দ ঝাঁপিল অম্বর ;
কড় কড়ে গরজিল বজ্র ভয়ঙ্কর।
নির্ভয় হৃদয়ে আজি ভয়ের সঞ্চার—
জানিলা বিধাতা বাম নিতান্ত এবার।
কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা গলিত নয়নে
ডাকিলা ভবানী ভবে বিনয় বচনে।
বিফল সাধনা কিন্তু বিফল রোদন——
না করিলা শিব শিবা সে পূজা গ্রহণ।
হেথা শিবক্রোধ দেখি ভবানী কহিলা—
হে ভব মনের বেগে আপনা ভুলিলা ?
ইচ্ছায় প্রলয় লয় সৃজন যাঁহার ;
করতলস্থিত যাঁর এ তিন সংসার——
কি ছার সে রক্ষোরাজ তাহার কারণে
বসিয়াছ, ত্রিপুরারি, নাশিতে ভুবনে ?
সম্বর, দেবাদি দেব ! না কর প্রলয়।
অনুমতি, পশুপতি হইয়া সদয়
দাসীরে করহ দান, মর্ত্ত্যভূমে গিয়া
তব ইচ্ছামত কার্য্য আসিব সাধিয়া।”
“ইচ্ছাময়ী তুমি উমা, যা ইচ্ছা তোমার
কর তুমি, ইচ্ছাতেই সম্মতি আমার।”
হাসিয়া নগেন্দ্রবালা জগৎজননী
স্মরিলা মায়ায়। উপনীত সুবদনী।

উত্তরিলা গৌরী "যাও তুমি সুহাসিনী,
যথায় বাসব-বাঞ্ছা পুলোমনন্দিনী।
কহগে তাঁহায় ত্বরা হৃদয় পরাণ
ভারতনন্দন দেহে করিতে প্রদান,
চৈতন্য রূপেতে সবে করিতে চেতন,
ভাসাইতে রৌদ্ররসে, করিব গমন
এখনি মরতে আমি, নৈমিষ কাননে
তিনিও আসেন যেন যাও বরাননে।"
নয়ন নিমেষে দূতী অদৃশ্য হইলা।
বিধিরে চাহিয়া তবে পার্ব্বতী কহিলা—
"কৌশল্যা ভাসিছে যথা নয়ন-আসারে
যাও তুমি পদ্মযোনি বুঝাও তাঁহারে।
বলিও তাঁহারে, শচী মুখে সবিশেষ
সত্বর রোদন, দেবি! পাইবে সন্দেশ।"
ভারত-উদ্দেশে বিধি গমন করিলা।
কি সাজে যাবেন উমা ভাবিতে লাগিলা।

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

বৈজয়ন্ত ধামে হেথা শচী সুহাসিনী
চঞ্চল চপলা সঙ্গে বসি সুরেশ্বরী।—
শরদিন্দুনিভানন বিশাল নয়ন,
হায়, জ্যোতিহীন এবে! কতক্ষণ পরে
সুস্বরে কহিলা ত্যজি সুদীর্ঘ নিশ্বাস——
"চপলারে, কত কাল নাহি জানি আর
এরূপে হইতে হবে দগ্ধ নিরবধি
দারুণ সন্তাপানলে! ত্রিদশ ঈশ্বরী——
বাসব মহিষী আমি, কত দিন আর
সেবিব রাক্ষসীপদ? হা অদৃষ্ট মম!—
ইন্দ্রাণীও, সহচরি! অদৃষ্টের বশ!
রমণী স্বজনি! কি লো এতই অবলা?
নহি কি, সুচারুনেত্রা, ত্রিলোকঈশ্বরী
এই আমি? তবে কেন সাধ করে এত
সহি নিত্য অপমান। দৈত্য দর্পহারী
মহেন্দ্র মহিষী নহে সামান্যা রমণী!
এ শকতি, শশিমুখি! ধরে সে রমণী
শাসিবারে ভূমণ্ডল বাসব-বিরহে!
চল, সখি! ঘুচাইব ধরণীর ভার
বধিয়া অমর ত্রাস রাক্ষসঈশ্বরে।
মত্তবেশে উন্মাদিনী চল লো সমরে।"

শুনি চপলার মুখ হইল মলিন।
দেখি সুকেশিনী শচী আশ্বাসি কহিলাঃ—
" সখি রে বিরস কিসের লাগিয়ে ?
থাকি থাকি কেন উঠিছ কাঁদিয়ে ?
সখিরে স্বাধীনা ইন্দ্রাণী সতত
পরের ভরসা করে না কথন।
দুর্ব্বলা রমণী মানবীর মত
ইন্দ্রাণীরে মনে ক'র না ধারণ। "
" পর প্রতীক্ষায় জীয়েরে যে জন
বিড়ম্বনা তার সে ছার জীবন।
না হয় মরেছে অমর অমর—
পরাজিত কিম্বা অমর ঈশ্বর—
আমার তাহাতে কি বল হয়েছে ?
আমার তাহাতে কি বল গিয়েছে ?
বাসবের সেই স্বাধীনা রমণী
আছিরে স্বজনি !—রব চির দিন
ইন্দ্রাণীর মুখ হবে না মলিন।
এত দিন সহে দেখিনু কেবল
দেবের প্রভাব দেব বীর্য্য বল।
সুখ দুখ সখি ! তাহার নয়নে—
তাহার নয়নে তাহার অন্তরে
সতত সমান জানিবি লো মনে।
প্রতিবিম্ব পড়ি জলের উপরে
জলের তরঙ্গে জলের খেলায়
ক্ষণে ক্ষণে নাচি ক্ষণেকে মিলায়।

তরল চঞ্চল তুই লো যেমন—
কখন কাঁদিস্ কখন হাসিস্
কখন নাচিস্ ছাড়িয়া গর্জ্জন
কখন ডুবিস্ কখন ভাসিস্—
ইন্দ্রাণী লো সখি নহেক তেমন।
সখিরে এ চিত্ত নহেক দর্পণ!
শচীর গৌরব শচীর গরিমা
শচীর মাহাত্ম্য শচীর মহিমা
শচীই আপনি করিবে রক্ষণ।
তা যদি সখি রে শচী না পারিবে
সুরেন্দ্রাণী নাম কেন সে ধরিবে?
আয় লো চপলা চপল চরণে
বসি গিয়া অই নীরদ আসনে।"

অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে সুধাংশু বদন
শোভিল শচীর; বসিলেন সিংহাসনে
গম্ভীর প্রকৃতি। হেন কালে সেই স্থলে
উপনীত মায়াদেবী। কহিলা সুস্বরে—
"পার্ব্বতী আদেশে হেথা—হৃদয় পরাণ
ভারত নন্দন দেহে করিতে সঞ্চার—
চৈতন্য রূপেতে সবে করিতে চেতন,
ভাসাইতে রৌদ্ররসে, গমন তাঁহার
এখনি মরতভূমে, নৈমিষ কাননে
আপনি যাইয়া যেন করেন সাক্ষাৎ।"
অদৃশ্য হইলা মায়া। ইন্দ্রাণী কহিলা "

" আদেশ সত্বর সখি! সাজাতে স্যন্দন।"
সাজায়ে আনিল রথ মাতলি সারথি।
আরোহিলা দোঁহে সুখে—তুরঙ্গ ছুটিল।
নিমেষে ভারতে রথ উতরিল আসি।—
উতরিলা মহেন্দ্রাণী সখীর সঙ্গেতে।
চতুর্দ্দিকে একবার ফিরায়ে নয়ন
দেখিলা নীরবে দেবী। উঠিল উচ্ছলি
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু; নব নীলোজ্জ্বল
নয়ন যুগলে ঝর ঝর জল ধারা
হায় রে ঝরিল ভাসাইয়া গণ্ডদেশ!—
(শচীর হৃদয়ে হায় শোকের সঞ্চার!)
সুবর্ণ কনকপদ্ম হইল খচিত
উজ্জ্বল মুকুতা ফলে!—সম্ভাষি সুস্বরে
নিবারি নয়নবারি সখীরে কহিলা—
" সৌদামিনি! বল হায় কত কাল আর
এরূপে ভ্রমিবে মাতা কাননে কাননে
সহি সদা অশেষ যাতনা? কত কাল
কলঙ্কপসরা, সখি! মস্তকে বহিবে
পূর্ব্বের গৌরব ভুলি? শচী যে আপনি
অধম দানব দাসী, ভুলি সে বেদনা
ভারতের দুঃখ দেখি। বিদরে হৃদয়
দারুণ বিধির বিধি বারেক ভাবিলে!—
ভাবিলে মায়ের দশা!—ভাবিলে পূর্ব্বের
সৌভাগ্য এ ভারতের—ভাবিলে এখন

আর্য্যকুল কুলাঙ্গার কাপুরুষ ভাব!
হায় সখি!
সুদিব্য স্যন্দনযোগে বিমানে খেলিয়া
বাসব সঙ্গেতে রঙ্গে আসিতাম পূর্ব্বে
যখন ভারতে, আহা, ভারতবাসীরা
লভিত সচ্ছন্দে যবে স্বাধীনতাসুখ;
আনন্দপ্রবাহ যবে, হায়রে চপলা,
উছলিত দ্বারে দ্বারে; কত যে তখন
বিমল আনন্দ ভোগ করিতাম শুনি
উচ্চ বেদ উচ্চারণ দেবর্ষির মুখে—
ঋষি-বধূ-ঋষি কন্যা দেবার্চ্চনা দেখি—
দেখি সে পরম শোভা নৈমিষ বনের!
হায়রে কোথায় এবে সে তাপসকুল
সদা পুণ্যব্রতরত? ভাবিতাম সুখে
ভারত আনন্দধাম ভবের ভিতরে।
চপলারে! বিপরীত হেরি সব আজ।
নাহি সে আনন্দ আজ আনন্দ আলয়ে!
বাজিত বাজনা মৃদু, শঙ্খ, ঘণ্টা বীণা
সায়াহ্নে প্রভাতে দেব মন্দিরে মন্দিরে
(কোথা সেই দেব-গৃহ?) তুলিয়া সুরঙ্গে
সুস্বর তরঙ্গ-মালা! বাসন্ত সমীরে
মিলায়ে সুতান কিবা গাইত গায়কী
দেবগুণ-গান; গৃহ চূড়ে, দ্বারে দ্বারে
ঝুলিত ফুলের মালা কত যে যতনে

গ্রথিত আমরি! করি সৌরভে আকুল
ত্রিলোক স্বজনি! কোথা আজ সে সঙ্গীত?
গায়কীর দল? ফুল্ল ফুলহার দেব-গৃহে
পুণ্যস্থল? নীরব সকলি—বিমলিন!—
এই সেই কেলি সরঃ—প্রমোদ উদ্যান!
কালের বিচিত্রগতি দেখ্ লো দামিনি!
চন্দ্রিমা-বসনা চারু সে সুখ বিপিনে
পারিস কি, প্রাণ সখি! চিনিতে এখন?
এই কি লো সেই মঞ্জু নিকুঞ্জ কানন?
পীযূষসলিল সরঃ? সে হাস্য বদনা
কই লো সরোজরাজি সৌরভনিলয়?
ভ্রমরগুঞ্জন মন্দ? কই সে সুন্দর
মধু মুঞ্জরিত চারু মহীরুহরাজি?
ময়ুর ময়ূরী নৃত্য, কোকিলের ধ্বনি?
বজ্র দগ্ধ প্রায় আঁখি দেখিছে সকলি!
উৎপাটিত সমুদায় প্রভঞ্জন-বলে!
নীরব সকলি, সখি! মলিন বিরস!
ঘোর তম তমরাশি করেছে আচ্ছন্ন
আজি এ ভারতে! পূর্ণিমার পূর্ণশশী
রাহুর কবলে! বিদলিত হস্তিপদে
পদ্মের মৃণাল!—স্বজনি রে, মরুভূমি
আজি এ ভারত চির বসন্তনিবাস!
ভারত-রোদনে আজ জগত আকুল!
আকুল ভারত ভূমি রাক্ষস-পীড়নে—

হেন অত্যাচার সদা সহিবেন কত ?
হায় মা ! বাড়ে যে মর্ম্মে মরম-বেদনা
ভাবিয়া তোমার দশা—জগৎ পূজিতা
তুমি দেবি ! ধন্য কাল !—
কি সুখে ছিলে মা
রাজরাজেশ্বরী তুমি বীর-প্রসবিনী
যখন তোমার বীর সন্তানমণ্ডল
শাসিলা সমরে বিশ্ব ভীম ভুজ-বলে ?
কি দশা এখন তব ? ভাবি মা যখন
বিরলে বসিয়া দুষ্ট রাক্ষসদৌরাত্ম্য
অনন্ত পাবক রাশি জ্বলে মা অন্তরে
বিষম দাবাগ্নিবেশে। সে অনল সনে
দেখি মা জ্বলিতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড !
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড শত উদিত অম্বরে !—
প্লাবিত পৃথিবী কাল-পাবক-প্লাবনে !
কি করি আবার, মাতঃ, নিবাই হুতাসে—
রাখিতে বিধির মান।
আবার যখন
ভাবি মা একান্তে তব দুঃখের কাহিনী
নিবিড় মেঘডম্বরে আবরে অম্বরে
ডুবায়ে অবনী ঘোর তিমির-অর্ণবে !
নাসা-রন্ধ্রে বাহিরায় বৈশ্বানররাশি
রাগিয়া সবেগে ! ভয়, লজ্জা, কুলমান
পলায় তরাসে ! উত্তেজিত চিত্ত অতি ;

তেয়াগি রমণী-ব্রত, বাসনা আকর্ষি
করাল কৃপাণে, যাই ছুটিয়া আহবে
দুরন্ত রাক্ষস-বংশ করিতে নির্ম্মূল—
করিতে উদ্ধার স্বর্গ—করিতে উদ্ধার
জননি! পূর্ব্বের তব গরিমা বিমল—
করিতে উদ্ধার মণি-মস্তক-মুকুট!—
কি ভয়?—ভাবি মা মনে আপনা আপনি,—
কি ভয় কেন না আমি প্রবেশি সংগ্রামে
বিরলে বিলাপি কেন সখীর সহিতে?
সমূলে কম্পিত বিশ্ব বজ্রাঘাতে যাঁর
সেই বজ্রপাণি আমি বাসব-রমণী—
নাহি কি এ ভুজে বল?

বাজালে ভৈরবে
ভৈরব সংগ্রাম-ভেরী, গম্ভীর আরবে
পূরিবে ব্রহ্মাণ্ড যবে, ছুটিবে দিগন্তে
বিদারি বিশ্বের বক্ষ, হিল্লোলে হিল্লোলে
ধ্বনিয়া পর্ব্বত-বৃক্ষ-সাগর শূন্যেতে
সে রব, রবে এ ভবে—রবে এ ভারতে
নিশ্চিন্ত তখন কেহ? থাকিবে নিদ্রিত
আর্য্যপুত্র ভুলিয়া আপনা? কিম্বা হায়
পারিবে থাকিতে? জ্বলিবে না চিত্তভূমি?
উদিবে না মনে কোন্ বংশোদ্ভব সবে?
অসম্ভব এ আশঙ্কা। অবশ্য সাজিবে
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সমর-ভূষণে

উদ্ধারিতে স্বাধীনতা ; অবশ্য উঠিবে
ভৈরবে ভারত-জয়-নিনাদ-হিল্লোল।
অলসে নিদ্রিত দেশ ভাবি অনুপায়,
সুযোগ-সংযোগে সবে অবশ্য জাগিবে।
গুপ্ত যথা বহ্নিরাশি ভস্মরাশি মাঝে ;
আবরিত প্রভাকর অথবা জলদে ;
কিংবা অগ্নিগিরি যথা বিক্রমে সময়ে
উগরি পাবকরাশি শান্ত মূর্ত্তি ধরে ;
তেমতি ভারত আজি ঘুমায় অঘোরে,
সময়ে ধরিবে পুনঃ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।"
বিচিত্র গরিমা ভরে শোভিল সুন্দর
বদন ললাট গাত্র কপোল নয়ন
নীরবিলা এত বলি যখন ইন্দ্রাণী।
নীরবিলা মহাদেবী ত্যজিয়া নিশ্বাস
ঘোর মন দুখে আহা !
এমন সময়ে
গভীর সুস্বর মন্দ করিলা শ্রবণ।
কহিলা ইন্দ্রাণী " চল, সখি ! দেখি গিয়া
ভারত-বিজয়-গীত কে করে ঘোষণা।"
দেখিলা ব্রাহ্মণ এক অতীব প্রাচীন
প্রসন্ন সহাস্য মূর্ত্তি ; ঢাকি বক্ষস্থল
শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রুরাজি পরশিছে নাভি,
অত্যুচ্চ শিখরিশৃঙ্গে (নির্জ্জন ভবন)
বসিয়া বাজায়ে বীণা এক তান মানে
এইরূপে গাইছেন গীত মনোহর।—

সঙ্গীত।

[১]

" ভারতে বাগ্বাণী আজ নীরব গম্ভীর।
হায় কি অদৃষ্টদোষে সকলি অস্থির!
আর সে গম্ভীর স্বরে করি মুগ্ধ তিন পুরে
গায়না ভারতবাসী ভারত সঙ্গীত।
বীণা যন্ত্রে পূরে তান সুখেতে ভাসায়ে প্রাণ—
আর সে নারদ ঋষি গায় না ললিত।
অঘোর নিদ্রায় আজ সকলি নিদ্রিত!

[২]

এই কি পূর্ব্বের সেই ভারত ভবন?
এই কি সে আর্য্যজাতি—আর্য্যের নন্দন?
হায় সে পূর্ব্বের ভাব হলে হৃদে আবির্ভাব
বিষাদ সাগরে মন হয়রে মগন।
পরিতাপ তমোরাশি আবরে অম্বর আসি—
নিবিড় জলদ কোলে লুকায় তপন।
যেই আর্য্যপুত্র হাসি সঙ্গীত তরঙ্গে ভাসি
করিত গম্ভীর স্বরে মোহিত ভুবন,—
এই কি আমরা সেই আর্য্যের নন্দন?

[৩]

" এই কি সে হিমাচল অচল-ভূষণ?
যাহার শিখর দেশে অপ্সরী কিন্নরী এসে
মধুর মধুর গীতে মোহিত ভুবন—
এই কি সে হিমগিরি ভীষণ দর্শন?

হায় রে সকলি আছে ভাগ্য দোষে পড়ে পাছে
কিন্তু সে সঙ্গীত রব নীরব এখন।—
আররে বাজে না বীণা মৃদঙ্গ তেমন!
সেই বিন্ধ্যগিরি বেগে ভেদিয়া নবীন মেঘে
উর্দ্ধমুখে চুম্বিতেছে অনন্ত গগন;
আজিও তুষার মাখি কাননে শরীর ঢাকি
আছে সে হিমাদ্রি উচ্চে কিরায়ে নয়ন;
পাষাণে পাষাণে রঙ্গে আছাড়ি আছাড়ি অঙ্গে
আজিও ধাবিছে গঙ্গা কল কল রবে।—
কিন্তু সেই পরীদলে নাহি আর কুতূহলে
মধুর সঙ্গীতে করে বিমোহিত ভবে।
নিদ্রিত জাগিয়া আজ সকলে নীরবে!

[৪]

"আছে সেই আর্য্যপুত্র অযোধ্যা ভুবন—
আছে সেই হিমালয় দণ্ডক কানন।
কিন্তু সে গম্ভীর স্বরে কাঁপাইয়া চরাচরে
দামামা দুন্দুভি ভেরী বাজে না ভীষণ।
কোদণ্ড টঙ্কার ঘন হয় হস্তী গরজন
করে না বিদার আর অবনী গগন।
নীরব সমর-শংখ নিদ্রায় মগন।
সাহস-উৎসাহ-জলে ভাসি আর্য্যপুত্রদলে
আহবে অসুরে আর করে না দলন।
কিরীট কৃপাণ বাণ বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ
কার্ম্মুক নারাচ আদি সমর ভূষণ
না জানি পড়িয়া আছে কোথায় এখন!

[৪]

[৫]

নীরব গম্ভীর ভেরী ঘুমে অচেতন!
নীরব বীণার রব নীরব বাজনা সব
নীরব অভাগা এই ভারতনন্দন!
ভীম নাদে ঘোর গর্ব্বে কাঁপাইয়া জীব সর্ব্বে
প্রলয় অনল রাশি করি উদ্গীরণ
ভীষণ আগ্নেয়গিরি নীরব যেমন—
সেই নৃত্য সেই গীত সে বাজনা সুললিত
তেমতি নীরব ভুলি ভারতনন্দন!

[৬]

হায় মাগো কত আর শোকসিন্ধুজলে
রাখিবে ডুবায়ে আর্য্য-সন্তান সকলে?
তেজ বীর্য্য বল হীন সকলে মা দিন দিন
ডুবাতেছে কীর্ত্তি যশঃ কলঙ্ক-সাগরে।
কৃপাময়ি! কৃপা করে সাধিগো কাতর স্বরে
ভারতে প্রকাশ হও পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরে।
নিজ তেজ করে দান আনন্দে ভাসাও প্রাণ
নাচাও আনন্দে পুন ভারতনন্দনে—
পূরাও কামনা মাগো, মিনতি চরণে।
আবার সে ভীম স্বরে কাঁপাইয়া চরাচরে
বাজুক দুন্দুভি ভেরী সমর-অঙ্গনে।
আবার নিশ্বাস পূরে আবার গম্ভীর স্বরে
ভারত-নন্দন গাক ভারতকীর্ত্তনে।
আবার কাঁপায়ে ভবে নাচুক আনন্দে সবে
হাসুক গৌরব-রবি আবার গগনে।

পলাক আলস্যরাশি উৎসাহ সাহস আসি
হৌক আবির্ভূত হাসি হৃদয়-ভবনে।
জাগুক সকলে পুনঃ ত্যজি এ শয়নে।

[৭]

ভারত-সন্তান শুন কর অহে যত্ন পুন
জাগাইতে সে সঙ্গীতে ভারতে আবার।
করে করি বীণাযন্ত্র যতনে পড়িয়া মন্ত্র
কর সে মধুর সুরে মোহিত সংসার।
ঘুচুক নিবিড় নীল নীরদ আঁধার।

নীরবিল বীণাযন্ত্র। তড়িতে চাহিয়া
অনন্তযৌবনা শচী পুলোম-নন্দিনী।—
“ সখিরে হৃদয় কার না হয় বিদার
এ শোক সঙ্গীত শুনি ? কিন্তু কি হইবে
এরূপে বিলাপ করি ? চল ততক্ষণ
বসি গিয়া অই চারু সরসীর কূলে। ”
বসিলা চপলা শচী। হেথায় বসন্ত
সুখেতে ভ্রমিতেছিলা প্রকৃতির সনে
আনন্দ-নন্দন-বনে, দেখিলা বিষাদে
কাতর মহেন্দ্র-প্রিয়া কঠিন মরতে।
নারিলা রহিতে তথা। সে শুষ্ক সরসী
সহসা ধরিল রূপ অপরূপ অতি ;
পুণ্ডরীক, ইন্দীবর, কুমুদ, কহ্লার
ফুটিল বিবিধ বর্ণ জল পুষ্পরাজি

আলো করি জল; গুঞ্জরিল অলি।
কুঞ্জবন উপবন শোভিল চৌদিকে;
আনন্দে বিহঙ্গকুল কলরব করে
আনন্দি ভুবন; মনোহর তরুরাজি
মঞ্জরিত পল্লবিত কুসুমিত কেহ—
নানা ভাতি নানাজাতি! মেদুর মলয়
সৌরভে চর্চ্চিয়া অঙ্গ বহে ধীরে ধীরে
ধরায় ত্রিদিবসুখে শচীরে ভাসাতে।
লোহিত কমলপত্র বিশাললোচনা
হেন কালে সেই স্থলে, করেতে ত্রিশূল
উপনীত উন্মাদিনী জ্বলিত আনন
নগেন্দ্রনন্দিনী শ্যামা, সম্ভ্রমে উঠিয়া
বন্দিয়া পদারবিন্দ আনন্দে ইন্দ্রাণী—
"রমণীহৃদয়ব্যথা" আরম্ভিলা চারুনেত্রা
"বুঝে না পুরুষে! নিরবধি কত জ্বালা
কেমনে বলিব, দেবি! জ্বলিছে হৃদয়ে!
যাক নিজ দুঃখ; পর দুঃখ কিন্তু হায়,
জগতজননি! শেলসম বাজে বুকে!
দেখি কৌশল্যার এই দারুণ লাঞ্ছনা
কত যে বিরলে বসে কাঁদি অনিবার!
কৌশল্যা কি, বিশ্বরমে! সামান্যা রমণী?
রক্ষেন রাক্ষসে বিরূপাক্ষ, দয়াবতী
তার প্রতি ভবদারা! বাসবের কিম্বা
অবধ্য সে মম, সার মাত্র হাহাকার।

সত্য যদি আজ, দেবি! গণেন্দ্র জননি!
ত্রাণিবে ভারতে কৃপা করি কৃপাময়ী.
কৃপাদৃষ্টিদানে, কি উপায় ভাবিয়াছ?"
নিরবিলা স্বরীশ্বরী। সুস্বরে শঙ্করীঃ—
"ভেবেছি, বাসবপ্রিয়া! নিজশক্তিদানে
সঞ্জীবিয়া আর্য্যপুত্রে নবীন জীবনে,
মাতাব সংগ্রামে পুনঃ দশরথাত্মজ
রাঘবে; আহবে পশি দাবাগ্নি যেমতি
রক্ষদলে দগ্ধ করি উড়াক বাতাসে।
কিন্তু সতি! তার প্রতি নিয়তি বিমুখ
সমরে পড়িবে বলী; কিন্তু যে অনল
জ্বালিবে কুমার, না করিয়া ভস্মশেষ
দুরন্ত রাক্ষসবংশ, হবে না নির্ব্বাণ—
জ্বলিবে নিয়ত! কিন্তু কে পারে সহিতে
এ জগতে, ইন্দুমুখি! চামুণ্ডার তেজ?
কি উপায়, সুলোচনে। কহ অতঃপর?"
কিঞ্চিত নীরব থাকি "শুন মহেশ্বরি"
উত্তরিলা স্বরাশ্বরী, প্রমত্তার বেশে
আবির্ভূত হোক্ গিয়া বীরেন্দ্র সম্মুখে
সৌদামিনী, নাচুক রঙ্গিণী ধ্রুবপদে,
প্রজ্বলিত চিত্ত তার করুক প্রদানি
নিজ তেজঃ, তব তেজঃ পারিবে তাহলে
সহিতে সহজে শূরমণি।" নীরবিলা
শচী দেবী। প্রশংসিলা হাসি মহামায়া।

চলিলা অদৃশ্যভাবে স্বর্গীয় সৌরভে
চৌদিক আমোদি, অতঃপর তিন জনে
যথা রামচন্দ্র; মধুমাস মহারঙ্গে
চলিল সঙ্গেতে——সুশোভিত বনস্থলী
সিন্ধু, শৈল, ব্যোম! মৃদু মন্দ গীতধ্বনি
চলিল বিমানে। হেথা অকস্মাৎ পুনঃ
দেখিতে দেখিতে সব হল মরুস্থল!

——০ঃ০ঃ০——

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

বীরেন্দ্র রাজেন্দ্র রুদ্ধ রক্ষকারাগারে;
রক্ষকারাগারে রুদ্ধ রাজলক্ষ্মী সীতা।
বনবাসী পুত্রগণ—পুত্রবধূ—জায়া।
সুখদ শরত কাল। গভীরা রজনী
পৌর্ণমাসী শশী চারু সুনীল গগনে
নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে শোভিছেন সুখে।
চন্দ্রিমাচর্চ্চিত বিশ্ব! নীরব নিদ্রায়!
নাহি নিদ্রা চিত্ত মাঝে চিন্তার হিল্লোল
বসি একা রামচন্দ্র সরোবরকূলে।
স্থানে স্থানে, আর যত হিন্দুমহীপাল,
(দুরন্ত রাক্ষস রণে বাঁচিলা যাঁহারা)
হিন্দু অনীকিনী, অশ্ব——চতুরঙ্গদল
(অদ্বিতীয় পৃথিবীর হায় এককালে)
পড়ি স্থানে স্থানে পাশরিয়া রণরঙ্গ
মৃত প্রায় এবে—কেহ নিদ্রিত—কেহ বা
জাগরিত; শারসন, বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি,
কোদণ্ড, নিষঙ্গ, শূল, শেল, শক্তি, ভল্ল,
পরশু, নারাচ, জাঠা, তোমর, ভোমর,
মুষল, মুদ্গর, আদি বীরআভরণ
অস্ত্রশস্ত্র স্থানে স্থানে পড়িয়া ভূতলে,
ধূলীধূষরিত, হীন জ্যোতি, হীন তেজঃ,
মুকুট, কিরীট, স্বর্ণকুণ্ডল উজ্জ্বল
মণি মুক্তা রত্নময়! প্রভঞ্জনদর্পে

দলিত অটবী যেন! ঘন দীর্ঘোশ্বাসে—
থরোঞ্চ উচ্ছ্বাস, আকুলিত দশ দিক!
অস্ফু হা রব! মত্ত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ,
রথ, ধ্বজা, শংখ, তুরী, দুন্দুভি, দামামা
গড়া গড়ি আজি সব ধূলার উপরে!
ভাবিছে শূরেন্দ্রমণি কত যে ভাবনা;
কি বেদনা তাঁর হৃদে কি করে বর্ণিব?
মনে মনে ভাব তুমি ভাবুক সুজন।
করতলে গণ্ডস্থল স্থাপিত অযত্নে;
বিন্দু বিন্দু নীরধারা, অদৃশ্য ভাবেতে
শীতলিতে বুঝি সেই বিদগ্ধ হৃদয়
ঝরিতেছে ধীরে ধীরে! মলিন বদন।
নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী কাঁদিছে বিষাদে!
একিরে আবার!—একি ভীম ভাব!
কোথা শশধর তারকানিকর?
অকাল প্রলয়ে মগনা স্বভাব!
ঘোর হাহারবে ফাটিল অম্বর!——
অথবা এ কিরে স্বপন মম?
তিমির তিমির তিমির কেবলি
তাড়িত হইয়া প্রবল পবনে
গগন ভূতল ঘেরিল সকলি!—
শূন্য ভূমণ্ডল! নিরখি নয়নে
ক্রমে তমরাশি গভীরতম!
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাস হাহাস্বরে

উৎপাটি মেদিনী ধাইল পবন,—
ভীমোচ্ছ্বাস যথা হতাশা-অন্তরে,
নির্দ্দয় নিদাঘে অথবা যেমন
ভীষণ সাহারা তাড়িত বেগে!
ঘোরারাবে পূর্ণ জগৎমণ্ডল!
পাহাড় পর্ব্বত উপাড়িয়া পড়ে!
কিছু নহে স্থির—অস্থির সকল!—
মূল সহ এই বসুমতী নড়ে—
গভীর গরজে বাসুকি রেগে।
ক্ষণকাল সব নীরব হইল;—
প্রকৃতির মূর্ত্তি গম্ভীর ভীষণ!
প্রভঞ্জন গতি স্থগিত করিল;
সকলি নীরব! অশনি পতন
পূর্ব্বে মদমত্ত জলদ প্রায়!
উদ্গীরণ পূর্ব্বে অথবা যেমন
ভীম-অগ্নি-গিরি নীরব গম্ভীর!
সেই মত ক্ষণ নীরব ভুবন!—
একিরে আবার?—আবার অস্থির
হইল সকলি প্রলয়ে হায়!
দাপটে ঝাপটে পবন আবার
প্রবাহিত হল উৎপাটি অবনী!
আবার ভৈরব হুঙ্কার ঝঙ্কার
সমুত্থিত হল! হাহাকার ধ্বনি
আবার আকুল করিল সব!

গর্জ্জন তর্জ্জন করি ভয়ঙ্কর
মত্ত মেঘমালা ঢাকিল গগন !
উদ্গীরিত হল দীপ্ত বৈশ্বানর—
নাহি জ্যোতি—কাল গরল ভীষণ !
পলকে পোড়াতে পারে এ ভব !
ঘন ঘন হল অশনি পতন—
ভীম ঘোর রাব !—ইরম্মদ ধায়
উন্মত্ত আকৃতি করি উদ্গীরণ
কাল হুতাশন কাল সর্প প্রায় ;
পাহাড় পর্ব্বত পুড়িল বিশ্ব !
অট্ট অট্ট হাসি নাচি ধ্রুব পায়
ছুটিল দামিনী ছাড়িয়া ঝঙ্কার।
চমক লাগিল ত্রিদিব ধরায় !
কালরূপ হাসি হাসিল সংসার !—
এ কিরে এ কিরে অদ্ভুত দৃশ্য !
অই দেখ অই কাল হুতাশনে
জ্বলিল সকলি মেদিনী গগন !—
প্লাবিত পৃথিবী পাবকপ্লাবনে
সন্তাড়িত সিন্ধু পবনে যেমন
অনল-তরঙ্গ মাতিয়া চলে !
তাড়িত অর্ণব তরঙ্গে তরঙ্গে
আছাড়ি তরঙ্গ প্রলয় হুঙ্কার
হতেছে ঘূর্ণিত মহা ভীম রঙ্গে,
ছুটিতেছে দ্রুত উন্মত্ত আকারে
ডুবাইতে এই ধরণীতলে !

মুকুটোদ্ধার।

জ্বলিতেছে তায় বাড়ব অনল
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি আরাব!
বহে মত্ত তায় পবন প্রবল!
সকলি অনল এ কি ভীম ভাব!
ভীষণ আবর্ত্তে ঘুরিছে সব।
উগরে পাবক সলিল-প্রপাত;
উচ্ছলিত সিন্ধু কূলেতে আছাড়ে;
ঘন ঘন ঘন অশনিসম্পাত
করিতেছে চূর্ণ পর্ব্বত পাহাড়ে!
গেল ধরাতল গভীর রব!
দাবাগ্নির দাপে ভস্মীভূত বন!
মাতঙ্গ মহিষ শার্দ্দূল গণ্ডার
চতুর্দ্দিকে ধায় করিয়া গর্জ্জন;
পশু পক্ষী নর পুড়িল সংসার!
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে তারা!
এই কি প্রলয়? জগতের শেষ?
বিধির নির্ব্বন্ধ? নিয়তির গতি?
কিছু নাহি আর ভস্ম অবশেষ!
তামস তরল ভয়ঙ্কর অতি!
চতুর্দ্দিকে ঝরে শোণিতধারা!
কিছু নাহি আর ভস্মীভূত সব!
শ্মশান শ্মশান শ্মশান ভীষণ!
গলিত স্খলিত রাশি রাশি শব
রয়েছে পড়িয়া—হতেছে দাহন!

অন্ধকার ব্যোম চিতার ধূমে!
বায়স শকুনি কুক্কুর শৃগাল
করি উচ্চ রব বিকট গভীর
ফিরিছে আনন্দে; ভৈরব বেতাল
কাঁদিয়া নাচিয়া হাসিয়া অধীর
ভ্রমিতেছে মত্ত উৎসবধূমে!
এ কি রে আবার এ মহা প্রলয়ে
এ কি ভীম ভাব! জ্বলিল অম্বর
মহাজ্যোতিপুঞ্জে! যেন এক হয়ে
দ্বাদশ তপন কেতু বৈশ্বানর
ভীম তেজে আসি উদিত হল!
কোথা তমজাল নিবিড় ভয়াল?
প্রদীপ্ত মূরতি প্রকৃতি ধরিল!
সাগরে কন্দরে গহ্বরে বিশাল
লুকাল তিমির; হাসিয়া উঠিল
আনন্দে আকাশ ধরণীতল!
সে আলোকপুঞ্জ উজ্জ্বল প্রখর
স্থির ভাবে ক্ষণ রহিল গগনে!
নিবায়ে সে জ্যোতি তেজে ভয়ঙ্কর
হের হের ঘোর গর্জ্জন তর্জ্জনে
বাহিরিল বামা পাগলিনী প্রায়!
শত-সৌদামিনীদ্যুতিবিজড়িত
চণ্ডচণ্ডীরূপে চকিত ভুবন!
কালরূপে সব হল আলোকিত

কাল রূপা কালী—কাল হুতাশন
ধক ধক জ্বলে সকল গায় !
ভীষণ ভীষণা করাল বদনা
বিশ্ববিনাশক বহ্নি ত্রিনয়নে,
জিভা লক লক বিকট দশনা,
আলুয়িত কেশ চুম্বিছে চরণে,
মাভৈ মাভৈ ঘন নিনাদ মুখে !
খরশান খাঁড়া শোভে করতলে
রুধিরের আশে প্রসারিত কর ;
বিশাল ললাটে চন্দ্র সূর্য্য জ্বলে ;
দিগম্বরী ভীমা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ;
অট্ট অট্ট হাসি অধরে সুখে।
দল মল গলে দোলে মুণ্ডমালা
মুণ্ডের কুণ্ডল শ্রবণ যুগলে,
বিশ্বনাশী রূপে ত্রিভুবন আলা।
রুধির রুধির দেহি ঘন বলে।
কটিতে কিঙ্কিণী গভীর বাজে।
এক মাত্র বীর এখনো জীবিত
নির্ভয় গম্ভীর মূরতি অটল ;
কোটি দিনমণিকিরণ জড়িত
বদন ললাট ! বসে অবিকল
ভাবে একা সেই শ্মশান মাঝে !
রৌদ্র মূর্ত্তি ধরি রৌদ্র হাস হাসি
বিশ্ববিনাশিনী বেশে ত্রিলোচনা

আস্ফালিয়া অসি রৌদ্ররসে ভাসি
উপনীত তথা উন্মত্তা নগনা!
কম্পিত ধরণী চরণভরে।
তৃষ্ণাতুরা আমি—তৃষিত রসনা,
তৃষিত হৃদয় তৃষিত জীবন,
তৃষিত কৃপাণ—তৃষ্ণায় মগনা
আপনি বসুধা, কে তুমি সুজন
এই খড়্গে বক্ষ বিদার করে-
করাও আমায় রক্তধারা পান!'
বলি অট্ট হাসি দংশিয়া অধর
নাচিলা রঙ্গিণী! শোভিল বিমান
বিচিত্র কিরণে! নির্ভয় অন্তর
হাসি বীরবর আপন মনে—
লয়ে সেই অসি বিষম আঘাতে
আপনার বুক করিলা বিদার!
ছুটিল শোণিত সহস্র ধারাতে—
হের হের কিবা অদ্ভুত ব্যাপার
চমক লাগিল তিন ভুবনে।
সহসা সকলি হাসিয়া উঠিল—
ভারত আবার হাসিল হরিষে।
জয় জয় নাদে ভুবন ভরিল;—
সুরগণ সুখে কুসুম বরিষে;—
মঙ্গলবাজনা সঘনে বাজে।
সে পবিত্র আর্য্যশোণিতের ধার

মুকুটোদ্ধার।

ধরাতলে যেই পতিত হইল

অহোল্লাসে ছাড়ি হুঙ্কার ঝঙ্কার

শত শত মহাবীর জনমিল

সুসজ্জিত সবে সমরসাজে!

দামামা দুন্দুভি বাজনা বাজিল;

পূর্ণিমার শশী উঠিল গগনে;

সুরাঙ্গনাগণ নাচিয়া গাইল—

নাচিয়া গাইল সপ্তমের তানে

ভারত-বিজয়-গভীর-গান।

এককালে ছয় ঋতুর উদয়;

এককালে রবি শশীর প্রকাশ!

চারি দিকে চারু শোভে ফুলচয়;

কুঞ্জে কুঞ্জে পিক-ললিত-উচ্ছ্বাস;—

হাসিল ভারত প্রফুল্ল প্রাণ।

—o:o—

দেখিলা বিস্ময়ে শূর—দেখিলা বিস্ময়ে

স্বপনের কোলে যেন বিচিত্র আলেখ্য!

সহসা ধমনী যেন উঠিল উচ্ছলি;—

খরোষ্ণ শোণিত-ধারা শিরানুশিরাতে

ছুটিল সবেগে; দামিনীর ছটা সম

খেলিল প্রদীপ্ত ছটা বদনমণ্ডলে;

নয়নযুগলে বহ্নি; রোমাঞ্চ শরীর;

ঊর্দ্ধশির শিরোরুহ; লাগিলা ভাবিতে।

সহসা চঞ্চল ভাবে—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর

রাঘব সম্মুখে আসি দাঁড়াল দামিনা।
নির্ভয়ে বামায় চাহি বীরেন্দ্র কেশরী :—
" কে গো তুমি উন্মাদিনী ? জানিহ নিশ্চয়
এ প্রপঞ্চে নাহি হবে সহজে বঞ্চিত ?
দেবী কি দানবী নারী অপ্সরী কিন্নরী
কেবা তুমি মায়াবিনী সত্বর আমারে
দেহ সত্য পরিচয় ; নহিলে এখনি
প্রচণ্ড প্রহারে প্রাণ সংহারি তোমার
ছলনার দিব ফল। " বিকট হাসিয়া
প্রমত্তার মত সতী চপলা সুন্দরী :—

ভারত-নন্দিনী আমি হে দামিনী
বেড়াই নাচিয়া সকল দেশে।
যৌবনের ঘটা সৌন্দর্য্যের ছটা
খেলায় তরঙ্গ শরীরে হেসে ॥
না পরি বসন না পরি ভূষণ
না পরি মাণিক মতির মালা।
বিনাইয়া বেণী কুসুমের শ্রেণী
জানি না জড়ায়ে করিতে আলা ॥
না পারি গাইতে না পারি নাচিতে
কেবল আনন্দে বেড়াই মেতে।
আমার প্রতাপে ত্রিভুবন কাঁপে
নক্ষত্র ভূধর চলিয়া যেতে ॥
কটিতে কিঙ্কিণী করেতে শিঞ্জিনী

মুকুটোদ্ধার।

চরণে আমার নূপুর বাজে।
সঘন চীৎকার করি অনিবার
ফিরি আমি তিন ভুবন মাঝে॥
কবে কোন্ স্থান কে পায় সন্ধান?
সদাই চঞ্চলা, চঞ্চলা নাম।
কভু নর সনে; পাতাল ভবনে;
কভু বা বিরাজি অমর ধাম॥
লহরে লহরে শিহরে শিহরে
কখন নাচি লো মেঘের কোলে।
পবন-হিল্লোলে জলধি-কল্লোলে
কখন খেলি লো ভীষণ রোলে॥
নহিক রাধিকা নবীনা বালিকা
বয়স আমার জানি না আমি।
কুলের কামিনী সদা উন্মাদিনী
সধবা বিধবা জানেন স্বামী॥
সদাই চঞ্চলা সদাই বিহ্বলা
সদাই পাগল মদের ঘোরে।
ফিরি একাকিনী নাহিক সঙ্গিনী
বাঁধা আছি এক প্রণয়-ডোরে॥
কত লোকে কত বলে অবিরত
কত নিন্দা এই শরীরে মাখা।
ভাবি এক কথা ভুলি মন ব্যথা
কলঙ্ক শোভিত শারদ রাকা॥
আমি ত চপলা ভদ্র কুলবালা

কুল মাঝে কিন্তু থাকি লো কই ?
কিবা দিবা ভাগে এক অনুরাগে
বেড়াই নিশিতে করি হই হই ॥
জানি আমি মনে এ তিন ভুবনে
সুন্দরী নাহিক আমার মত।
কিন্তু লোক মাঝ পাই সদা লাজ
আমার নিন্দায় সকলে রত।
নূতন প্রকার এরূপ আমার
মুকুর খুলিয়া হেরিনু আজ।
বুঝিনু তখন ইহারি কারণ
পাই না সুখ্যাতি সমাজ মাঝ ॥
দানব-সংহারে কোপের আসারে
ভাসিয়া যেমন সাজিলা কালী।
শরীরে অনল নয়নে গরল
বদনমণ্ডলে অনল জ্বালি ॥
করে খরশান কার্ম্মুক কৃপাণ
ঘন হান্ হান্ গভীর রব।
বিশ্ব টল টল অচল সচল
দেখি বিধি বিষ্ণু ব্যাকুল ভব ॥
আমারো তেমনি মুখে ঘোর ধ্বনি
আমারো গমনে ভুবন টলে।
ললাট ফলকে ঝলকে ঝলকে
আমারো তেমনি অনল জ্বলে ॥
সমরে আমোদ সমরে প্রমোদ

মুকুটোদ্ধার।

সমর-রঙ্গিণী আমার নাম।
ভীষণার বেশে এলাইয়া কেশে
বেড়াই নাচিয়া সমরধাম॥
জিভা লক লক করে ধক ধক
কাঁল হুতাশন নয়নদেশে।
ত্রিনয়নী রূপ অতি অপরূপ
হাসাই তড়িতে বিকট হেসে॥
হয়ে উলাঙ্গিনী আমি সৌদামিনী
গাই হুহুঙ্কারে বাজায়ে গাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত পিশাচিনী
নাচি নাচি তায় মিশায় তাল॥
রুধির মাখিয়া রুধিরে ভাসিয়া
পান করি অরি রুধির ধারা।
যে রূপ দেখিলে যে রূপ ভাবিলে
ভবেশ ভবানী চেতনাহারা॥
জ্ঞানেরে ক জন মানেরে ক জন
ভাবেরে ক জন ভবেতে হায়।
ভারত ভিতরে ভারত-উদরে
কত ফুল কত ফুললতিকায়॥
আন্ ভেরী আন্ ধনুক কৃপাণ
দামামা দুন্দুভি দাগড়া কাড়া।
বাজা রে গম্ভীর করিয়া অধীর
অবনী অচল পড়ুক সাড়া॥
বেরকা নাচিব বারেক গাইব

বারেক সাজিব চপলা সাজে।
নাচিবে অচল নাচিবে সচল
অসাড় ভারত নাচিবে লাজে॥
নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিবে একত্রে
গ্রহ সনে গ্রহ ঠেকিবে রাবে।
কাল প্রভঞ্জন করি স্বন স্বন
ধাইবে ধরায় ভীষণ ভাবে॥
সাগর শুষিব গিরি উপাড়িব
উঠাব পাতাল স্বর্গের শিরে।
স্বরগে আনিয়া পাতালে রাখিয়া
আঁধারে আলোক জ্বালিব ফিরে॥
পশু পক্ষী নর অমর কিন্নর
দানব দুর্ব্বার রাক্ষস কিবা।
সবার রুধিরে ভাসাব মহীরে
মিটাব পিপাসা সাজিয়া শিবা॥
বিধির সৃজন বিধির রচন
বিধির নিয়ম বিনাশ করে।
নূতন ভুবন করিয়া সৃজন
নূতন নিয়মে রাখিব ধরে॥
ভারত নন্দিনী আমি সৌদামিনী
আমার গমনে ভুবন টলে।
আমার প্রভায় তপনে পোড়ায়
সকলি আমার চরণতলে॥

———০O০———

বলিয়া বিকট হাসি অদৃশ্য হইলা।
বাথানিলা দিগম্বরী দামিনী কৌশলে।
বিস্মিত প্রপঞ্চে বলী! হায় রে হৃদয়ে
কতই ভাবের খেলা! গভীর অর্ণব
আকুলিত যথা চণ্ড বাড়াব দহনে
মুক্তকেশে মত্তবেশে সেই সঙ্গে যদি
ধায় প্রভঞ্জন, ঘূরে যথা ঘোর রাবে
(ভীষণ আবর্ত্ত!) আছাড়িয়া অবিশ্রান্ত
তরঙ্গ উপরে রঙ্গে তরঙ্গআবলী;
তেমতি তরঙ্গমালা লাগিল ঘূরিতে
গভীর হৃদয়ে তাঁর, লাগিলা ভাবিতে।
দুরন্ত মহিষাসুরে করিতে সংহার
যে মূর্ত্তি ধরিলা চণ্ডী, সেই মূর্ত্তি ধরি
সুরেন্দ্র সম্মুখে আসি কহিলা তখনঃ—
"শূরেন্দ্র!"—চাহিলা বলী বিস্ময়ে যেমতি—
চাহিলা বিস্ময়ে, যথা কুস্বপন দেখি
চমকিয়া উঠে নর চকিত চঞ্চল!
দেখিলা সম্মুখে মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী অতি!
নারিলা ধরিতে ধৈর্য্য, আকর্ষি কৃপাণ
ঘূরায়ে লোহিত নেত্র জলদনিস্বনে
কহিলা কর্কশ—"মায়াবিনি! আর চিত্ত
ভুলে না ছলনে। বার বার বৃথা আর
বিস্তার ছলনা জাল। হবে না কখন—
হবে না কখন, এই প্রতিজ্ঞা আমার

রাক্ষসি! রাক্ষসরাণী অযোধ্যা ঈশ্বরী।"
মহেশমহিষীবক্ষ লক্ষিয়া অমনি
হানিলা সুতীক্ষ্ণ অসি গর্জ্জিয়া বীরেশ
বারীশনিনাদে। খণ্ড খণ্ড হ'ল অসি
সে অঙ্গপরশে। মহারোষে মহেষ্বাস
অবর্থ্য কৃপাণ ব্যর্থ দেখিয়া ইঙ্গিতে
(হায় হতজ্ঞান।) প্রহারিলা মহাশক্তি।
ছুটিল ভীষণ ইষু, যাইল মিশিয়া
শক্তিতেজ শক্তি-অঙ্গে। বীরেন্দ্রশার্দ্দূল
প্রহরেক এইরূপে করিলা সমর।
তূণীরে নাহিক শর—শক্তিহীন তনু—
নারীসহ দ্বন্দ্বে। সহসা অন্তরে
উপজিল মহাত্রাস—সন্দেহ বিষম।
এ নহে রাক্ষসী কভু, সামান্যা রমণী
নহে এ রমণী। চিত্রপট প্রায়, হায়,
বিষণ্ণ বদনচন্দ্র অধোমুখ হয়ে
লাগিলা ভাবিতে। ঝর ঝর নেত্র দ্বয়ে
লাগিল ঝরিতে বারি। হাসি দয়াময়ী
উত্তরিলা চন্দ্রচূড় মানস-রঞ্জিনী—
"ভয় নাই বৎস, ত্যজ বিফল ভাবনা।"
কাতর ভক্তের দুঃখে ভকতবৎসলা;—
অথচ ঈষদ্ হাসি ফুটিল অধরে—
কালকাদম্বিনীকোলে সৌদামিনী যথা—
"তৃষিত রাঘব আমি; পিয়ায়ে রুধির।

মুকুটোদ্ধার।

শত্রুঅস্ত্রাঘাতে তব বক্ষ বিদারিয়া
নিবারণ কর তৃষ্ণা।" নীরবিলা দেবী।
চকিতে হৃদয় বাঁধি নরেন্দ্র-নন্দন
সজল নয়নদ্বয় কহিলা কাতরেঃ—
"নমি মা রাজীব রাঙা চরণে তোমার
দাসেরে আশিষ দান কর কৃপাময়ি।"
পরক্ষণে মহাতাপ উদিত অন্তরে
রহিলা নীরবে। হাসি উত্তরিলা উমা—
সম্বর রোদন, বৎস! অচিরে আবার
বসিবেন বীরমাতা রতনআসনে।"
নীরবিলা দেবী। উত্তরিলা বীরমণি
"আর এ ছলনা বৃথা কেন মহেশ্বরি!
ভীমরূপ ভীম ভাব ধরি? হে জননি!
কি করিলে ভারতের? দিবা বিভাবরী
সেই ত কাঁদিছে আজো, ভুবন ঈশ্বরী!
অকূলে পড়িয়া করি হাহাকার ধ্বনি
অভাগা ভারতপুত্র বলবীর্য্য হীন
অসহায়, অনুপায়। দিন মনে মনে গণি
এরূপে কেমনে আর রবে চির দিন
মণিহারা ফণিপ্রায় নিতান্ত মলিন।
এই কি, করুণাময়ি! করুণা তোমার?
চিরদিন ভক্তিভাবে চরণকমল—
দেবের আরাধ্য—মাগো মোক্ষমূলাধার
পূজি তব, অবশেষে পেলে এই ফল।

কি ফল সাধনে, মাগো, যদ্যপি বিফল ?
জগতে তোমার পূজা করিবে কে আর ?
দুর্গমে পতিত হয়ে দুর্গা দুর্গা বলে
আর কে চীৎকার করি খুলি মন দ্বার
ডাকিবে তোমায় দেবি ? কৈলাস অচলে
কে পাঠাবে চিত্তবেগ আরাধনাবলে ?
মনের আগুণ, দেবি ! থাক মনে মনে ;
কি কাজ হাসায়ে লোক প্রকাশি বিফল ?
দংশুক ভুজঙ্গ নিত্য সতত এমনে
হৃদয়ে জড়ায়ে ; হৌক মগন সকল
গৌরব গরিমা কীর্ত্তি কলঙ্কে অতল ;
যা কিছু আশ্রয় করি ধরিয়া জীবনে
আছে আজো কাত্যায়নি ! ভারতকুমার
ডাকিব না ভুলে আর তোমারে স্বপনে
নির্ব্বাণ বহ্নিরে আর বৃথা বার বার
দিও না আহুতি দান, মিনতি চরণে।
সুখের ভারতে উমা ! কি রেখেছ আর ?
স্বর্ণভূমি আর্য্যভূমি আজি মরুস্থান
নিবিয়াছে দীপাবলী ; ঘোর অন্ধকার
ঘেরিয়াছে সমুদায় ; মেদিনী বিমান
ফাটিতেছে আর্ত্তস্বরে-ভারতসন্তান
ফিরিছে অন্নের আশে দুয়ারে দুয়ার.
উন্নত হিমাদ্রিশৃঙ্গ করিছে চুম্বন
অধম শৃগালপদ —স্বচক্ষে এবার

মুকুটোদ্ধার।

ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে করিব রোদন
না দেখিলে নহে, দেবি ! মনের মতন ?
ভারত-অদৃষ্ট কিংবা ফিরিল এবার ;
মুছাইতে অশ্রুজল ও কমলকরে
ভারত পুত্রের, মাতঃ ! এসেছ আবার ?—
ক্ষম দেবি ! নহে মম বাসনা অন্তরে
নিন্দিতে তোমায়। হায় ! এত দিন পরে
করিতে করুণা যদি কিঙ্করে তোমার
এসেছ, করুণাময়ি ! করি উদঘাটন
ভক্তিভাবে এই দগ্ধ হৃদয়ের দ্বার
যা কিছু আছে মা সাধ্য করি সমর্পণ,
ও পদপঙ্কজ আজ করিব সাধন।
একটী হৃদয়পদ্ম ভরসা কেবল
ও পদরাজীব-রাজে করি অরপিত
আরাধিব, জগদম্বে ! তুচ্ছ ভাবি তায়
ঠেলিও না রাঙ্গা পায়, একটী আমার
জানিও সহস্র বলি ; না দিলে আমারে
কোথা পাব, তব করে অখিল সংসার।
কি কাজ কুসুমে, মাতঃ, কি দূর্ব্বা চন্দন ,—
বৃথা আড়ম্বর কেন পঞ্চ উপচার ?
মনে মনে মনপদ্ম দিয়া উপহার
সাজায়ে বিবিধ সাজে মনের মতন——
নির্ম্মল পবিত্র ভক্তি, করি উদ্‌ঘাটন——
ও পদে তোমার, আজি করিব সাধনা।

মনে মনে মা তোমায়ে ডাকিব চীৎকারে ;
কি কাজ জানায়ে লোক—সে ত বিড়ম্বনা।
কি কাজ বাজনা বাদ্য রত্ন অলঙ্কারে ?
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী তুমি সকলি তোমার—
মানসে মানসে, মাতঃ, সকলি সৃজন ;
আমি কি তোমারে আজি দিব উপহার ?
তোমারে তোমার ধন দিয়া পুনর্ব্বার
কি ফল তাহাতে, কালি ? তুমি বা গ্রহণ
কি করে করিবে তাহা দিয়া একবার ?
ভুলি নাই কিছু, দেবি। সদা এ অন্তরে
জ্বলিতেছে ভীম তেজে কাল হুতাশন !
আর্য্য শোণিতের ধার ধমনী ভিতরে
ছুটিতেছে অহরহ চঞ্চল চরণ !
পাতিয়া হৃদয় যত রক্ষউৎপীড়ন
সহিতেছি অবিচলচিত্তে নিরন্তর।
কিন্তু মা নিমগ্ন নহি রাবণের ভয়ে !—
দেবের বিষম মায়া নিরীক্ষণ করে,—
দেখিয়া দেবের দয়া সেবকনিচয়ে
নীরব সকলে আজ চিত্রপট হয়ে !
কঠিন প্রস্তরে মাগো বিধির এ লেখা
ঘর্ষিলে দম্ভোলি পৃষ্ঠে শত যুগ ধরি
বাড়িবে লাবণ্যচ্ছটা কভু সেই রেখা
না হইবে ধ্বংস শুন জগৎ ঈশ্বরী !—
পশিব আহবে আমি মারি কিম্বা মরি ;

সময়-কৌশল কত আছে কার শেখা
ব্যক্ত হবে সমুদয়; চেত্তাৰ সকলে
বিধির প্রভাব কথা যাবে দেখি দেখা ;—
নির্ম্মূল কর্ব্বুরকুল করি ভুজবলে
রাখিব অক্ষয় কীর্ত্তি গগনের তলে।—
প্রলয় পাবকে বিশ্ব সুধাংশু গ্রাসিবে ;
অকালে গভীর সিন্ধু হবে মরুস্থল ;
তপন ভবন ঘোর তিমিরে ডুবিবে ;
বিধাতা বিধির বিধি হবে সচঞ্চল ;
তুষারেতে পরিণত হবে দাবানল ;
ভুজঙ্গ অমৃতধারা উদ্গার করিবে ,—
সম্ভব হইবে সব ! (বিধির নিয়ম !) ;
সম্ভব হইবে দেব মৃত্যুপদতল ;
সম্ভব হইবে ধ্বংস ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ;
অসম্ভব হবে ধ্বংস ভারত বিক্রম !
অসম্ভব আর্য্য-গর্ব্ব হেরিবে চরম ! ”

উত্তেজিত করি চিত্ত দেব বীর্য্যবলে,
আদেশি সাজিতে আশু চতুরঙ্গদলে,
অদৃশ্য হইলা গৌরী। বাসবরমণী—
যাইলা ব্যাকুলা যথা আর্য্যের জননী।
উসরসীর তীর হতেঠি মহাবীর
চলিলেন গৃহে, চিত্ত চিন্তায় অস্থির।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা মনে করিব দর্শন
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।

পশিলেন অস্ত্রাগারে, সাজিলা সমরে ;
বর্ম্ম চর্ম্ম জ্যোতিঃপুঞ্জ পশিল অম্বরে।
রণোন্মত্ত নামে অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা প্রায়
করিলেন কশাঘাত আরোহি তাহায়।
ঘন হ্রেষা রবে অশ্ব উঠিল গগনে ;—
ছুটিল বেগেতে করি পরাস্ত পবনে।
গিরি নদ নদী রাজ্য অটবী কান্তার
এড়াইয়া কত দূরে আসিলে কুমার
শরদিন্দুনিভাননা প্রমদারতন
মানসবাসরে তাঁর উদিল তখন ,—
প্রণয়প্রফুল্ল সেই নয়নকমল ;
হাসি হাসি মুখশশী প্রেম ঢল ঢল ;
চঞ্চল কুন্তলদল জলদ-বরণ
প্রণয় বিলাস আর প্রেম-আলাপন—
সকলি উদিল মনে। ব্যাকুল জীবন,
করিলেন তুরঙ্গের গতি সম্বরণ।
ভাবিলা আমারে উঠি যদি না দেখিবে
অবলা সরলা বালা আর কি বাঁচিবে।
নারিব হেরিতে সেই নয়নে সলিল।
হোক ধ্বংস যশ বংশ—মজুক অখিল ;
অবশ্য বিদায় লব প্রেয়সীর পাশে—
অবশ্য যাইব মনোমোহিনী সকাশে।
এতেক চিন্তিয়া চিত্তে, চাবুক মারিলা,
ঊর্দ্ধ কর্ণে বাজিরাজ অমনি ছুটিলা।

মুকুটোদ্ধার।

কত শীঘ্র যায় মন দামিনী পবন ;
নিমেষে আসিলা যথা প্রমদারতন।
সুখেতে পর্য্যঙ্ক'পরি করিয়া শয়ন
নিদ্রিত সরলা সতী ; নলিনীনয়ন
অর্দ্ধ নিমীলিত আহা ! পড়েছে বদনে
বিমল হিমাংশু অংশু ; মৃদুল পবনে
চিকণ অলকাগুলি হেলিছে দুলিছে ;—
প্রফুল্ল পঙ্কজে যেন ভ্রমর খেলিছে।
হেরি সে মোহন মূর্ত্তি রাঘব পাগল,
লাগিলা দেখিতে, দৃষ্টি বদনে অচল।
এইরূপে দাঁড়াইয়া আছে বীরমণি
নাথ নাথ ধীর স্বরে চমকি অমনি
জাগিলা সুন্দরী। দুরু দুরু করি ঘন
কাঁপিতে লাগিল বক্ষ আতঙ্কে যেমন।
তুষিয়া আদরে পরে রমণীরতনে
কহিলা বীরেশ " প্রিয়ে যাব আমি রণে,
করিব দানবকুলে আহুতি প্রদান,
ভারত মাতার তাপ করিব নির্ব্বাণ,
আবার বসাব তাঁয় রত্নসিংহাসনে,
হাসি শশিমুখী দেহ বিদায় এক্ষণে। "
এতেক ভারতী শুনি চকিত কিঞ্চিৎ
উত্তরিলা সুহাসিনী বচন বিনীত।
" যাবে, নাথ, যাও রণে নিষেধ না করি
বীর হয়ে রবে কেন কাপুরুষ ভাবে ?

লভিবে অক্ষয় কীর্ত্তি ধনুর্ব্বাণ ধরি
সুযশ কুসুমে মণি-মুকুট সাজাবে ;

তাহাতে বিবাদী আমি নহি গুণমণি,
ঘোষিবে তোমার নাম সকল সংসার
ভাসিব আনন্দে, নাথ, শুনে সেই ধ্বনি ;
রোপিব কণ্টক কেন সে পথে তোমার ?

যাও তুমি, যশস্বিন্, শক্রর দমনে,
করহ বিকচ পুষ্পে মুকুট মণ্ডিত ;
যক্ষ রক্ষ সুর নর অসুর শমনে,
বিকম্পিত করি বলে, না হই শঙ্কিত।

বাড়িবে তাহাতে মম অতুল সম্মান—
বীরপত্নী বলে সদা সুরাসুর নরে
করিবে আমার পূজা, শুন, হে ধীমান,
এই ত সতত, কান্ত, কামনা অন্তরে।

এই ত সতত, কান্ত, কামনা অন্তরে।
বীরপত্নী হব হব বীরপ্রসবিনী,
ঘোষিবে আমার নাম জগত ভিতরে
এই ত বাসনা নাথ দিবস যামিনী।

না বলি অলসে নাথ, বসিতে নিবাসে ;
বীরত্ব বিক্রম বীর্য্য ভুলিয়া সকল
না বলি থাকিতে বদ্ধ জড়তার পাশে ;
না বলি বহিতে এই দাসত্ব শৃঙ্খল।

উথলিল সুখ সিন্ধু হৃদয় মাঝারে
ভূষিত তোমায় দেখি এ চারু ভূষণে ;
মনের উৎসব আজ বলিব কাহারে ?
বীরের কামিনী বিনা বুঝিবে কেমনে ?

কত দিন কত সুখে জীবিত ঈশ্বর,
সাজায়েছি সাধ করে যতনে তোমায়,
বন ফুলে গুঞ্জ মালা গাঁথিয়া সুন্দর
ভাসিয়াছি সুখ নীরে পরায়ে গলায় ;

কিন্তু নাথ, দেখি নাই এরূপ কখন !
ভুলে নাই রূপে মন মেদিনী বিমান।
আজ পাগলিনী আমি হেরে ও বদন,
ভুলিলাম আপনারে আজকে ধীমান !

যাবে নাথ যাও রণে না করি বারণ,
কিন্তু অধীনীরে তব থাকে যেন মনে।
দাসীর ভরসা নাথ ও রাঙা চরণ,
অরণ্য বৈকুণ্ঠ যদি থাকি তব সনে।"

নীরবিলা নলিনাক্ষী। ঈষৎ হাসিয়া
কহিলা বীরেন্দ্র "প্রিয়ে না ভাব-বিফল।"
প্রবোধি এতেক বলি বিদায় লইয়া
যাইলা চঞ্চলা গতি মুছি নেত্র জল।

পোহাল যামিনী ; বিহঙ্গ ডাকিল ;
পূর্ব্বাকাশে আসি উষা দেখা দিল।

দেখিতে দেখিতে হিমাদ্রি শিখরে
উঠিলা কুমার প্রফুল্ল অন্তরে।
যথা হতে গঙ্গা গম্ভীর নিস্বনে
তারিতে পতিতে ছুটিছেন দ্রুত
দাঁড়ায়ে সেখানে চাহি বিশ্বজনে
কহিতে লাগিলা আনন্দযুত ঃ—
" বাজ্‌রে দামামা বাজরে আবার,
অবনী গগন হোকরে বিদার।
বাজ্‌রে দুন্দুভি বাজ্‌ ভয়ঙ্কর
দানব মানবে করিয়া কাতর!
বাজ্‌ ভেরী বাজ্‌ বাজরে ভীষণ
কাঁপিয়া উঠুক কৃতান্ত ভবন।
বাজ্‌ বীণা বাজ্‌ বাজ্‌ ঢাক ঢোল,
বাজ্‌ কাড়া বাজ্‌ উঠুক হিল্লোল।
কর শংখ কর্‌ কর্‌ ভীম ধ্বনি।
গিরি নদ নদী ফাটুক ধরণী।
নাদ্‌ রে জীমূত প্রলয় নিনাদ,
সুরাসুর নর গণুক প্রমাদ।
অহে ইরম্মদ প্রমত্ত সমদ
অযুত আকারে ছুট দ্রুতপদ।
ডাকরে অশনি গম্ভীর ডাকে।
মহাবল ভরে অহে প্রভঞ্জন
স্বন স্বনে ছুট উৎপাটি ভুবন।
গাও হে জলধি ভীম নাদ ছাড়ি
তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গ আছাড়ি

মুকুটোদ্ধার।

মকর কুম্ভীর জলচর সব
মিশাও সে রবে সুগম্ভীর রব
হিম গিরি ঘাট অহে বিন্ধ্যা
ছিঁড়িয়া বিক্রমে জড়তা শৃঙ্খল
উড় শূন্য ভরে করি কোলাহল,
ডুবুক অতলে গগন ভূতল।
উঠ হে মৈনাক ভীষণ হাঁকে।
আয় আয় যত ভারত সন্তান
পরিয়া আনন্দে সমরভূষণ;
আয় আয় যত ভারত সন্তান
ধনুক কৃপাণ করিয়া ধারণ।
বর্ম্ম চর্ম্ম বাণ শিরে শিরস্ত্রাণ
আয় আয় যত ভারত সন্তান
প্রলয় পাবক জ্বালিয়া ভীষণ
পদ ভরে করি কম্পিত ভুবন।
আয় আয় সবে বারেক আবার
পূর্ব্বের বিক্রম ভাবি একবার।
ছাড়ি সিংহনাদ ছাড়ি হুহুঙ্কার
জয় জয় ধ্বনি মুখে অনিবার;
হর হর শব্দে স্তব্ধি ত্রিভুবন
আয় আয় যত ভারত নন্দন
উড়ায়ে বিজয় পতাকা রাজি
কার কর ভয়? কিসের সন্দেহ?
চির দিন নাহি রবে এই দেহ

বৃথা মায়া মোহ বৃথা এই স্নেহ!
মাটিতে উৎ[illegible] মিশাবে
কর রে অভা[illegible]ভাবে।
বাসনা যদ্যপি[illegible] অমর
এস এস সবে নির্ভয় অন্তর
হুহুঙ্কারে পড়ি সংগ্রাম অঙ্গনে
খড়্গাঘাতে পাড়ি রাক্ষস দুর্জ্জনে।
দেখায়ে বিক্রম ভীম ভুজ বলে
সাহস উৎসাহ সমর কৌশলে
এস এস করি স্তম্ভিত সবায়;
সমতল ক্ষেত্র করিব ধরায়!
এস এস চারু সাজেতে সাজি!
যেমন কামান পাইয়া অনল
তেমনি শুনিয়া সৈনিক মণ্ডল
হুহুঙ্কার করি গরজি উঠিল।
অবনী গগন সঘনে কাঁপিল!
ঘন সিংহনাদ কোদণ্ড টঙ্কার,
গজের গর্জ্জন সেনার হুঙ্কার;
তুরঙ্গ তর্জ্জন দামামার ধ্বনি
তুরী ভেরী রাব ভরিল অবনী।
কেহ রথে অশ্বে কেহ বা কুঞ্জরে
আরোহি ছুটিল সানন্দ অন্তরে।
উড়িল পতাকা বিচিত্র সুন্দর,
শত সৌদামনী ঝাঁপিল অম্বর।

মুকুটোদ্ধার।

ভারত সাজিল ভারত মাজি
চরাচরে এই নিনাদ গাজিল
আনন্দে পবন এ আনন্দ [illegible]
ঘোষিয়া ছুটিল আমোদি ধরণী।
গৃহে গৃহে কত আনন্দ উৎসব।
মঙ্গল বাদিত্রে উৎসাহিত সব।

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

প[illegible]চ্ছ্বাস।

একান্তে দিনান্তে বসি বিজন কাননে
মৌনভাবে আর্য্যমাতা মলিন বদন।
হৃদয়ে ভাবনা কত! নিমীলিত আঁখি—
ইন্দীবর সন্ধ্যাগমে; অজ্ঞাতে কভু বা
বিন্দু বিন্দু ঝরিছে সলিল। স্পন্দহীনা
মহাদেবী,—আহা চারু চিত্রপট প্রায়!
তথাপি গাম্ভীর্য্য কত!—হায় রে যেমতি
মহেন্দ্র-মহিষী শচী যবে বৃত্রাসুর
মহাদর্পে দেবগর্ব্ব খর্ব্ব করি রণে
খেদাইলা বজ্রধরে বৈজয়ন্ত হতে
দেববৃন্দ সহ; কিম্বা আহা জলতলে
দুর্ব্বাসার অভিশাপে কেশব বিহনে
ব্যাকুলা কমলা! নবজলধররুচি
আলুলিত কেশপাশ; দীনা, ক্ষীণা, হায়,
অনাথিনী, পাগলিনী—মণিহারা ফণী!
মলিন বসন খানি—তথাপি ধরায়
উজলিছে স্বর্ণ-বর্ণ-চারু-কান্তি-ছটা;—
আবরিলে অনম্বর ঘোর ঘনঘটা

মুকুটোদ্ধার।

উজলে হাসিয়া যথা দামিনী রূপসী।—
সেই মত জননীর রূপ নিরমল
মিশি বন-কান্তি সহ হাসিছে সুহাসি।
" মম সম অভাগিনী, হায়রে ভুবনে
কে আছে কোথায় ? নিদারুণ হুতাশনে
হতেছে এরূপে দগ্ধ হৃদয় কাহার
নিরবধি ? জন্ম কার, হায় ! মহীতলে
কাঁদিবারে অনিবার ? জীবন আমার—
কঠিন পাষাণ সম অথবা অশনি—
মজ্জাগত, নহে কোন্ সুখে—পদে পদে
সহিয়া লাঞ্ছনা এত, হারাইয়া সব—
গৌরব গরিমা তেজ সম্ভ্রম সম্পদ,
কলঙ্ক কালীতে হয়ে কলঙ্কিত, নহে
কোন্ সুখে আজো, হায় ! রয়েছে শরীরে ?
ধিক্ প্রাণ ! ধিক্ জন্ম ! কঠিন কপাল!
হায় দুঃখ ! দুঃখ ! দুঃখ ! হৃদয় শ্মশান !
প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ প্রাণ মন
জ্বলিতেছে নিরন্তর !—জ্বলিছে কেবল—
নহে কিন্তু ভস্মসাৎ ! দলিত হতেছে
হৃদয় জীবন—নহে কিন্তু বিদারিত।
বিকল অবশ অঙ্গ—নহে অচেতন !
হানিছে বিধাতা নিত্য মর্ম্মভেদী বাণ
হরিছে না কিন্তু হায় এ পাপ জীবন।
হা বিধাতঃ ! হা কপাল ! কঠিন আমার ! "

কাঁদিছেন মনে মনে এরূপে জননী ;
সহসা বিধাতা আসি উপনীত তথা।
দ্বিগুণিতভাবে দগ্ধমনের বেদনা
জ্বলিল হৃদয়মাঝে ;—বসিতে বলিয়া
নীরবে রহিলা দেবী অধোমুখ হয়ে।
ক্ষণকাল চিন্তি দেব বিরিঞ্চি কহিলা ;—
" ধরণী-ঈশ্বরী ! বৃথা আজ বিধাতারে
নীরব ভর্ৎসনা ; মূলাধার এ সংসারে
জানিবে প্রাক্তন—অনিবার্য্য গতি যার ;
দেব নর দৈত্য—সবে, দেবি ! তার দাস।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি সুস্বরে তখন
উত্তরিলা দেবীশ্বরী—সুস্বরে অথচ
গম্ভীর সকোপ বাক্য, গম্ভীর যেমতি
নব বরষায় যবে ডাকে গুরু গুরু
মধুর নিনাদে নব নীল মেঘমালা,
ময়ূর-আনন্দ—উত্তরিলা আর্য্যমাতা—
" সত্য যা কহিলে দেব ! নিয়তি সকলি !
তোমরা—অমরবর্গ—কেবলি অসার !—
সাক্ষাৎ জড়তামূর্ত্তি ; আলস্য অথবা—
মানামান জ্ঞান শূন্য ! জীবন জীবন !—
হৃদয় শরীর মন জীবন সকলি !
ঘাৎ প্রতিঘাৎ বৃথা ; ক্ষণেক চঞ্চল,
মুহূর্ত্তে আবার সব আপনি মিলায় !
দেব এই—কহ বিধি ?—পবিত্র আখ্যান

মুকুটোদ্ধার।

কি কারণ ধরিতেছ ? দেবেতে দেবত্ব
কোথা দেব ? কোথা দেবে, দেব ! দেব-শক্তি ?
যখন স্বজিলা সৃষ্টি—কহ না বিধাতঃ !—
আপনি ত সৃষ্টিমূল,—যখন স্বজিলা
স্বর্গ মর্ত্ত্য—ভূমণ্ডল, গ্রহাদি ভাস্কর,
নদ, নদী, বন, বৃক্ষ, অর্ণব, অচল,—
যখন স্বজিলা সৃষ্টি—দেব দৈত্য নর
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, কীটাদি পতঙ্গ ;
দেব নর দৈত্যে, দেব ! প্রকাণ্ড প্রান্তর
দেখিলাম সবিস্ময়ে !—কোথায় এখন
সে প্রান্তর ? কোথা ভেদ দেব নর দৈত্যে ?
দেবেতে দেবত্ব ভাব কোথায় বিধাতা ?
অক্ষম দেবতা যদি দেব-শক্তি-বলে
ফিরাইতে, হে বিধাতঃ, অদৃষ্টের গতি,
কি ফল দেবতাপদ করি আরাধনা ?
দেবতা অদৃষ্টাধীন ! ভাগ্যাধীন নর !
কেন না আরাধি তবে সভক্তি চন্দনে
জড়পিণ্ডে—এক যদি আরাধনা ফল,
অধোগতি,—মন আশা মনেতে বিলীন !
কোন্ শাস্ত্র মতে, কহ কোন্ বিধি মতে,
হে বিধাতঃ, আরাধিতে কহ দেবতায় ?
দেব পূজনীয় কেন দেব ? কেন অপমান
কর আর পদে পদে ? এত প্রবঞ্চনা ?
প্রজ্বলিত কর কেন মনের বেদনা ?

সুবিধি বিধাতা তুমি দেখাইলে ভাল !
ভাল দেব ! বল শুনি—বলিবা প্রকাশি
সুখ দুঃখ মূল তুমি, অদৃষ্ট অদৃষ্ট—
সে অদৃষ্ট তব করে,—কহ হে বিধাতঃ !
মহেন্দ্রমহিষী শচী রাক্ষসীকিঙ্করী
হৈলা কোন্ বিধিমতে ? কোন্ বিধি মতে
দেবতা দেবত্বহীন ? কোন্ বিধি মতে
দৈত্যদর্পে হত দর্প ভারত অথবা
যার দর্প যার তেজঃ গৌরব গরিমা
সুবিদিত বৈজয়ন্তে ? ভাল পদ্মযোনি,
হল না কিঞ্চিৎ দয়া তোমার হৃদয়ে ?
শিখাও কি বিধি তুমি নিয়তি আমারে—
নহি আমি নিয়তির বশ ! মম ইচ্ছা—
সেই ত নিয়তি—দেব দৈত্য মানবের !
বিধি হে বিধিত্ব লয়ে এই কি করিলে ?
পবিত্র দেবতা নামে লেপিলে কলঙ্ক !
ধিক্ সে বিধিরে ধিক ! ধিক বিধাতারে !
যাও তুমি,—দেব সর্ব্ব,—করি না প্রার্থনা
দেবসহায়তা ; থাকি সুদূর বিমানে
দেখ মম বল বিধি, বিধাতার লেখা
উঠাইব অবহেলে ; আনি নিয়তিরে !
রাখিব করিয়া বন্দী, অথবা কিঙ্করী
সেবিতে চরণ মম। দেখিবে তখন
বীরপ্রসূ কৌশল্যার প্রতাপ বিক্রম। *

নীরবিলা মহাদেবী ত্যজিয়া নিশ্বাস।
সর্ব্বাঙ্গে মাধুরী চারু হইল প্রকাশ।
বিস্ময়ে শুনিলা বিধি দেবীর ভর্ৎসনা।
মনুষ্যে দেবত্ব ভাব দেখিয়া বিস্মিত।
ভাবিলা কোথায় শচী ত্রিদিব ঈশ্বরী
মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য তব ? ধন্য তুমি দেবী
ত্রিদিবে বিরল দেবী তোমার সমান!
উত্তরিলা অতঃপর " পরম পীরীতি
হে বীরজননি! আমি পাইনু আজিকে।
এ নহে ভর্ৎসনা দেবি! আরাধনা মম!
যথার্থ কৌশল্যা তুমি ভারত ঈশ্বরী!
যথার্থ মহত্ত্ব তব মহিমা নির্ম্মল!
কিন্তু দেবি! করি নাই ছলনা তোমারে
ছলনা ঘৃণিত দেবে—নিয়তি সকলি!
সুখ দুঃখ—জ্ঞান তুমি কি কব তোমারে ?
অধ ঊর্দ্ধ গতি কিবা সব ভাগ্যক্রমে।
নাহি দোষ মম—বৃথা নিন্দে বিধাতারে
অজ্ঞান মনুষ্য। অতএব ত্যজ দেবি!
পরিতাপ—পরিতাপ সাজে না তোমারে।
দুরাকাঙ্ক্ষা রাক্ষসীর হবে না সফল।
এ নহে নিয়তি তব ; এ কেবল দেবী
অনন্ত সুখের হেতু। আপনার মৃত্যু
ইচ্ছিয়াছে লঙ্কাপতি—আপনি মরিবে
মরিবে রাক্ষস যত। যেই বিধি মতে

নিয়মিত যন্ত্রে গ্রহ উপগ্রহগণ
রবি শশী তারা নিত্য করে পর্য্যটন ;
যেই বিধিমতে চলিতেছে ভূমণ্ডল
বিধির এ সেই বিধি—ফিরাবার নয়
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে প্রলয় অকালে।
অতএব মহাদেবি ! ত্যজ পরিতাপ।”
নীরবিলা ধাতা। উত্তরিলা আর্য্যমাতা
“ শুনিনু সকলি, দেব ! জানিও সকলি ;
জানি না, বিধাতঃ ! কিন্তু কত কাল ধরি
সহিতে হইবে এই রাক্ষস লাঞ্ছনা ;
কত কল্প ধরি, হায় ! ভিখারিণীবেশে
বেড়াইব পথে পথে ! জান যদি তুমি,
হে বিধাতঃ ! কহ তা আমারে, কৃপাময় ?
সেই দিন মনে গণি—হায় রে আমার
হইবে সে দিন পুনঃ ?—যথা চাতকিনী
সজল জলদপ্রতীক্ষায়—চেয়ে সেই
আশাঘনঘনোদয় আমিও তেমনি
থাকিব জীবন ধরি।” ঝর ঝর করি
ঝরিল নয়নে নীর, নীরবিলা মাতা।
হায় রে ঝরিল নীর বিধির নয়নে।
সম্বরি অম্বরে বারি নিবারি বিষাদ
কহিলা—“ বিলাপ, দেবি ! কর না বিফল।
পূর্ণ লঙ্কেশ্বর দিন—পূর্ণ দিন তব—
কহিনু ভাগ্যের কথা ভাগ্যবতী তুমি—

বিলাপের! অই দেখ, সুদিব্য জ্যোতিতে
উজ্জ্বল অম্বর দেশ। আশু পুনর্ব্বার
বসিবে রতনাসনে। সুপ্রসন্ন আজি,
সুভগে! তোমার প্রতি শঙ্কর শঙ্করী।
কহিনু বারতা সব—শুনিবে আবার
সবিশেষ শচীর বদনে।" এত বলি
করিলেন অন্তর্দ্ধান দেব পদ্মযোনি।
মুহূর্ত্তে আসিয়া শচী ত্রিদশ ঈশ্বরী
উপনীত সেই স্থলে। আগ্রহে জননী
আকাশ পাইয়া করে দেবীরে দেখিয়া
সুধিলা সন্দেশ। মহানন্দে ইন্দ্রপ্রিয়া
কহিলা—"আনন্দময়ি! নিরানন্দ ত্যজ
ত্বরায় প্রভাত হবে এ দুঃখ শর্ব্বরী
তেজস্বী দেবের তেজে শূরেন্দ্রকেশরী
রঘুকুলরবি দেবি! তনয় তোমার
সাজিছে সংগ্রামে সহ যত আর্য্যবীর।
উঠিছে কল্লোল সিন্ধুকল্লোলের প্রায়
ওই শোন কাণ দিয়া? ওই শোন দেবি!
মঙ্গলবাজনা মন্দ বাজিছে গগনে?
আর এক সুসংবাদ, শূরপ্রসবিনি!
বলি শুন মহাবাহু নরেন্দ্রশার্দ্দূল
কলির কৌশলে মুক্ত আর্য্যকুলরবি
দশরথ বলী। অতএব মহাদেবি!
কিছু কাল রহ আর ধৈরজ ধরিয়া।

আসনে বসিবে আশু; ভাস্কর কিরীটে
খেলিবে দামিনীমালা চমকি জগৎ।”
বলি ইন্দীবরনেত্রা শরদিন্দুমুখী
অদৃশ্য হইলা শচী বাসববাসনা।
আশ্বাসে বিশ্বাস করি বসিলা জননী
আরাধিতে ভক্তি ভাবে উমা উমাপতি।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

পুণ্যভূমি আর্য্যভূমি আজি রক্ষবাস
পরাজিত পলায়িত আর্য্যের নন্দন
ফেরুবৃন্দবৎ, হায় নীরব রোদনে
ভ্রমিতেছে বনে বনে! রাহুর কবলে
কবলিত হিন্দু-সুখ-সূর্য্য প্রভাকর!
স্বর্ণকিরীটিনী সৌধ—অট্টালিকারাজি—
লজ্জা পায় বিশ্বকৃৎ কারুকার্য্যে যার—
দুর্গরাজি দেবগৃহ—মহাপুণ্য স্থল—
সব উন্মূলিত! প্রকাশিয়া মহাদম্ভ
দাঁড়াইয়া সেই স্থলে রক্ষ দুর্গরাজি
অভ্রভেদী! ভ্রমিতেছে নিশাচরদল
মহানন্দভরে ভীম দর্পে ভীম তেজে
কাঁপায়ে মেদিনী। অশ্ব হস্তী পদাতিক —
রক্ষ অনীকিনী, রথ, রথী, শৃঙ্গনাদী,
শৃঙ্গ, তূরী, ভেরী, কম্বু, দুন্দুভি, দামামা,
বাজিছে গম্ভীর রোলে। মহামহোৎসব—
দর্ব্বারে আসিবে রাণী—রাজা লঙ্কেশ্বর;
রাক্ষস মহিমা কীর্ত্তি হইবে ঘোষিত।
সুরলোক, ব্রহ্মলোক, কৈলাস, পাতাল,
সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, অবনী অম্বর,
অর্ণব, অটবী, শৈল, করি আন্দোলিত

হেন কালে ঘোর ধ্বনি—লক্ষ বজ্রপাত
কিম্বা সিন্ধু কোলাহল প্রলয়ে যেমতি
বিধাতা বিধির বিধি করি অবহেলা
গ্রহ উপগ্রহগণ গর্জ্জন তর্জ্জনে
ধায় যবে চতুর্দ্দিকে যথা ইচ্ছা যার
সন্তাড়িত উৎপাটিত ব্যোমমার্গ করি
পরস্পরে সজ্ঘর্ষিত হয়ে বার বার,
সেইরূপ ঘোর শব্দে স্তব্ধি ভূমণ্ডল
সমুত্থিত হল রাব—ভারত সন্তান,
সাজিল আবার রণে বৈরনির্যাতনে—
অবিচল চিত্ত করি সহসা চলিত
লঙ্কায় লঙ্কেশকর্ণে বাজিল এ ধ্বনি।
স্তব্ধ রক্ষচমূ। উচ্ছলিল রত্নাকর
মকর আলয়; ভূমি কম্পে ঘন ঘন
স্বর্ণকিরীটিনীলঙ্কা কাঁপিল অমনি।
সহসা ভারত ব্যাপি বাজিল বাজনা
দামামা দুন্দুভি ভেরী শংখ ভয়ঙ্কর
দগড়া পটহ কাড়া—নিস্বান গভীর!
রাঘব সঙ্কেতে রঙ্গে সাজি মহোৎসাহে
যত হিন্দু মহীপাল সংগ্রামের সাজে
জীবন সঙ্কল্প—পণ—সংগ্রামপ্রাঙ্গণে
আসিলা বিক্রমভরে। ঘন ঘনাকারে
সমুত্থিত ধূলারাশি ঢাকিল গগন
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! এ উৎসব দিনে

কাল রাত্রি অকস্মাৎ। দেখিলা বিস্ময়ে
অর্ণবপ্রবাহ প্রায় হিন্দু অনীকিনী
আসিছে উন্মত্তবেশে—রক্ষসেনাপতি
ইন্দ্রজিৎ। চিন্তি ক্ষণ নিতান্ত ব্যথিত
কহিলা কৃতান্তত্রাস হিন্দুঅন্তকারী
দশনে অধর দংশি রাবণ-আত্মজ
সাহঙ্কারে,—“হে রক্ষমণ্ডল, ধর অসি,
ধনুর্ব্বাণ—চল রণস্থল; অই দেখ
জলধিতরঙ্গ প্রায়—গিরিশৃঙ্গরাজি
পবনে তাড়িত কিম্বা, আসিছে রাঘব
বীরবৃন্দসহ”। এত কহি অরিন্দম
টঙ্কারিলা মহাধনু; ছাড়ি সিংহনাদ
দুর্দ্দম রাক্ষসদল ছুটিল দমিতে
দুরন্ত সংগ্রামে হিন্দু নরপতিগণে।
মিলিল দুদল এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে
আচ্ছাদিল পঙ্গপাল যেন দিগদশ।
সূর্য্যকুল-শিরোমণি মহাধনুর্দ্ধর
সম্ভাষিয়া অতঃপর হিন্দুরাজগণে
প্রজ্বলিত বহ্নিমাখা বচন কর্কশ
কহিলা সুরেন্দ্রসিংহ—সুরেন্দ্র আপনি
হায় রে মরতে যেন! উন্নত শরীর;
উন্নত ললাট দেশ, আনন গম্ভীর;
বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়ে নীলোজ্জলছটা;
আজানু লম্বিত বাহু তাহে ধনুর্ব্বাণ;

সুপ্রশস্ত বক্ষস্থল আয়সে আবৃত ;
কষিত কাঞ্চনকান্তি ; পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ
পূর্ণ খরতর শরে ; মস্তকে কিরীট
জড়িত হীরক মুক্তা, কোথা কহিনুর
তুলনা তোমার তার কাছে ? যথা স্কন্দ
তারকারি উত্তরিলা নৃপতি নন্দন ;
" সূর্য্য চন্দ্র কুলোদ্ভব যত ধনুর্দ্ধর
ভারত-গৌরব-রবি কীর্ত্তি-মেখলায়
ভূষিত যাদের কটি কিরণ উজ্জ্বল,
সে পূর্ব্ব বীরেন্দ্রসবে ভাব একবার ।
সে পূর্ব্ব বীরত্ব ভাবি কর হে ভাবনা
নিবারিতে ভব তাপ ! অস্তাচলগামী
অই দেখ ভারতের সৌভাগ্য-ভাস্কর
অকালে কালের বশে ! অস্তাচলগামী
সূর্য্য-বংশ-অবতংস বীরেন্দ্রমণ্ডল,
গৌরব গরিমা যত কীর্ত্তি তোমাদের !
অই দেখ আর্য্যভূমি মহা পুণ্যস্থল
দেবতাত্মা হিমালয়, বিন্ধ্য মহাগিরি,
ডুবিছে কলঙ্কজলে ! কালিন্দী, কাবেরী,
নর্ম্মদা, যমুনা, সুরপুরসমুদ্ভূতা
ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা পবিত্র বাহিনী
গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, কৃষ্ণা, তাপ্তী-
স্রোতস্বতীকুল অই হতেছে বিলীন
প্রকাণ্ড প্রান্তরে ! কাল অন্ধকাররাশি

মুকুটোদ্ধার।

প্রচণ্ড পাবক—নাহি জ্যোতি, ভীম তেজ
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি ক্রমে গাঢ়তমরূপে
গ্রাসিছে সকলি! কালরূপে রক্ষকুল
করিছে সকলি ধ্বংস!—হে বীরমণ্ডল,
দোর্দণ্ড প্রতাপে দণ্ডি প্রচণ্ড দ্বিষতে;
প্রকাশিয়া অনিবার্য্য বাহুবীর্য্য বল,
সংগ্রামকৌশল, শিক্ষা, সাহস বিক্রমে
সসাগরা বসুন্ধরা পদানত করি
সংস্থাপিলা মহাকীর্ত্তি প্রদীপ্ত তপন
রাহুর আহার! বসাইলে রত্নাসনে;
যতনে রতনে তত সাজাইলে মায়
ত্রিলোক ঈশ্বরী,—ধ্বনিত করিলে ধরা
সৌরভ ছড়ায়ে—এই জন্যে? এই শেষে
প্রতিফল!—অপমান রাক্ষসের করে?
সে বীর্য্য বিক্রম পুনঃ করিয়া প্রকাশ
বীর-শোণিতের ধারে কর প্রক্ষালন
এ কলঙ্করাশি! যথা পবিত্রসলিলা
সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা প্রক্ষালেন ধরা।
অই দেখ আর্য্যগৃহে—পবিত্র ভবন—
অপবিত্র রক্ষবৃন্দ ভ্রমিছে দম্ভেতে
অপবিত্র করি সব! উজ্জল জ্যোতিতে
উজ্জল করিয়া বিশ্ব যে রত্নআসনে
বসিতেন আর্য্যমাতা—পূজিতা দেবের—
সে আসনে বসে রক্ষ! সে অনলরাশি

গিয়াছে নিবিয়া কি হে হৃদয়ে সবার ?
সে আর্য্য শোণিত-ধারা সে প্রচণ্ড বেগে
শিরানুশিরাতে আর নহে প্রবাহিত ?
বিশুষ্ক ধমনী ? নাহি সাহস উৎসাহ ?
এখনো অবশ ? নাহি তেজ ? ধর অসি,
ধনুর্ব্বাণ, চল রণে, দেখাও বিক্রম।
অগ্নিগিরি উদ্গীরিত অগ্নিরাশি প্রায়
ভস্মীভূত কর রক্ষে। হয়ে বীর, বীর পুত্র
অদৃষ্ট ভাবিয়া রহে নিশ্চিন্ত যে জন
সে অতি অধম !—জীবনান্তে নাহি গতি-
ঘৃণিত জীবনে ! বৃথা কীর্ত্তি, কার্য্য তার ;
অদৃষ্ট কোথায় ?—যদি প্রতিজ্ঞার বলে—
বীর হয়ে বীর-বীর্য্যে অক্ষম যদ্যপি
খণ্ডন করিতে ভাগ্য—বিধাতার বিধি—
কিসের বীরত্ব তার ? বিক্রম প্রতাপ ?
কিংবা কিসে পূজনীয় ? যদ্যপি বাসনা
একান্ত আর্য্যের নাম রাখিতে উজ্জ্বল
বাহুবলে, বীরগণ, কৃপাণ পৃষ্ঠায়
উঠাও বিধির লেখা ঘর্ষিয়া ললাট।
নিয়তি কৃপাণ মুখে—মানব চরণে—!—.
বীর নহে নিয়তির দাস !" এত বলি
মহেষ্বাস মারিলা ফুৎকার পাঞ্চজন্যে !
ধ্বনিতে ধরণী ঘেরি ছুটিল আরাব ;—
ধ্বনিতে ধমনী ফুটে ছুটিল রুধির !

মুকুটোদ্ধার।

ভীম অগ্নি প্রজ্বলিত যেন অকস্মাৎ!
অসাড়ে হইল সাড়; জড়েতে চেতনা,
বনেতে দাবাগ্নি, জলে বাড়বাগ্নিরাশি
উঠিল জ্বলিয়া! মার মার ঘোর রবে
আস্ফালি কৃপাণ, শর, তোমর, ভোমর,
মুষল, মুদ্গর, গদা, পরশু, নারাচ
ছুটিল বীরেন্দ্রবর্গ! অযুত বিদ্যুৎ
তাড়িত পবন-বলে যেন এক কালে!
ছুটিল স্যন্দন কত ঘর্ঘর নির্ঘোষে
ছড়ায়ে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ; শুণ্ড আস্ফালিয়া
ছুটিল প্রমত্ত গজ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে;
উৎপাটিতে যেন বিশ্ব; ছুটিল সবেগে
হ্রেষারবে বাজিরাজি। চকিত ত্রিলোক!
সংঘর্ষণ গ্রহে গ্রহে; উঠিল অম্বরে
সুধাংশু, মরীচিমালী, কেতু, শনৈশ্চর,
ফুটিল নক্ষত্রপুঞ্জ; জুটিল নিনাদে
উন্মত্ত বারিদবৃন্দ; হাঁকি ধ্রুবপদে
ছুটিল দামিনী; ঘন ঘন বজ্রপাত!
বৃদ্ধ যুবা শিশু রোগী উঠিল গর্জ্জিয়া
মহারোষে; নিদ্রা ত্যজি উঠিল নিদ্রিত
রক্তাক্ষ কেশরী প্রায়; ত্যজি গৃহ কাজ
মুক্তকেশে মত্তবেশে ছুটিল সরোষে
কুলবধূ—হরিণাক্ষী পূর্ণ বিধুমুখী—
করাল ভৈরবী-মূর্ত্তি! হরিণ হরিণী

ধাবিল তুলিয়া শৃঙ্গ ; ভাঙ্গিল সমাধি
ছুটিল যোগীন্দ্র ধীর ঘূর্ণিত লোচন
ঊর্দ্ধমুখ জটাজাল ! মহামহোৎসাহে
আকর্ষি জ্বলন্ত কাষ্ঠ—ভীম অট্টছটা—
ছুটিল হাসিয়া অট্ট উঠি চিতা হতে
অর্দ্ধদগ্ধ শব ! তরু লতা ধায় বেগে ;
আঘাতিয়া পরস্পরে ছুটিল পাষাণ
উগারি জ্বলন্ত অগ্নি ! আপনা আপনি
গৃহে গৃহে বাজে বাদ্য দামামা দুন্দুভি
রুদ্রতালে ; গর্জ্জে ভৃঙ্গ ভুলিয়া গুঞ্জন ;
গর্জ্জে বনপ্রিয় ভুলি প্রিয় কুহুস্বর !
আকর্ষি ভীষণ বজ্র ছুটিলা মহেন্দ্র
ত্রিদিবে ; পাতালে রোষে নাদিলা বাসুকি ;
কল্লোলিলা জল দলপতি ; পাশ হস্তে
উঠিলা প্রচেতা ; গদা হস্তে যক্ষেশ্বর ;
লোকান্ত কৃতান্ত দণ্ডধারী ; প্রভঞ্জন
ধাইলা ধরিয়া গদা ; সাজিলা সভয়ে
ভুবন-ভাবন ভব মহা রুদ্ররূপে
টঙ্কারি পিণাক ; মৃত্যুঞ্জয়-জায়া গৌরী
দিগম্বরী লোলজিহ্বা সাজিলা উল্লাসে !
ছুটিল প্রেতিনী দানা ভৈরব বেতাল—
বীরভদ্র বীরমদে ! সশঙ্ক বিধাতা
কাঁপিলা কমলাসনে ভাবিয়া প্রলয়।

আরোহিয়া প্রভঞ্জনে—খ্যাত দিব্যরথ

প্রভঞ্জনগতি যায়—টঙ্কারি কার্ম্মুক
ছুটিলেন ভীমসিংহ ভীম পরাক্রম;
সুবিস্তীর্ণ রাজ্য যাঁর দক্ষিণ প্রদেশে।
জিনিলা ত্রিলোক যিনি ভীম ভুজবলে।
চলিলা ভুজঙ্গসিংহ ভুজঙ্গ সদৃশ
গর্জ্জি তর্জ্জি মহারোষে, সাহস উৎসাহ
অতুল সংগ্রামে যাঁর কাঞ্চী-অধীশ্বর।
চলিলা তৈলঙ্গপতি—তুমুল সমরে
নাশিলা অসংখ্য রক্ষ পূর্ব্ব রণে যিনি,
স্থাপিলা সর্ব্বত্র শান্তি। চলিলা ধীরেন্দ্র
অবিচল চিত্ত যাঁর বিপদ সম্পদে;
অদ্ভুত রণ-কৌশল। এইরূপে যত
চলিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ—কৃতান্ত আশঙ্কা।—
বাধিল তুমুল রণ। গভীর নিনাদে
বাজিল রণ বাজনা। মকরাক্ষ রক্ষ
টঙ্কারিয়া মহাধনু আগুলিলা পথ।
ভীমমূর্ত্তি ভীমসিংহে সম্মুখে দেখিয়া
কহিলা সগর্ব্বে—"ধিক্ ধিক্ রে অধম,
নির্লজ্জ তাই সে তুই আজিকে আবার
এসেছিস রণস্থলে! দেখ্ ভাবি মনে,
বীর-কুল-গ্লানি তুই, সেই দিন, যবে
পলাইলি অস্থি পৃষ্ঠ শর-ব্রণে, যথা
অধম শৃগাল! দেখ্ ভাবি মম বল!
ঘৃণিত বীবের, তুই বীরাধম,—হায় ধিক্,

বিধি দত্ত মান, মূঢ়, নারিলি রক্ষিতে ?
সিংহে ফেরু-ভাব ! পালা তুই, কেন বল,
পুড়িবি পতঙ্গ প্রায় সাধে অগ্নিকুণ্ডে ?
দিনু ছাড়ি যারে চলে ; অবশ্য নতুবা
মরণ তোমার ; হিন্দুনাম একেবারে
প্রতিজ্ঞা বিস্মৃতি-জলে ডুবাব এবার।”
উত্তরিলা ভীমসিংহ “ সত্য যা কহিলে,
রক্ষবর, তব বল নহে অবিদিত
মম পাশে ; কিন্তু জান, বিশেষ প্রভেদ
সেই ভীমে এই ভীমে, জীবন মরণ—
কিংবা ভারতের-মণি-মুকুট-উদ্ধার,—
প্রতিজ্ঞা—সংকল্প ; এই রণে—শেষ রণ—
ঘর্ষিব ললাট আজি অশনি-পৃষ্ঠায় !
ডুবিবে রাক্ষসকুল, নহে বা ডুবিব
আপনি—ডুবিবে অকলঙ্ক হিন্দুকুল
চিরকাল মত ! প্রক্ষালিব আর্য্যভূমি
প্রতিজ্ঞা, রাক্ষসবর, রাক্ষস-রুধিরে—
রঞ্জিব ধরিত্রী ! দিব মাংস মাংসাহারী
জীবগণে ; হবে লঙ্কা ভীম মরুভূমি।
আর কেন—ধর ধনু।” বলিয়া নিমেষে
টঙ্কারি প্রকাণ্ড ধনু বজ্রভেদী শরে
বিন্ধিলা রাক্ষসে। কাঁপি রক্ষ মকরাক্ষ
ভ্রূকুটি কটাক্ষে অগ্নিমুখ মহাশরে
বিন্ধিলা নরেন্দ্রে। শরে শর মহাশূর

মুকুটোদ্ধার।

নিবারি নিমেষে রোষে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে
কাটিলা রথের ধ্বজা সারথি সহিত ;—
কাটা গেল তুরঙ্গম—অচল স্যন্দন।
আকর্ষি প্রকাণ্ড গদা শালকাণ্ড যেন
ঘূরায়ে মস্তকোপরি ধ্বংসমূর্ত্তি প্রায়
ছুটিল দুরন্ত রক্ষ আরক্তলোচন
ধ্বংসিবারে ভীমসিংহে। ফেলি ধনুর্ব্বাণ
দেখি সে বিরাটমূর্ত্তি—কিঞ্চিত কম্পিত—
ধরিলা হাসিয়া গদা দাক্ষিণাত্যপতি।
দুই জনে গদাযুদ্ধ; যুঝিলা যেমতি
জরাসন্ধ ভীমসেন ; ত্রিপুর সঙ্গেতে
কিংবা দেব ত্রিপুরারি। নিস্তব্ধ মেদিনী !
কভু ঘন ঘোর শব্দ। ক্রমেতে অবশ—
অস্থির রাক্ষসরণে ভীমসিংহ বলী।
এমন সময়ে শূর কৌশল্যানন্দন
আসিলা টঙ্কারি ধনু, মহাঅস্ত্র হানি
পলকে কাটিলা গদা। ক্ষিপ্র হস্তে পুনঃ
হানিলা ভীষণ শক্তি ;—শক্তিরূপ শর
মকরাক্ষ বক্ষভেদি পশিল পাতালে।
পড়িল দুর্জ্জয় রক্ষ। দেখিয়া বিক্রমে
আক্রমিল রক্ষসৈন্য আসিয়া কুমারে।
রুষিলা কুমারত্রাস নরেন্দ্রকুমার।
নিবারি রাক্ষসশর খরতর শরে
লাগিলা নাশিতে রক্ষ। রাঘব-অঙ্গেতে

পড়িছে কলম্বরাশি—অজস্র বর্ষণ!
মণ্ডিত মন্দারগিরি দামিনীর হারে!
দলিলা বিরাটে যথা পাণ্ডবী অর্জ্জুন
অনন্ত অর্ণব সম কুরুসৈন্যগণে;
সেই মত বীরসিংহ দলিলা রাক্ষসে।
এদিকে ভুজঙ্গসিংহ বিকট ভুজঙ্গ
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলিতেছে প্রচণ্ড অনল—
জড়িত সুমেরু যেন ত্বিষাম্পতি-করে—
নাশিছে রাক্ষসদলে; পদ্মবন যথা
দুরন্ত দন্তীর পায়। বুদ্ধির কৌশলে
ধীরেন্দ্র মারিছে অরি; যত আর্য্যবীর
অতুলনা তিন পূরে কে করে গণনা
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দগ্ধ করিছে দ্বিষতে।
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ। সৈন্যের সংহার
দেখি ক্রোধে রক্তদন্ত—জীবন্ত কৃতান্ত—
ছুটিল পবন-গতি লক্ষ্যি ভীমসেনে
নিষ্কোষিয়া অসি। দুই জনে ঘোর রণ,—
করিণীর তরে দুই প্রমত্ত বারণ।
বিধাতা বিমুখ, কিন্তু, হয় যবে যায়
কে বল তাহারে রক্ষে? আকর্ষি বিক্রমে
মহাশূল—মুখে যার প্রদীপ্ত পাবক—
ছাড়িল সরোষে রক্ষ শিব নাম স্মরি।
ছুটিল ভৈরব রবে উগারি দহন
ব্যোমমার্গে মহাশূল; বজ্রের সমান

প্রবেশিল দর্পে ভীমসেনের হৃদয়ে !—
সজোরে সাপটী শূলে—জানি অন্তকাল—
রক্তদন্ত বক্ষ লক্ষ্যি হানিলা অমনি !
পড়িল রাক্ষস দুষ্ট বিষম আঘাতে।
পড়িলেন ভীমসিংহ, হায়রে যেমতি।
বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গ ! কম্পিত শরীর
দলিত ভুজঙ্গ যথা আরোহি তুরঙ্গে
চাপেতে চাপিয়া ইষু গর্জ্জন তর্জ্জনে
ছুটিলা কৃতান্তসিংহ ; নিমেষে নাশিলা
দুর্ব্বার দনুজ শত ;—ভীষণ, ভৈরব,
সিংহজটা, বক্রগ্রীব, হর্য্যাক্ষ, প্রচণ্ড,
ভীমতুণ্ড, লম্বকর্ণ—অজেয় জগতে !
রাক্ষসের দলে ঘন উঠিল হা রব।
এরূপে রাক্ষস ধ্বংস করিয়া দর্শন
টঙ্কারি শিঞ্জিনী জোরে ইন্দ্রজিৎ বলী—
জিনিয়া দেবেন্দ্র ইন্দ্রে ইন্দ্রজিৎ নাম—
মন্দ্রি মত্তমেঘমন্দ্রে আক্রমিল সবে।
ভগ্নোৎসাহ রক্ষচিত্তে শোণিত সঞ্চার।
মহাত্রাসে—তুলা যথা প্রভঞ্জন-বলে—
পলাইল হিন্দুসৈন্য। ধাইলা পশ্চাতে
রুদ্র মূর্ত্তি মেঘনাদ—রক্ষ-রক্ষা-হেতু।
রুষিলা রাক্ষসত্রাস রাঘবকেশরী ;
চালাইলা সৌদামিনী—সুচারু স্যন্দন
নিমেষে ত্রিলোক ভ্রমে,—ঘর্ঘর নিনাদে

নিনাদিত ব্যোমমার্গ ; দেখি ইন্দ্রজিতে
উত্তরিলা মহেম্বাস বচন কর্কশ।—
"ধিক্ তোরে, রে অধম, বীরকুলকালি,
পলায়িত জনে করি এরূপে সংহার
কি বীরত্ব? কীর্ত্তি কিবা? আয় রে বর্ব্বর,
সমরের সাধ তোর মিটাব আজিকে ;
রুধির-পিপাসা-শান্তি করিব আমার ;
উঠাব রাক্ষস নাম নিয়তির পটে
এ কঠিন কপালেতে করিয়া ঘর্ষণ ;
নহে প্রকাশিয়া এই বাহুবীর্য্যবল
সংস্থাপিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র অক্ষয় উজ্জ্বল
মরিব বীরের মৃত্যু বীরের সন্ধানে
রণস্থলে আজ ; করিয়াছি এ প্রতিজ্ঞা
নতুবা বিজন-বাস।" এতেক কহিয়া
কোদণ্ড-নির্ঘোষ ঘোরে আচ্ছাদি বিমান
ছাড়িলা ভীষণ ইষু ; সৌদামিনী প্রায়
নভস্তল উজলিয়া প্রচণ্ড প্রভায়
ছুটিল গর্জ্জিয়া। মহাক্রোধে ইন্দ্রজিত
অযুত জীমূতমন্দ্রে ছাড়িয়া নিনাদ
নিবারিলা শরে শর উল্লাসে অমনি
ছুটিল রাক্ষসদল ভীম অস্ত্রপাণি
জয় জয় নাদে—ধূম্রবর্ণ, বজ্রনখ
ভীষণদর্শন, ভীমনাদী, গজকর্ণ
বরষি তোমর, শেল, শক্তি, জাঠা, জাঠি,

মুকুটোদ্ধার।

মূষল, মুদ্গর, মহাধূমে আচ্ছাদিয়া
মেদিনী গগন। ঘোর যুদ্ধ নর রক্ষে।
ঘন ঘন ভূমিকম্প; সিন্ধুর কল্লোল।
আহতের আর্ত্তস্বর; বীরের উল্লাস,
তুরঙ্গের হ্রেষারব; গজের গর্জ্জন,
ঠণাঠণ্ শরে শরে; শিঞ্জিনী টঙ্কার,
দুন্দুভি নির্ঘোষ ঘোর!—এই কি প্রলয়?
প্রদীপ্ত দাবাগ্নি যথা তাড়িত পবনে
ছুটিতেছে আর্য্যগণ সংহারি রাক্ষসে।
উপাড়িয়া শৈল বন মহামহীরুহ
আঁধারি বিমানমার্গ মেঘমন্দ্রে ডাকি
ছুটিছে রাক্ষসসেনা মহানৃত্যভরে
দলি আর্য্যবীরদলে। অব্যর্থ সন্ধান
সুরেন্দ্র প্রভাব শূর রাঘবেন্দ্রবলী
নাশিছে রাক্ষসগণে। কে পারে বর্ণিতে
হায় সে বীরত্ব বীর্য্য? সাক্ষাৎ যেমন
দুরন্ত সংহার-মূর্ত্তি সৌদামিনীদ্যুতি
নিষ্কোষিত অসি করে সংহারি রাক্ষস
ভ্রমিছে ভীষণ দর্পে। কড় মড়ি কোপে
বিকট দশন, শূর আক্রমিল শূরে
নীরদ নিনাদে নাদি ক্রুত ইন্দ্রজিত।
সুদিব্য সন্ধানে বিন্ধি রাজেন্দ্রনন্দনে
কাতরিলা। নিষাদের শরাহত যথা
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী, মহাদর্পে বীরসিংহ

ছাড়ি ঘন সিংহনাদ লাগিলা বিন্ধিতে
মেঘনাদে, অনিবার্য্য তেজরাশি ! অগ্নি
সহ দীপ্ত ভানু সম্মিলিত যথা। দেব
তেজে, দেব বীর্য্যে প্রক্ষালিত শূরমণি,—
কে সহে সে বাহুবল ? ঘনদল যথা
অক্ষম বরষি বারি বজ্রাগ্নি নিবাতে
স্থির ইন্দ্রজিত আজি অস্থির সমরে !
দুই জনে ঘোর যুদ্ধ—সমযোদ্ধা দোঁহে।
নিস্তব্ধ সংগ্রাম স্থল ; চিত্রপট সম
দাঁড়ায়ে সৈনিকবৃন্দ লাগিলা দেখিতে
বিস্ময়ে সে ঘোর রণ ! স্বর্গের দুয়ার
দিলা খুলি বিভাবরী, লাগিলা দেখিতে
অমরঅঙ্গনাগণ অমরের সহ
অপূর্ব্ব সংগ্রাম ; তারাবৃন্দ একে একে
আবরিল নীলাম্বর। নিস্তব্ধ মেদিনী।

অসহ্য প্রহার আর না পারি সহিতে
সমরে দেখায়ে পৃষ্ঠ ছুটিলা রাবণি
ভগ্নোৎসাহ ; ভগ্নোৎসাহ রক্ষদলবল
ছুটিল সভয়ে ফেলি অসি ধনুর্ব্বাণ।
আনন্দ উৎসাহে মহারোষে মহেষাস
ছুটিলা পশ্চাতে বরষিয়া শরজাল
আচ্ছাদিলা নভস্তল সৌদামিনীধারে ;
অথবা সে সর্প যজ্ঞে, জন্মেজয় যবে
ধ্বংসিয়া ভুজঙ্গবংশ করিতে তর্পণ

ঘৃতাহুতি অগ্নিকুণ্ডে করিলা প্রদান
পড়ি মহা ব্রহ্মমন্ত্র, ঢাকিলা গগনে
উদ্গারি গরলরাশি উর্দ্ধফণা ফণি—
বৃন্দ ;—সেই মত মহাবীজ মন্ত্রবলে
প্রচণ্ড আঘাতে সবে করিলা অস্থির !
লণ্ড ভণ্ড রক্ষদল ; প্রভঞ্জন বলে
উড়ে যথা তুলারাশি উড়িল নিশ্বাসে
ভস্ম হয়ে ! শূন্য হতে সুরবালাকুল
বরষিলা পুষ্পরাশি। বিজয় ধ্বনিতে
আনন্দিত চরাচর। হরষে সুরেশ
নিশা হেরি প্রত্যাগত হৈলা শিবিরে।

———:০:———

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

" ধন্য তুই প্রাণাধিক—প্রাণের নন্দন "
তনয়ে করিয়া কোলে কৌশল্যা কহিলা,
" ধন্য আমি গর্ভে তোরে করিয়া ধারণ ;—
অভাগীর তরে বাছা কি ক্লেশ সহিলা !
কি আনন্দে আজ, রাম ! দেখে তোর মুখ
এ দগ্ধ হৃদয় উঠিতেছে উছলিয়া,
কত ভাব মন মাঝে করিছে কৌতুক
কি করে বলিব আমি, দেখরে ভাবিয়া।
আঁধার গগনে দেখে রবির প্রকাশ
এত কি মানসপদ্ম হয় রে বিকাশ ?

" আয় বাছা সরে আয় মিটায়ে বাসনা
চারু চন্দ্রমুখ তোর দেখি বার বার ?
এ বাসনা মেটে কভু ?—কতরে যাতনা
পেয়েছিস যাদুমণি ! তুই রে আমার
অন্ধের নয়ন রাম,—জীবন সম্বল,
তোর মুখ পানে চেয়ে জুড়াই যন্ত্রনা।
ননীর পুতলী তুই, অমল কমল,
নয়নের তারা মম, সমাধি, সাধনা।
পলকে হারাই তোরে,—ক্ষণ অন্তরাল
হলে দেখি বিশ্বধাম শ্মশান ভয়াল !

মুকুটোদ্ধার।

" এই কি রে রাম! তোর যুদ্ধের বয়স?
নবোদিত সুধাকর রাহুর কবলে!
অবোধ—বোঝ না বাছা—এত দুঃসাহস!
কি বলে না বলে গেলি রণস্থলে?
কুলের উচিত কাজ কিন্তু রে নন্দন
করেছিস তুই আজি; এরূপ বয়সে
পুরন্দর দর্প চূর্ণ সমরে ভীষণ
করেছিলা, শুন, রঘু, অতুল সাহসে!—
এই বল এই বীর্য্য উৎসাহ অপার
এ বংশের, বাছাধন চির অলঙ্কার।

" অবোধ, বুঝে না কিন্তু জননীর প্রাণ!
ও অঙ্গে, রাঘব, তোর রাক্ষস নির্দ্দয়
করেছে প্রহার কত; বিমল বয়ান
হয়েছে মলিন মরি! একি প্রাণে সয়?
একবার খোল, বাছা, অঙ্গ আবরণ
দেখি আমি ভাল করে,—একিরে আবার
রুধিরের ধারে গেছে ভাসিয়া বসন!
কে বিঁধিল এ হৃদয়? ছলনা কুমার
কিঞ্চিৎ তাহার মনে দয়ার সঞ্চার
জগত আনন্দ চাঁদে করিতে আহার?

" ভেবনা বিকচ পদ্ম দলিত দেখিয়া
কাতর কৌশল্যারাণী, কিন্তু রে ব্যথিত;—
ব্যথিত কেন না হবে? জঠরে ধরিয়া

নিতান্ত কঠোরে যারে করেছি বর্দ্ধিত
করাইয়া স্তনপান, শরীর তাহার
দারুণ প্রহারে ক্ষত করে দরশন
কাঁদিবে না মার প্রাণ? কিন্তু রে আবার
কি আনন্দ এ হৃদয়ে, সে সব যতন
বিফল হয়নি ভাবি! সাধ মনসাধ
চিরজীবী হয়ে এই করি আশীর্ব্বাদ।"

এত কহি রাজরাণী নীরব হইলা।
"ও পদ প্রসাদে সব, শুন গো জননি!"
নম্রভাবে মৃদুস্বরে রাঘব কহিলা।
"কুবের বরুণ ইন্দ্র কৃতান্ত আপনি
সশঙ্কিত সদা, মাতঃ, যে রাক্ষস নামে,
দাসেরে ও পদছায়া কভু না থাকিলে
পারিতাম হা জননি! জিনিতে সংগ্রামে?
বিজয়ী তনয়ে দেখে কেন মা কাঁদিলে?
বিষাদ বিলাপ তাপ কর পরিহার;
সূচিসম এই অঙ্গে রাক্ষসপ্রহার।

"রজনী অধিক হল, দেহ মা বিদায়,
নিশা অন্তে, এ প্রতিজ্ঞা অন্ত রক্ষকুল।
যাই তবে, নিরুৎসাহ না দেখে আমায়
বীরগণ; নাহি ভাব, দেব অনুকূল
আজি আমাদের প্রতি।" শিহরি উঠিয়া
"কি কহিলা যাদুমণি" কৌশল্যা কহিলা

" আবার যাবি রে রণে মায়েরে ত্যজিয়া ?
এত যে রাক্ষসগণে দাহন করিলা
তবু পূর্ণ নহে সাধ ? করিরে বারণ
যাস্ নাই রণে আর দুখিনীর ধন।
" করেছ কনকমণি মুকুট মণ্ডন
যে যশকুসুমে, সে সৌরভে আমোদিত—
তাহারি প্রভাবে আজ উজ্জ্বল ভুবন —!—
তবে যদি একেবারে নহে উন্মূলিত
দুরন্ত রাক্ষসবংশ দেব-দর্প-হারী—
কর যাহা ইচ্ছা তব, অথবা তনয়।—
থাক্ রাম,—সাধে সাধে কি কাজ সংহারি
আর জীব, যুদ্ধ কভু মঙ্গলের নয়।
পরদুঃখে কাঁদে প্রাণ। পলায়ে লঙ্কায়
গিয়াছে রাক্ষস, কেন বধিবি তাহায় ? "
প্রণমিয়া বীরমণি লইলা বিদায়
বুঝায়ে মায়েরে। ভক্তিভাবে রাজরাণী
পুত্রের কল্যাণ তরে বসিলা পূজায়।
সুমন্দ গমনে হেথা শবদ-সন্ধানী
সরলাবিলাসী রাম শিবিরে যাইলা ;
" সতর্ক ভাবেতে নিদ্রা যাও বীরগণে "
সম্বোধি সমরিবৃন্দে গম্ভীরে কহিলা ;
" জাগরিত হও যেন শিশির পতনে।
আপনি প্রহরিবেশে ধরি প্রহরণ
করিব নীরবে আজি যামিনী যাপন। "

বিহঙ্গ ধরিল গান নিশা অবসান
সুধাময়ী উষা দেবী হাসিতে হাসিতে
দেখা দিলা পূর্ব্বদিকে, মেদিনী বিমান
সে হাসিতে হাসিময়। দেখিতে দেখিতে
উদয় অচলে রবি দিলা দরশন;—
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গ হাসির সাগরে
ভাসাইল কেবা? সুবাসিত সমীরণ
ছড়ায়ে সৌরভরাশি সুধীরে সঞ্চরে।
পড়িল ছবির ছটা পাতার পাতায়—
সিন্দূরে চর্চ্চিত সব কিবা শোভা তায়?

সভা করি বসি হেথা মেঘনাদ বলী
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ সনে করিছে মন্ত্রণা।
"বীরত্ব বিক্রম সব বিফল কেবলি?
চরমে মরমে আজি এতেক যন্ত্রণা?
কহ মন্ত্রিকুলোত্তম বলিতে যে পার,
বাসবের দর্প চূর্ণ করি ঘোররণে
বাহুবলে বসুন্ধরা—অদৃষ্ট আমার!——
পদতল করি সবে দলিয়া চরণে,—
অহো ঘোর পরিতাপ! বালকের করে
লেপিনু নিবিড় মসী লঙ্কার শিখরে!
"এ মুখ কেমনে আর, হাধিক্ আমারে,
দেখাইব লোকে? সুধিবেন পিতা যবে
'নির্ম্মূল কেমন পুত্র, দারুণ প্রহারে
করিলা ত আর্য্যবংশ দুরন্ত আহবে?

কি উত্তর দিব আমি ? এ দেহ এখানে
বরঞ্চ রাখিয়া যাব,—চল রণস্থল।”
টঙ্কারিলা এত বলি মত্তমেঘস্বনে
মহাধনু মেঘনাদ ; ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল
সঘনে, ভূকম্পে যেন, কাঁপিয়া উঠিল।
বাজিল জগতে রণে রাবণি সাজিল!

সসজ্জ কুমার হেথা চতুরঙ্গদলে
বাজায়ে গভীর বাদ্য চলিলা উল্লাসে।
নব রঙ্গে পুনঃ রণ ; ঘোর কোলাহলে
পূর্ণ হল চরাচর! জ্বলন্ত নিশ্বাসে
জ্বলিছে পাষাণ বৃক্ষ গগন ভূতল!
আয়রে রাক্ষসগণ পাপিষ্ঠ পামর
বলি হিন্দু সেনাবৃন্দ ছুটিছে কেবল
আস্ফালি কৃপাণ গদা শেল ভয়ঙ্কর।
কৃষীবল করে যথা ধান্যের ছেদন
করিছে রাক্ষসগণ ধরায় শয়ন।

কল কল ধায় দ্রুত রক্তপ্রবাহিনী!
উঠিল রাক্ষস মাঝে ঘোর হাহাকার!
অশ্ব হস্তী রথ রথী ঢাকিল মেদিনী।
জ্ঞানশূন্য, রৌদ্রবেশে নরেন্দ্রকুমার
প্রমত্তত্ব ধরি যেন প্রমত্তের বেশ
হাতে অসি অট্ট হাসি আরক্তলোচন
ঘোর ল ম্ফ ভূমিকম্প ঊর্দ্ধশির কেশ

লোলজিহ্বা লক লক করাল বদন
রক্তধারা পান তরে ছুটিয়া বেড়ায়—
অশনির পানে চেয়ে অশনি পোড়ায়!

ভীষণ সে রণক্ষেত্রে তেমনি ছুটিছে—
তেমনি ছুটিছে যত হিন্দু মহীপাল
দন্তিপদে নলবন ভূতলে লুটিছে
নিশাচর দলবল! ভৈরব ভয়াল
দেখিয়া রাঘবমূর্ত্তি স্তম্ভিত ভুবন!
কোথায় হে বিরূপাক্ষ তব অহঙ্কার
ধরি রুদ্ররূপ, রূপ কর দরশন।
ভগ্নোদ্যম ইন্দ্রজিত, ভয়ের সঞ্চার
অভয় হৃদয়ে আজ! কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া
আক্রমিলা মহাশূরে বিক্রমে আসিয়া।

বাধিল তুমুল রণ। কেশরীর সনে
কেশরীর যুদ্ধ যথা ভীষণ শ্মশানে!
পদভরে বসুমতী কাঁপিল সঘনে,
দামামা দুন্দুভি শঙ্খ জলধরস্বানে
ঢালিছে অনল নাদি হৃদয়ে দোঁহার,—
শূন্য হতে ঝরিতেছে অনল ঝরণা!
ঘোর দন্ত কড়মড় হুঙ্কার ঝঙ্কার!
ক্রমে ক্রমে পদভরে মেদিনী মগনা।
দুই জনে ঘোর যুদ্ধ সমান দুজনে;
শৈলে শৈলে সংঘর্ষণ যেমন সঘনে!
তেজস্বী তারিণী-তেজে কৌশল্যানন্দন,—

মুকুটোদ্ধার।

কে সহিবে সে বিক্রম ? অস্থির সমরে
স্থির ইন্দ্রজিত আজি ! ভর্ৎসিয়া তখন
অদ্ভুত দেখিয়া মানি বিস্ময় অন্তরে
ধূম্রাক্ষ কহিলা " নর সঙ্গে আজ রণে
হে বীরকেশরী, কহ, এরূপ বিকল
কি লাগিয়া ? কেবা তুমি, হায়, নাহি মনে
রক্ষচূড়ামণি তুমি রাক্ষস সম্বল
ধনুর্দ্ধর ! ভুলিলা প্রতিজ্ঞা ? পুরন্দরে
এই জন্যে জিনেছিলা কঠিন সমরে ?

সংস্থাপিলা কীর্ত্তিশশী শাসিয়া ধরণী
লেপিতে মুকুটে, বীর, এ কলঙ্করাশি ?
অই দেখ রক্ষচমূ, রক্ষ-কুলমণি,
ভগ্নোৎসাহ, মেঘনাদ ! স্ববীর্য্য প্রকাশি—
অজেয় জগতে তুমি, এ কাজ তোমার
সর্ব্বরণজয়ী চির, সাজে না সমরে ;
ধর অসি, কর শীঘ্র অরাতি সংহার,—
নতুবা রাক্ষসনাম ডুবিল সাগরে ! "
লজ্জিত ধূম্রাক্ষ বাক্যে ; কম্পিত অধর
টঙ্কারিলা মহাক্রোধে ধনু ভয়ঙ্কর।

সমুত্থিত হল রাব প্রলয়ে যেমতি ;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কাঁপিল গগনে।
নাদিলা প্রচেতা। অস্থিরিলা মহামতি
তারাকারা ধারা ঢালি মহেন্দ্রনন্দনে।
এখনো দেবীর তেজ ধমনী ভিতরে,

গিরি গর্ভে অগ্নিস্রাব, ঘূরিছে ঘর্ঘরে,
মেঘনাদ শর-ধারা নিবারিয়া শরে,
ইন্দ্রজিত রথধ্বজা কাটিলা সত্বরে ;
কাটিলা সারথি হয়। আকর্ষি কৃপাণ
ছুটিলা বাসবত্রাস কৃতান্ত সমান।

সংহারিতে শূরসিংহ কৌশল্যা তনয়ে।
উপেক্ষিয়া লক্ষ্য তার বিরূপাক্ষ যথা
রক্ষ-বক্ষ লক্ষ্যি, হায়, প্রফুল্ল হৃদয়ে
হানিলা শাণিত খড়্গ ; হৈলা মহারথা
অরিন্দম ইন্দ্রজিত ভূতলে পতিত—
ছুটিল শোণিতস্রোত ঝলকে ঝলকে।
রক্তাক্ষ হর্য্যক্ষসম ধূম্রাক্ষ কম্পিত
আক্রমিল গরজিয়া কুমারে পলকে।

* * *

যথা যবে সুসন্ধানে দনুজনন্দনে
সংহারিলে আখণ্ডল, ঘূর্ণিতলোচন
ধাইলা দনুজপতি গর্জ্জন তর্জ্জনে
আকর্ষি প্রকাণ্ড গদা করিতে নিধন
দেবেন্দ্রে। দ্বিখণ্ড অসি করিল প্রহারে
অস্থিরিলা বীরবরে। দলিত ভুজঙ্গ
নিষাদ আহত কিম্বা গভীর কান্তারে
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী ; অঙ্গে অনলস্ফুলিঙ্গ—
আরক্ত লোচনে ছটা ভয়ঙ্কর অতি ;
নাশিতে তারকে কিংবা কার্ত্তিকেয় রথী।

মুকুটোদ্ধার।

লক্ষ লক্ষ শরবৃষ্টি আঁধারি গগন
ছুটিলা হুঙ্কারি বীর করিয়া গাহন
সম্মুখে পাইলা যাহা। করিয়া গ্রহণ
মহাত্রাসে ইন্দ্রজিতে ধূম্রাক্ষ ভীষণ
চালাইলা দ্রুতবেগে স্থদিব্য স্যন্দন
ঘর্ঘর নির্ঘোষে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে।
মত্তপ্রায় বীরসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
ছুটিলা পশ্চাতে সব পবনে উড়ায়ে।
উর্দ্ধশ্বাসে রক্ষদল চৌদিকে ছুটিল।
ঘোর ঘন হাহাকার নিনাদ উঠিল।

ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল আক্রমিলে মেষপাল;
মত্ত প্রভঞ্জন-বলে অটবী যেমতি।
ভীমনাদী মেঘনাদ গর্জ্জে কতকাল
উঠিয়া বসিল রথে রক্ষমহাবলী।
রাঘব বিক্রম দেখি শরীর কম্পিত
ইন্দ্রচাপসম চাপ লইয়া সত্বরে
আকর্ণ আকর্ষি ধরা করিয়া ধ্বনিত
হানিলা জীবন্ত যম—মহারুদ্র শরে!
কালসর্প সমদর্পে উজলি আকাশ!
ছুটিল ভীষণ শর—দামিনী বিকাশ

কত যে হানিলা শর রাঘবকেশরী
সংহারিতে রাক্ষসের অমোঘ সন্ধান;
সকলি হইল ব্যর্থ—(নিদয় শঙ্করী!)

অস্তকাল রামচন্দ্র করি অনুমান
সম্বোধি বীরেন্দ্রবর্গে কহিলা তখন,
" মরিলাম আমি তাহে না ভাবি বিষাদ,—
জন্ম হলে মৃত্যু হবে, বিধির বন্ধন ;—
কর যত্ন সাধিবারে জীবনের সাধ ॥"
ইরম্মদরূপে শর আসি আচম্বিতে
প্রবেশ করিল বক্ষে দেখিতে দেখিতে।
পড়িলা ভূধর শৃঙ্গ, নৈমিষ কাননে
হায়রে জয়ন্ত যেন ভূতল শয়নে !

———:০:———

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

প্রোজ্জ্বল পাবক-সিন্ধু দূর শূন্য পরে
ঘুরিছে তরঙ্গ সঙ্গে ভীম নাদ ভরে
অনন্ত আঁধার ব্যাপি গগনে গগনে
ছড়ায়ে কৃশানুরাশি সঘনে সঘনে।
বিক্রমে সে সিন্ধুবক্ষ করি বিদারণ
উঠেছে অচল এক ভীষণ দর্শন।
তুঙ্গতম শৃঙ্গবৃন্দ জড়িত পাবকে।
চুম্বিছে অনন্ত শূন্য শিরসি পুলকে।
জ্বলিছে নিয়ত সর্ব্ব ভীমতম ভাব,
পাবক প্লাবনে ব্যাপ্ত হয়েছে স্বভাব!
পাবক নির্ম্মিত উচ্চ পাদপ-আবলী
গিরিশৃঙ্গে গিরি অঙ্গে জ্বলিছে কেবলি;
পাবক পল্লব ফুল বিদ্যুৎ বিনাশী
জ্বলিছে প্রলয়ে যেন সূর্য্য রাশি রাশি!
কম্পিত করিয়া দেশ গর্জ্জন তর্জ্জনে
কোটি কোটি বনজন্তু ভ্রমিছে কাননে;
জ্বলিছে সর্ব্বাঙ্গব্যাপি কাল হুতাশন!—
সপ্তসর্গ ভেদি রব উঠিছে ভীষণ।
বিদারি নগেন্দ্রবক্ষ নাগেন্দ্র-নির্ঘোষে
অনল প্রপাত অগ্নি উগরিছে রোষে।

ছুটিছে তটিনী দেশ করি নিনাদিত ;
উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা হৃদে আন্দোলিত।
পাবকে নির্ম্মিত পুরী গিরিশৃঙ্গ পরে
জ্বলিছে ভীষণ নিত্য জ্বালায়ে অম্বরে।
প্যাবক পবন বয় প্রলয়বিলাসী
কাল বৈশ্বানররাশি উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি।
জ্বলিতেছে হর্ম্ম্যশত রূপ ভয়ঙ্কর
চুম্বিছে শিখরবৃন্দ অম্বর শিখর !
যোজন যোজন যেন যোজন উপরে
জ্বলিছে মার্ত্তণ্ডমালা অজ্ঞাত অমরে।
কেন্দ্র রূপে মধ্যস্থলে ভাস্কর মণ্ডল
অসীম শূন্যেতে অবস্থিত সমুজ্জ্বল।
কোটি কোটি পৃথ্বী তারা গ্রহ উপগ্রহ
বেষ্টি এ মণ্ডলে দ্রুত ভ্রমে অহরহঃ
চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিয়া কিরণ—
উজ্জ্বল জ্যোতিতে দীপ্ত অনন্ত গগন।
ছুটে দ্রুত—এত দ্রুত চিন্তায় না পাই
নীরবে অথচ কিন্তু শব্দ মাত্র নাই।
বসি সভাতলে রোষে রৌদ্র প্রভাকর
নয়নে আননে অঙ্গে জ্বলে বৈশ্বানর।
ভীম তেজঃ ভীম দর্প !—থাকি লক্ষান্তরে
যার তেজঃ ভস্মপ্রায় করে চরাচরে !
বসিয়াছে চতুর্দ্দিকে সভাসদ জন ;
অনল মণ্ডলে যেন করেছে বেষ্টন

মুকুটোদ্ধার।

সহস্র অযুত অগ্নিমণ্ডল প্রখর!—
সৃজন-সংহার-চিন্তা ব্যাপৃত অন্তর।
চাহি সর্ব্ব দেবে সূর্য্য কহিলা তখন
কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিনাদিল গভীর নিস্বন:—
" শুন হে অমরগণ, কত কাল আর
মহামন্ত্র বশ সবে রবে এ প্রকার?
পাশরি বীরত্ব বল জড়প্রায় হয়ে
দৈত্য-পদ-বজ্র-রেখা বহিবে হৃদয়ে?
অমর-ঈশ্বরী শচী অনন্তযৌবনা
দৈত্য দাসী হয়ে সবে এ ঘোর লাঞ্ছনা?
অমর আশ্রিত যত আর্য্যপুত্রগণ
কত কাল সবে দুষ্ট রাক্ষস পীড়ন?
কত কাল আর্য্যলক্ষ্মী রক্ষ-কারাগারে
কাঁদিবে গলিত নেত্রে আর এ প্রকারে?
ত্যজি নিদ্রা ঘোর, উঠ, হে অমরগণ,
স্ববীর্য্য প্রকাশি কর রাক্ষস নিধন।
দেব-বল-বীর্য্যে বীর আর্য্যের নন্দনে
মণ্ডিত করিয়া দেহ পাঠাইয়া রণে।
তোমাদের ভরসায় থাকি এত কাল
বসিয়াছে আর্য্যমাতা হেরিতে পাতাল!
আজি এ প্রতিজ্ঞা মম জানুক সংসার
রক্ষিব ভারতে করি রাক্ষস সংহার।
ভরণীসম্ভব আর্য্য—শমন সহায়—
কি ভয়?—কাহারে ভয় তাদের ধরায়?

জ্বালাব জগতত্রয় প্রলয় অনলে !—
উড়াইব রেণু রেণু ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে।”
ছুটিল কালাগ্নি ছটা !—ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
পর্ব্বতে কাননে শৈলে শূন্যেতে বাজিয়া
ত্রিদিবে পাতালে মর্ত্ত্যে ছুটিল সে ধ্বনি ;
নীরবিলা এত বলি ক্রোধে দিনমণি
যখন নিশ্বাস ত্যজি। বাসব তখন
বিস্ফারিত গণ্ড, ওষ্ঠ. ললাট, নয়ন
কহিলা সু-উচ্চ ভাষে “এ অমর মাঝে
কে হেন অধম আছে এ মহৎ কাজে
হবে পরাঙমুখ ? দেব তেজঃ, দেব বল—
ভীষণ দম্ভোলি মম, সমরিমণ্ডল
সকলি সহায় হবে রাঘবেন্দ্রে রণে ;—
না হয় আপনি শেষে সহ সৈন্যগণে
মাতিব সমর-রঙ্গে ; নহে বা প্রলয়ে
গভীর গভরে এই ব্রহ্মাণ্ডনিচয়ে
ডুবাব অকালে !” এত বলি ভীম স্বরে
আদেশিলা স্বরীশ্বর সাজিতে সত্বরে
প্রমত্ত জীমূতবৃন্দে। গরজি গম্ভীর
উন্মত্ত মাতঙ্গদল প্রকাণ্ড শরীর—
হিমাদ্রি সদৃশ কিম্বা কুয়াশা মণ্ডিত—
আঁধারি অম্বর দেশ হইল ধাবিত—
ছুটিল লঙ্কাভিমুখে ! নাদিল হ্লাদিনী
মহানন্দে নাচি নাচি বিশ্ববিনাশিনী

মুকুটোদ্ধার।

উগারি জ্বলন্ত অগ্নি! ধাবিল পবন
দাপটে ঝাপটে সর্ব্ব করি উৎপাটন
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি রাব! সে অগ্নি-অর্ণব
প্রলয়ে উচ্ছলি উঠি ঘোষিল ভৈরব।
আরক্ত লোচনদ্বয় ভাস্কর আবার :—
"ত্বরান্বিত, শনৈশ্চর, সুধাংশু আগার
গমন করিয়া তাঁয় করহ জ্ঞাপন
সংগ্রামে পড়িবে যত ভারতনন্দন
বিতরি অমৃত যেন জীয়ান সবায়।
যাও তুমি, ধূমকেতু, কৃতান্ত যথায়;
জানাও আদেশ মম—রক্ষযমবেশে
সসজ্জ থাকেন যেন রণস্থলে এসে।
বলিও, ভয়াল দণ্ড ধরি করতলে
হইবে রাক্ষসমুণ্ড পাড়িতে ভূতলে;
বলিও, করেন যেন অনুচরগণে
সাবধান না ছুঁইতে আর্য্যের নন্দনে।
বলিও ভারত-রক্ষা-করণ কারণ—
কিম্বা দণ্ডাঘাতে দগ্ধ করিতে ভুবন।—
যাও তুমি বায়ুগতি।" উড়িল আকাশে
প্রকাশি বিপুল তেজ মনের উল্লাসে
দূতদ্বয় ভীমরূপী। বিজলির ছটা
খেলিল—নর্ত্তকী ভীমা! দেবতামণ্ডলে
চাহি পুন দিনদেব :—"ত্বরায় সকলে
হে দিক্‌পালগণ, যাও নিজ নিজ স্থান,

সুসজ্জিত হয়ে রহ আবরি বিমান।
মাতাও ভারতপুত্রে—সাজাও সমরে—
দেব তেজ করি দান। আপনি অম্বরে
থাকিয়া করিব বৃষ্টি বৈশ্বানররাশি।
প্রখর ময়ূখমালে স্ববীর্য্য প্রকাশি
মণ্ডিত করিব বীর আর্য্যের নন্দনে
দেখাব রবির ছবি প্রকৃত ভুবনে।
রাক্ষস-নিধন কিম্বা মুকুট-উদ্ধার
দেখিবে ত্রিলোক কিম্বা সৃষ্টির সংহার!"
নীরবিলা ত্বিষাম্পতি কম্পিত শরীর,
নয়নে ছুটিল ছটা বাড়ব গভীর।
অগ্নিমূর্ত্তি অগ্নিদেব গরজি গম্ভীর
উত্তরিলা তবে "চল, ত্বরা, হে সমীর,
উৎপাটিব আজ বিশ্ব দুজনে মিলিয়া।
দিয়াছিনু বর রক্ষে প্রসন্ন হইয়া
সমাধি সাধনে, কিন্তু, হায়, মোহমদে
মাতিয়া পাড়িল দুষ্ট বিষম বিপদে।—
অত্যাচার নিত্য অতি অমরের প্রতি
কি করে দেখিব আর? আপনি দুর্ম্মতি
ডাকিল আপন মৃত্যু! আসি সন্নিকট
করাল কৃতান্ত দূত নির্দ্দয় নিপট,—
ত্রাণিবে কে তারে আর? আত্মভাবে কত—
(হায় রে সেবক শোকে তাপিত নিয়ত
এ হৃদয়!) বুঝালাম বৈদেহীর পায়

ক্ষমা ভিক্ষা মাগি, করি রতন দোলায়
ভারতে সাদরে পুত্রে, করহ প্রেরণ,
শুনিল না, অন্ধ, হায়, সে হিত বচন।”
নীরবিলা হুতাশন এতেক বলিয়া ;—
সর্ব্বাঙ্গে স্ফুলিঙ্গ কণা উঠিল ফুটিয়া।
সহসা আসিয়া তথা কহিলা মাতলি,—
অদূরে দেখিনু, দেব, ত্রিলোক উজলি
বিপুল আলোকপুঞ্জে দ্রুততম পদে
লঙ্ঘি সৌরপুরী, পরাভবি ইরম্মদে
আসিছে সম্প্রতি।” সবিস্ময়ে আখণ্ডল
ফিরাতে নয়ন, উপনীত সেইস্থল
গলিত সরোজনেত্র মলিন বদন
জানকী ভারত-লক্ষ্মী—জগৎ-ভূষণ।
অকস্মাৎ বৈদেহীরে উন্মাদিনী প্রায়
উপনীত দেবগণ দেখিয়া তথায়
ঘোর অমঙ্গল কোন ঘটেছে নিশ্চয়
ভাবিয়া চঞ্চলচিত্ত চকিত হৃদয়
দেবীর বদন পানে ফিরায়ে নয়ন
নীরবে রহিলা চিত্র পুতলী মতন।
দেবতা মণ্ডলে চাহি ইন্দিরা তখন
কহিলা ঝরিছে নব নলিনী নয়ন।—

“কি সাধ, হে সুরগণ, আছে আজো মনে ?
কি সাধ সাধন তরে একত্রিত সবে ?

ব্যাপৃত কি ভারতের মঙ্গল সাধনে?—
তাই কি নির্জ্জনে আজ বসিয়া নীরবে?

এখনো কি পূরে নাই বাসনা সবার?
এখনো, বাসব, পূর্ণ নহে তব সাধ?
এখনো কি আশা মনে আদিত্য তোমার?
এখনো কি, বিভাবসু, সাধিবে হে বাদ?

আজ ত সবার, দেব, পূর্ণ মনস্কাম!—
বিবাদ বিলাপ তাপ কেন অকারণ?
সচ্ছন্দে লভহ সুখ আনন্দ বিরাম—
জীবন-বাসনা বৃক্ষে ফলেছে রতন!

হয়েছে ত, পূর্ণ, দেব, শেষ যে বাসনা—
নিহত যতেক বীর আর্য্যের কুমার!
অনন্ত তামসকূপে ভারত মগনা!
চির জীবনের এ ত বাসনা সবার!

দেখ হে ভারত পানে ফিরায়ে নয়ন
দলিত চূর্ণিত সব দনুজ চরণে!
প্রকৃতি প্রলয়ে অই হয়েছে মগন!—
আচ্ছন্ন আকাশ ভূমি অসিত বরণে!

হা দারুণ বিধি! এত ছিল তব মনে?
কেন হে করিলে ছার সৃষ্টির সৃজন?
সৃজিলে বিফল কেন জীবজন্তুগণে—
চরমে মরমে যদি আঘাত এমন?

দেবের পবিত্রভাব দেবত্ব নির্ম্মল
সরল প্রকৃতি দয়া সেবকের প্রতি
প্রবল প্রপঞ্চ মত্ত পাশরি সকল!—
কেন না মহিমাহীন হবে সুরপতি?

কেন না সেবিবে শচী দনুবীর পায়?
কেন না থাকিব বদ্ধ রক্ষকারাগারে?
কেন না ভারতমাতা লুটাবে ধূলায়?
কেন না ভ্রমিবে ইন্দ্র বিজন কান্তারে?
কেন সে কঠোরে বৃথা, আর্য্যের কুমার,
আরাধিলে ভক্তিভাবে দেবের চরণ!
পাইলে করুণা ভাল—ফল সাধনার—
দুরন্ত রাক্ষসপদ মস্তকে ধারণ!"

"কি কহিলে, দেবি!" বলি উগারি দহন
কম্পিত শরীর উত্তরিলা হুতাশন—
"পরাজিত আর্য্যসৈন্য রাক্ষস সমরে—
পতিত রাঘব স্থর!—স্বর্গ সত্তা করে?
রে রে লঙ্কানাথ; তোর অবশ্য মরণ,
কার সাধ্য বিশ্বে আর করিবে রক্ষণ?"
বলিতে বলিতে ঘন কাঁপিল শরীর,—
দাবাগ্নি জড়িত যথা হিমাদ্রি অধীর!
নির্গত হইল অষ্ট নয়নে অনল—
পুড়িতে লাগিল শূন্য!—পবন চঞ্চল
ছুটিলা বিমান-বর্ম্মে ভারতে লক্ষিয়া।

ধাইলা সমীর পিছে গর্জ্জিয়া তর্জ্জিয়া।
প্রলয়ে প্রলয়-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
ঘর্ঘর নির্ঘোষে অগ্নি করি উদ্গীরণ
ধাইলা দ্বাদশ রবি! ছুটিল গর্জ্জিয়া
শনি, শুক্র, সোম, উল্কা ব্যোম আচ্ছাদিয়া।—
ছুটিলা—ছুটিল ছটা সহস্র নয়নে!—
আকর্ষি কুলিশে ইন্দ্র জলদআসনে
সপক্ষ সুমেরু যেন আঁধারি অম্বর
মণ্ডিত পাবক-শিখা ছুটিল সত্বর!
অতল অনলসিন্ধু বক্ষ বিদারিয়া
অগ্নিময় শৈল এক উঠিল গর্জ্জিয়া।
ঘন ঘন ভূমিকম্পে কাঁপিল সকল।
উদ্গীরিল অগ্নিগিরি জ্বলন্ত অনল!
সহসা পশ্চাৎ হতে গভীর নিস্বনে
কঠিন কর্কশ বাক্য বাজিল শ্রবণে—
"সম্বর সম্বর ইন্দ্র, পবন, তপন,
সম্বর সম্বর বিভাবসু, গ্রহগণ।"
এতেক শুনিয়া সবে নিরস্ত হইলা।
নিমেষে নিয়তি আসি আশ্বাসি কহিলা।—

"উমার আদেশে আমি এসেছি হেথায়
উদ্ঘাটিয়া ভারতের ভবিতব্য-দ্বার
ভারত-ললাট-লেখা দেখাতে সবায়,
কি কাজ অকালে করি সৃষ্টির সংহার?

মুকুটোদ্ধার।

" কালের যেরূপ গতি ফিরাবার নয়,
  কিম্বা তটিনীর নীর-প্রবাহের প্রায়,
অস্থির অদৃষ্ট-গতি তেমতি নিশ্চয়—
  নিমগ্ন পাহাড়ে বাধি তরঙ্গ উঠায়।

রাজরাজেশ্বরী মাতা কর দরশন
  প্রসন্ন গম্ভীরমূর্ত্তি মহিমা অপার,
কনক কিরীট শিরে বিমল বরণ!—
  নৃপতিনিকর নত চরণে মাতার।

দেখহ কনকলঙ্কা দলিত চূর্ণিত!
  ভূপতি মস্তক বক্ষে প্রহারি চরণ
ফিরিছে শৃগাল তনু পুলকে পূরিত!—
  ভবিষ্যৎ কথা এই করিনু জ্ঞাপন।

এক্ষণে যেরূপে হবে মুকুট-উদ্ধার
  পাবেন ভারত পুনঃ স্বাধীনতা ধন;
বলি শুন, দেবগণ, উপায় তাহার—
  কলির নিকট ইন্দ্র করহ গমন।"

এত বলি মহাদেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
কলির উদ্দেশে ইন্দ্র করিলা প্রস্থান।
উল্লাসিত আশ্বাসিত নিয়তি বচনে
যাইলা জানকী ফিরি রাক্ষস ভবনে।
সসজ্জ রহিলা অগ্নি পবন তপন
ইঙ্গিতে ধ্বংসিতে যেন প্রলয়ে ভুবন।

——:০:——

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

নবম উচ্ছ্বাস।

অতল জলধি-তলে সে পুরী পাতাল ;
তার সপ্ততল নিম্নে কলি-রাজধানী—
ভীষণদর্শন পুরী। সে ঘোর গগনে
নাহি শশী কিম্বা তারা রবির প্রকাশ।
না সঞ্চরে সমীরণ ; নিস্তব্ধ গম্ভীর
প্রকৃতি তিমিরবর্ণা ;—উদ্গীরণ আগে
ভীম অগ্নিগিরি যথা। তরু, লতা, বন
নাহি তথা ; কিম্বা কোন ঋতুর প্রকাশ।
তটিনী তড়াগ কিম্বা—সকলি শ্মশান !
নাহি শাস্তি যে পাতকীর রৌরব-অনলে
ভুঞ্জে সেই কর্ম্ম-ফল আসিয়া এখানে।
হৃদয়ে নরক যার—নরক আপনি
তাহার নরক এই কলিরাজধানী।

পাষাণে নির্ম্মিত পুরী ; প্রজ্বলিত তায়
বিভীষণ হুতাশন। বসি তার মাঝে
নিপট নির্দ্দয় মূর্ত্তি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ
কলিদেব, ভীম কৃষ্ণ অঙ্গের বরণ।
আরক্ত লোচন অষ্ট ; ললাট উন্নত ;
বিস্ফারিত অধরোষ্ঠ, সুদীর্ঘ নাসিকা ;
কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুজাল চুম্বিছে চরণ।

অষ্ট বাহু, অষ্ট মুখ, পদ চতুষ্টয় ;
সুনিবিড় লোম পূর্ণ সর্ব্ব কলেবর।
সুদীর্ঘ শ্রবণ চারি ; বিশাল উরস।
অধরে নয়নে ভালে কপোল যুগলে
কত লীলা কত ভাবে করিতেছে ক্রীড়া।
বসিয়া গম্ভীরভাবে কুঞ্চিত কপাল।
হিংসা দ্বেষ অভিশাপ চতুরা চাতুরী—
কুটিলতা কূট বুদ্ধি ছলনা বঞ্চনা—
বসি দিব্যাঙ্গনাগণ ঘেরিয়া তাঁহায়।
কেহ বা সেবিছে পদ সুকোমল করে ;
ঢুলাইছে ধীরে ধীরে চামর কেহ বা।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—আরক্ত লোচন
বসিয়া গম্ভীর ভাবে যে যার আসনে।
কতক্ষণে কলিদেব ঘূরায়ে নয়নে
কহিলা " ছলনা, এত দিনে তুমি বুঝি
কলির নামেতে কালী লেপিলে সুন্দরি !
কোন্ গুণে আর তোমা পালিব আদরে—
বল কোন্ গুণে ? ভুলাতে সে ললনারে
বিস্তারি ছলনাজাল নারিলে ছলনে—
নারী ত তরলমতি ? নহ, মায়াবিনী,
কলির কামিনী যোগ্য ; যাও চলে যথা
ইচ্ছা তব। আসিবে সে দিন মম পাশ
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী তুমি ভুলাবে যে দিন। "
পদতলে পড়ি বালা কাঁদিতে কাঁদিতে

কহিল বিনয়ে—“ অপরাধ ক্ষম দেব ;
দাসীরে অকূলে, নাথ, কর না নিক্ষেপ ! ”
উত্তরিলা কলি—“ ক্ষমিলাম আজ আমি ।
দেব কি দানব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
শিখাও সকলে তুমি মহিমা তোমার—
যাও তুমি বায়ুগতি । ” যাইলা ছলনা ।
সম্বোধি সকলে পরে কলি পুনর্ব্বার :—
“ ধিক্ হে কলির জন্মে ! দেবত্বে কলির !
যা ছিল সম্ভ্রম কিছু, দিন দিন তাহা
প্রকাণ্ড প্রান্তরে অই হতেছে বিলীন !
তেজহীন বৈশ্বানর, জ্যোতিহীন রবি
হতেছি প্রত্যহ আমি—বিষহীন ফণী !
কলির মরণ শ্রেয়ঃ তেজ হীন হয়ে
জীবনে কি ফল ? হায় ধিক কলি নামে !
ধিক্ তোমাদের সবে—অকর্ম্মণ্য অতি—
কলঙ্ক লেপিলে মম উজ্জ্বল কিরীটে !
এখনো থাকিবে কলি কাঙ্গালের প্রায়
পড়িয়া কালের পদে ? হা দারুণ বিধি !
অমরত্ব কেন দিলে—অনন্ত যাতনা !
যতনে আদরে তত—বল হে তোমরা ?
কি জন্যে পালিনু সবে ? এখন হল না
বৈজয়ন্ত পুরী যদি নরক সমান ?
কলিরে দিলে হে ফাঁকি ! অমর হৃদয়ে
ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুরী

মুকুটোদ্ধার।

হল না উদয় ? আজও হায় নরকুল
হল না কলুষ-নীরে সম্পূর্ণ মগন ! ”
এরূপে দর্ব্বার মাঝে বসি কলিদেব ;
হেন কালে পুরন্দর পশিলা সে পুরে।
গ্যাস-গৃহ মাঝে বহ্নি লাগিলে যেমতি
তেমতি সে ধূমপুঞ্জ উঠিল জ্বলিয়া।
অপূর্ব্ব শোভার ভরে হাসিল সকলি—
প্রকৃতি যেমতি পূর্ণ শশাঙ্ক উদয়ে
সুখদ শরতে, কিম্বা কুবলয় বন
প্রফুল্লিত হেরি নব ভানুর প্রকাশ
মধুময় মধুকালে ; অথবা পদ্মিনী
নবীন যৌবন যবে ঘেরে কলেবর।
ছুটিল সুন্দর কান্তি, সরিৎ তড়াগ
সুশোভিল চতুর্দ্দিকে ; মন্দাকিনী সমা
মন্দগতি প্রবাহিনী মৃদু কলস্বরে
ছুটিল আনন্দ ভরে খেলিতে খেলিতে ;
ফুলবন, কুঞ্জবন শোভিল সকলি ;
ফুটিল বিবিধ ফুল ; শাখায় শাখায়
ঢুলিল ছড়ায়ে ছটা ; বহিল অমনি
মন্দ মন্দ গন্ধবহ মধুর নিনাদে
ছড়াইয়া মকরন্দ ; ঝঙ্কারিল অলি ;
কোকিল মারিল তান ; গাইল বিহঙ্গ ;
অভিনব কান্তি ধরি সে ঘোর গগনে
উদিত হইল রবি। লুকাবে কোথায়

মহেন্দ্র মহিমা তেজ ? বাজিল বাদিত্র
মধুর শিঞ্জিতে মৃদু ; গাইল কিন্নরী ;
নাচিল অপ্সরা রঙ্গে—চতুর নর্ত্তকী।
আনন্দে আনন্দ-নীরে ভাসিল সকলি।
অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে আনন্দের ধ্বনি
শুনিয়া বিস্ময়ে কলি সুধিলা মাৎসর্য্যে—
" কেন এ উৎসব রোল ? কোথা হতে আজ
বসন্ত উদয় হেথা ? এই কি প্রলয় ?
অথবা দেবতা কোন আইলা অলাতে ?
বিনা আর্ত্তস্বর, অনাথিনী বিধবার
আকুল নিনাদ, চিতা ধূম, চিতা অগ্নি,
কলহ, ক্রন্দন, শাপ, এ কর্ণে নয়নে
অশনি সম্পাত কিম্বা গরল ভীষণ।
কোথা দস্যু, কোথা হত্যা ? নিদ্রিত কি তারা
দ্বার দেশে ? হায় সব কলির কপাল ! "
হেন কালে আসি ইন্দ্র উপনীত তথা।
কহিলা সক্রোধে কলি দেখিয়া বাসবে—
বিকসিল দন্তপঁক্তি বিকট বদনে—
কহিলা বাসবে যেন চিনিতে না পারি ;—
" কে তুমি ? কি জন্য হেথা ? রৌরব দহনে
তব কর্ম্ম অনুরূপ নাহি পুরস্কার ?
লহ ত্বরা, ক্রোধ, এরে কালকূট কূপে। "
সবিস্ময়ে শতক্রতু কলির বচনে—
" ইন্দ্র আমি, কলিদেব, কৃতান্ত প্রেরিত

নহি কোন পাপী প্রাণী।” “ইন্দ্র তুমি, ভাল,
উত্তরিলা কলি হাসি, পরম আনন্দ
মনে মনে, “লহ ক্রোধ, সত্বর ইহারে
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে—রাখিবা যতনে।”
“বাতুল হইলা নাকি কহ তা আমারে
কলিদেব ? নারিলে চিনিতে আখণ্ডলে ?
ত্রিলোক ঈশ্বর আমি মহেন্দ্র বাসব
এসেছি যে আশে তাহা করহ শ্রবণ।”
ভাবিলা কুটিল কলি অন্তরে অন্তরে—
“কার্য্যের সময় মম কলিদেব নাম !
ঘৃণিত নহিলে আমি দেবের অধম ;
পড়েছ আমার হাতে—শিখাব এবার
বিধিমতে ;”—এত চিন্তি উত্তরিলা কলি ;—
“কে তুমি ত্রৈলোক্যপতি মহেন্দ্র বাসব ?
পবিত্র এ পুরী আজ ও পদ পরশে।
কি সৌভাগ্য আজ মম ! এ ঘোর আলয়ে
আগমন কি নিমিত্তে ? করিলে ইঙ্গিত
হাজির হইত কলি তোমার সমীপে।
এ ক্লেশ, হে শচীপ্রিয়, কি জন্য সহিলা ?
কি কার্য্য সাধিতে হবে, হে মেঘবাহন,
কর তা আদেশ ?” এত কহি বজ্রধরে
বসাইলা কলিদেব রতনআসনে।
বুঝিলা দেবেন্দ্র সব—সহিলা অন্তরে,—
সাধিতে হইবে কার্য্য। এত চিন্তি মনে

কহিলা " দেখ হে দেব দেবের দুর্দ্দশা ;
পুলোমনন্দিনী শচী দানবের দাসী !
দেবতা দেবত্বহীন। দেখ হে আবার
কি দুর্দ্দশা ভারতের ! মহাদর্পে, হায়,
পরাভবি রক্ষপতি আর্য্যপুত্রগণে
ভারতের শিরপরি প্রহারি চরণ
করেছে ভারত আজ রাক্ষস নিবাস !
রক্ষকারাগারে রুদ্ধ দশরথ বলী
সদা সত্যপরায়ণ ! কলি হে এক্ষণে
তোমার করুণা বিনা নাহি গতি আর।
তব শক্তি দানে, দেব, মুক্ত কর তাঁয় ?
বিভীষণে কর মুগ্ধ ; হৃদয়ে তাহার
জ্বাল দ্বেষহুতাশন, হে কলি কৌশলে ;
কি অসাধ্য আছে তব ? নহি আমি দেব
কাতর আমার জন্য, উদ্ধার ভারতে। "
নীরবিলা শচীনাথ দেবেন্দ্র বাসব।
হাসিয়া কহিলা কলি " হে অমরপতি,
করিলে লজ্জিত মোরে—অসাধ্য এ মম।
ঘৃণিত এ বাক্য তুমি কিরূপে বদনে
আনিলে মহেন্দ্র ? নাহি পাপ, বজ্রপাণি,
করিতে অপরে রত পাপ-আচরণে ?
পবিত্র দেবের চিত্ত কেমনে বাসব ?
কেমনে বাসব তবে এত অহঙ্কার ?
কলিতে তোমাতে আজ কি প্রভেদ দেব ?

আমি দেব তুমি দেব কেন নাহে দেব
এ কার্য্য সাধন তুমি করহ আপনি
দেবরাজ ? দেবাধম, দেব কলিদেব—
কেন হে সতত আর কর অপমান ?
কিসে সে অধম, ইন্দ্র ? যা করে হে কলি
করিতে দেবেন্দ্র, কাজ দেবের উদ্ধার।
যদি না থাকিত কলি কহ না কিরূপে
সিদ্ধ হত আজ তব মনের কল্পনা ?
পারিব না, শতক্রতু, সাধিতে এ কাজ।"
কিঞ্চিৎ নীরব থাকি সহস্রলোচন
কহিলা দেবেন্দ্র ইন্দ্র " ভাল, কলিদেব,
এই কি সময় তব গঞ্জিতে আমায় ?
এই কি হে রহস্যের উচিত সময় ?
ডুবিছে অমরাবতী দৈত্যপদভরে—
ডুবিছে ভারতভূমি—মহাপুণ্যস্থল ? "
"এ নহে রহস্য ইন্দ্র, রহস্য এ নহে।
ডুবিছে অমরাবতী—নহে এই পুরী—
কি ক্ষতি আমার তাহে ? ডুবুক অমরা।
বিচিত্র আলেখ্য পটে অন্ধ যে তাহার
কিবা প্রয়োজন ? নিশি দিন সম মম।
কি দুঃখ ? কিসের ভয় ?—ত্যজ এ আক্ষেপ—
তাহাতে তোমার ইন্দ্র ? রাখিব আদরে
হে বাসব, তোমা আমি দেববৃন্দসহ
আমার আলয়ে ; পরগৃহ পুরন্দর,

এ নহে তোমার। থাকিবেন শচী দেবী।
তোমারি এ সব, ইন্দ্র, ঐশ্বর্য্য বিভব।"
ভীষণ ভুজঙ্গ তীব্র বিষদন্ত যেন
বিঁধিল বাসব-বক্ষে কলির রহস্য।
হাসিলা জানিয়া কলি। আরোহি পুষ্পকে
চলিলা সরোষে ইন্দ্র—কুঞ্চিত কপাল।
"ত্যজ ক্রোধ, সুরীশ্বর," উত্তরিলা কলি
"করিব যতন তব পূরাতে বাসনা;
কিন্তু যেন থাকে মনে আছে হেন দিন
দেবেন্দ্রে যে দিন হয় করিতে সাধনা
কলির চরণ! দয়াময় কলি দেব।"
মহাক্রোধে অশ্বপৃষ্ঠে করি কশাঘাত
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হৈলা দেব আথণ্ডল।
আহ্লাদে কলির মুখে হাসি খল খল।

———:০:———

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

দশম উচ্ছ্বাস।

———০:০———

বিকসিত সরোজিনী সরোবর জলে,
সূর্য্যকান্তমণি কেশবের বক্ষস্থলে;
কিম্বা চারু পূর্ণচন্দ্র গগনে বিরাজে;—
শোভিছে কনক লঙ্কা সাগরের মাঝে।
সুখদ শরতকাল আকাশ নির্ম্মল,
পুণ্যদা পূর্ণিমা শশী করে ঝল মল।
একাকী সিন্ধুর কূলে বসি বিভীষণ,
চিন্তায় জড়িত চিত্ত মলিন বদন।—
"অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য সম্পদ সম্মান
মম ভাগ্যে ভোগ তার বিধাতা পাষাণ
না লিখিলা কোন্ পাপে হায় রে কিঞ্চিৎ ?
করিলা আমারে সব সুখেতে বঞ্চিত।
প্রাণপণে শত্রুগণে করিয়া নিধন,
লঙ্কার গৌরব কীর্ত্তি করিয়া বর্দ্ধন,—
আজ আমি কেহ নই রাজ্যের ভিতর!
হাসিবেক উপহাসে কিঙ্কর কিঙ্কর!
খেদাইলা পদাঘাতে ভাই দশানন,
না শুনিলা হিত কথা মোহান্ধ নয়ন!
অপমান তাহে জ্ঞান নহে এই প্রাণে,—
অগ্রজ আমার তিনি; শাস্ত্রেতে বাখানে

কনিষ্ঠ অগ্রজ পদ করিবে অর্চ্চনা।
নাহি দুঃখ তাহে মম, একই ভাবনা
সঙ্কটসঙ্কুল এই দুস্তর অর্ণব
কিরূপে হবেন পার! হায়, রে বিভব,
চরমে মরমে এই সাধিলি বাসনা!
আর কে করিবে ভবে তোমার সাধনা?
কে আছে এমন মন্ত্রী উপদেশ-বলে
সুপথে ভ্রাতায় আনে? পড়ি পদতলে
গিয়া কি বারেক পুনঃ বুঝাব তাঁহায়?
হায় রে বিদরে বুক মনের ব্যথায়!"
এরূপ ভাবনা নানা ভাবিছে বসিয়া
হেনকালে কলিদেব তথায় আসিয়া
হৈলা উপনীত। জিজ্ঞাসিলা রক্ষবর,—
"কে তুমি? কি জন্য হেথা? দেবতা কি নর?"
"নাহি শঙ্কা, রক্ষশ্রেষ্ঠ," উত্তরিলা কলি,
"যে জন্য এসেছি হেথা শুন অরে বলি।
মিত্র তব, বিভীষণ, কলিদেব নাম,
না ভাব, চিত্তের কর চিন্তার বিরাম।
ভাল, রক্ষকুল-চূড়া তোমারে যে জন
খেদাইল পদাঘাতে তাহার কারণ
করিছ চিত্তকে এত চিন্তায় পীড়িত!
জ্ঞানী তুমি, কহ, এই জ্ঞানীর উচিত?
ত্বরা তব মনঃক্লেশ যাবে প্রিয়তম,
হবি তুই লঙ্কানাথ—বিধির নিয়ম।

মুকুটোদ্ধার।

কারাগার হতে মুক্ত কর ক্ষিতীশ্বরে,
সহায় তাঁহারে হও কঠিন সময়ে।
সৌহার্দ্দ-সংহার-ভয় ভাবিবে না মনে,
নির্ভয়ে সাধিবে কার্য্য, না ডর রাবণে।”
সবিস্ময়ে বিভীষণ আরক্ত লোচন
কহিলা কলিরে,—“যাও ত্বরা, দুরাত্মন,
ত্যজি মম নেত্রপথ ; সার্থক করিলে
কলি হে আপনি তুমি স্বনাম অখিলে !
একের ঔরসে জন্ম একের উদরে
এক রক্ত, কলিদেব শরীরে সঞ্চরে ;
পিতৃ তুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাস আমি তাঁর—
আমি রক্ষ ভ্রাতা রক্ষ রক্ষ-কুল-সার ;—
সে রক্ষ-বিপক্ষে, কহ, কৃপাণ ধরিতে—
কহ কি রঞ্জিতে মহী সে রক্ষশোণিতে ?
হে কলি, এ কথা তুমি কেমনে কহিলা ?
দেব তুমি, কলিদেব, কেমনে ভুলিলা ?”
হাসি উত্তরিলা কলি ;—“সত্য যা কহিলে ;
কে তুমি, হে রক্ষ, কহ কেমনে ভুলিলে ?
প্রাণপণে জ্ঞানধর্ম্ম করি উপার্জ্জন
এই কি ফলিল ফল—নিবিল নয়ন !
সুবিজ্ঞ তুমি ত, কহ, জিজ্ঞাসি তোমায়
যে জন সতত জীয়ে পর প্রতীক্ষায় ;
মুষ্টি ভিক্ষা নিত্য যার জীবন-কারণ ;
পদে পদে অপমান, তেজের নিধন ;

কি ফল জীবনে তার—ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি,
দেবার্চ্চনা যোগ যাগ সাধন সমাধি ?
ঘৃণিত ঘৃণার সে ত, মহীর কণ্টক,
জীবনান্তে দহে তারে রৌরব পাবক।
তেজবীর্য্যশালী নহে স্ববীর্য্যে যে জন,
স্বনামে নহেক খ্যাত,—কহ, হে সুজন,
কিসে ধন্য গণ্য সেই পূজনীয় ভবে ?
কনক লঙ্কার এই বিপুল বিভবে—
তুমি ত ভিক্ষুক সেই—কি লাভ তোমার ?
কে মানে তোমায় ?—তাই বলি একবার
দেখ চিন্তি চিত্ত মাঝে বুঝিবে তখন
সত্য যা কহিল কলি। তোমায় সুজন,
অদৃষ্ট প্রসন্ন আজি ; মঙ্গল কলসে
না ভাঙ্গ চরণে, ধীর, অজ্ঞানের বশে।"
অদৃশ্য হইলা কলি এতেক বলিয়া।
ক্ষণেক রহিল রক্ষ শূন্যেতে চাহিয়া।
ভাব হে ভাবুক জন ভাবিতে যে পার
কত ভাবে কত ভাব করিয়া বিস্তার
তুমুল তরঙ্গমালা হৃদয়ে তাঁহার
লাগিল খেলিতে। চিন্তামগ্ন পুনর্ব্বার।
কহিলা সম্বরি বেগ,—"এত দিন পরে
সুপ্রসন্ন যদি বিধি আমার উপরে'
পালিব দেবের আজ্ঞা, দিয়া বিসর্জ্জন
জাতিত্বে, ভ্রাতৃত্বে, এই প্রতিজ্ঞা এখন।"

এ সুখ স্বপনে যুপ্ত কিঞ্চিৎ হৃদয়,
ধীরে ধীরে উঠি গেলা আপন আলয়।
হেথা কারাগারে বদ্ধ ভারতভূষণ,
রাজেন্দ্র বীরেন্দ্র সিংহ বিরস বদন।
মলিনে প্রদীপ এক জ্বলিছে সম্মুখে
আনত আননে নৃপরাজ মনোদুখে
কপোলে বিন্যাসি কর—সজল নয়ন
করিছেন অদৃষ্টের ফল অধ্যয়ন।
"জয় লঙ্কেশ্বর জয়" গভীর নিস্বন
শ্রবণ কুহরে আসি বাজিল ভীষণ।
যেমতি জলদমালা হইলে তাড়িত
প্রভঞ্জন বলে, অকস্মাৎ প্রকাশিত
হিরণ্যকিরণমালামণ্ডিত তপন,
শুকাল নয়ন জল, কৈল পলায়ন
বিষাদনীরদদল, অপূর্ব্ব উজ্জ্বল
লাবণ্যমাধুরীরাশি করি ঢল ঢল
বদন ললাট নেত্রে হৈল বিভাসিত,
সর্ব্ব অঙ্গ এককালে হইল চালিত।
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্রমূর্ত্তি করিলা ধারণ
গম্ভীর প্রসন্ন ধীর প্রখর ভীষণ।
কর্কশ নিনাদে দ্বার হৈল উদ্ঘাটিত;
প্রবেশিলা লঙ্কানাথ; করি আলোকিত
দশ দিশ মণি মুক্তা বিমল কিরণ
ছুটিল বিপুল তেজে ঝলসি নয়ন।

কহিলা রাক্ষসপতি রাবণ তখন,—
" কোথা তব অহঙ্কার আর হে রাজন ?
জনশূন্য আর্য্যভূমি বিজন কান্তার,
লুণ্ঠিত ভারত হের চরণে আমার !
এখনো, রাজন, পূর মনের বাসনা,
আনি দেহ—কোথা বল—সে নীলনয়না ?
ইন্দ্র আদি দেব দেখ নত এই পায়,
শিবের শিবানী মম চরণ ধেয়ায় !
ত্রিভুবন হের, নৃপ, মম পদতল
ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে ভানু চকিত চঞ্চল।
আকুল অমরীকুল তুষিতে আমায় ;
ব্যস্ত শচী রক্ষরাণীচরণ সেবায় !
বৃথা অভিমান ত্যজ, না ভাব ভাবনা,
কোথা সে ললনা বল, ঘুচাব বেদনা।
জানে না রাবণ রাজা বিনীত বচন,
এ ভাবে কহেনি কথা রাবণ কখন।
নিজ ভুজবলে যেই বীরেন্দ্র রাবণ,
জিনেছে অমর নর অসুর শমন ;
ভুবনবিজয়ী সেই রাজা লঙ্কেশ্বর
সদয় তোমারে আজ অহে নৃপবর।
দিয়া সে ধনীরে কিন প্রসাদ তাহার,
নহিলে মরণ নৃপ নিকটে তোমার। "
নীরবিলা দশানন এতেক বলিয়া।
ভীষণ ভুজঙ্গ মত উঠিলা গর্জ্জিয়া

মহারোষে নৃপমণি, দশনে দংশন
করিয়া অধরদল, ঘূরায়ে লোচন
দাবাগ্নি জড়িত অদ্রি কম্পিত শরীর
কহিলা রাবণে বাক্য কর্কশ গম্ভীর ঃ—
কি ভয় দেখাস্, মূঢ়, কঠোর শাসনে ?
যত দিন এই দেহে থাকিবে জীবন,
ছুটিবে শোণিত বেগে শরীরে এমনে
যাবত প্রদীপ্ত চিত্তে থাকিবে তপন,
বৃথা এ যাতনা দান, বৃথা এ পীড়ন।
বিচলিত নহে চিত্ত ক্ষণেক কারণে।
কভু না ভুলিব তোর অত্যাচার যত।
বিষম বিদ্বেষ চিত্তে থাকিবে জাগিয়া ;
সময়ে দংশিব বুক কাল সর্পমত !
জ্বালাব ভুবনত্রয় অগ্নি উদ্গীরিয়া !
দেখাব ভারতবল বল প্রচারিয়া।

দেখরে অধম পাপী, ভারত নন্দন
অক্ষম করিতে কিবা ; এই যে হৃদয়
কঠিন অশনি সম কঠিন ভীষণ,—
বিপদ, সম্পদ, শোক,—সকল সময়
এক ভাবে বাঁধা দৃঢ় ! বিচলিত নয়
ভীষণ ভুজঙ্গ যদি করয়ে দংশন
পল অনুপল কিম্বা ধরি যুগকাল !
দেখাব এবার তোরে রাক্ষস অধম,
ভবিষ্যৎ ভাগ্য তোর কিরূপ ভয়াল !

অনিবার্য্য দেব দৈত্যে ভারত বিক্রম !—
দেখাব প্রত্যক্ষ তোরে কি তোর চরম।

উদ্ঘাটিব ভারতের ভবিতব্যদ্বার
বজ্রনাদে, ভূমিকম্পে কাঁপিবে ভুবন !
অযোগ্য ভ্রাতার দলে দেখাব এবার
জাগিয়া যেরূপ তাঁরা দেখেন স্বপন—
করেন যেরূপ চিত্তে চিন্তা অনুক্ষণ
ভারতের ভবিতব্য নহে সে প্রকার।
প্রদীপ্ত প্রখর ভানু সদা সে গগনে
সেথা এই আর্য্যপুত্র নহে বলহীন,
আঁটা নিত্য কলেবর সংগ্রাম ভূষণে,
প্রমত্ত—কাঁপায়ে পৃথ্বী ভ্রমে অনুদিন।—
দেখাব ভারতে তথা সতত সুদিন॥

করিব প্রলয় বলে ভুবনে এবার—
শরীর পাতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন ;—
দেখিব প্রত্যক্ষ, সবে দেখাইব আর—
পারি কি না পারি আজ করিব দর্শন
বিধির লিখন বলে করিতে খণ্ডন।
প্রমত্ত শার্দ্দূল বেশে ছাড়ি হুহুঙ্কার
পর্য্যটিব ত্রিভুবন করিয়া কম্পিত ;
সমূলে বিধির বিধি করিব চঞ্চল
করিব ধরণীবক্ষ দন্তে বিদারিত ;—
উড়িবে বালুকারাশি হয়ে হিমাচল !
দেখিবি তখন, মূর্খ, ভারতের বল।

নিয়তির কর হতে কাড়ি লব বলে
ভবিতব্য পট বিধি দিলা যাহা তাঁয় ;
কঠিন পাষাণে নিত্য ঘর্ষিব কৌশলে
উঠাব বিধির লেখা রেখা সমুদায় !
লিখিব আগ্নেয়াক্ষরে অশনি পৃষ্ঠায়
ব্রহ্মাণ্ড বিলয়ে যাহা জ্বলিবে উজ্জ্বলে
প্রখর কিরণমালা ছড়ায়ে ভুবনে
আতঙ্কে কম্পিত করি জীবজন্তুদলে—
লিখিবরে সাবধান হও বিশ্বজনে
চেও না ভারত পানে পুড়িবে অনলে—
অনিবার্য্য আর্য্যবীর্য্য এ ভবমণ্ডলে !

শশাঙ্কে ধরাব রোষে অংশুমালীবেশ !
অতল জলধি-জলে হবে হিমালয় ;—
হিমালয় বিশ্বগর্ভে করিবে প্রবেশ ;
ধাবিবে তথায় সিন্ধু করি কোলাহল
প্রলয় তরঙ্গ সঙ্গে ! আদিত্যমণ্ডল
ছিঁড়ি এ জড়তাজাল—করিব নির্দ্দেশ—
ঘুরিবে নিয়ত বেগে গগনে গগনে ;
অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে নিত্য ভ্রমিবে ইচ্ছায়
স্থানচ্যুত হয়ে গ্রহ উপগ্রহগণে,—
গহন কাননে ভ্রান্ত পথিকের প্রায় !—
পুড়িবে ব্রহ্মাণ্ড সদা প্রখর প্রভায়।

নিয়তি, নিয়তি, বল, কিসের নিয়তি ?

এই ধনু এই বাণ এই যে কৃপাণ—
এই ভুজ বলে কম্পান্বিতা বসুমতী—
এই ত নিয়তি!—আজ দেখিবি অজ্ঞান
এই করে ভাগধেয় সদা বিদ্যমান!—
এই পদে, শোন্, ওরে রাক্ষস-কুমার,
দলিব হৃদয় তোর; রাক্ষস রুধিরে
বীরকুল প্রেতকুলে তুষিব তর্পণে
রাক্ষস-রুধির-রাগে রঞ্জিব মহীরে;
করিব রাক্ষসবংশ ধ্বংস ভীমরণে,—
শৃগাল কুক্কুরে মাংস ছিঁড়িবে দশনে।

দেখ্ রে পামর দেখ্ উন্মীলি নয়ন
অই যে প্রদেশ রম্য নহে অতি দূর
অনন্ত অনলসিন্ধু ভীষণ দর্শন
চক্রাকারে ঘুরিতেছে গম্ভীর মধুর
নিনাদেতে অবিরত করি তিন পুর
বধির কম্পিত আর,—গগনে যেমন—
তেজস্কর প্রভাকরমণ্ডল সুন্দর—
চতুর্দ্দিকে বহ্নিবৃষ্টি করি অবিরল,
শোভিছে হৃদয়ে তার, যথা নিরন্তর
সঞ্চারিছে মহারোষে পবন চঞ্চল—
সন্তাড়িত করিতেছে মেদিনী মণ্ডল।

অই দেখ্ বীরদল অসংখ্য অযুত
দেবতেজে দেববীর্য্যে দেবঅস্ত্রচয়ে

মণ্ডিত সুন্দর—দেব দিনেশ সম্ভূত—
বর্ম্ম চর্ম্মে আঁটা বপু; ভীম ভুজদ্বয়ে
ভীষণ কোদণ্ড শোভে, বিশাল হৃদয়ে
অক্ষয় কবচ বদ্ধ—অভেদ্য—অদ্ভুত—
ভীম তেজে ভীম দর্পে ভীম হুহুঙ্কারে
ভ্রমিছে উন্মত্ত রণে—কম্পিত ধরণী,—
বাজিছে সমরবাদ্য প্রলয় আকারে,
মলিন নিস্তেজ ভীম তেজে দিনমণি!—
দেখ্‌রে আর্য্যের দর্প রাক্ষস নৃমণি!

অই দেখ্‌ রাজরাণী ভারত জননী!
বিমল প্রসন্ন মূর্ত্তি সহাস্য গম্ভীর;
সজ্জিত অপূর্ব্ব সাজে; কোটি দিনমণি
জিনিয়া জড়িত কত অমূল্য রতন!
হাসিছে বিজলীছটা হাসায়ে ভুবন।
রাজরাজেশ্বরী, হের, ভারত জননী,
মস্তকে মুকুট কিবা শোভে মণিময়—
কোটি কোহিনুর জিনি কিরণ উজ্জ্বল!
অখণ্ড ভুবনেশ্বরী দেখরে নির্দ্দয়
আজি এ ভারতমাতা ভুবন ভূষণ।
দেখরে গরিমা কত রাক্ষস দুর্জ্জন। *

কম্পিত অধর ওষ্ঠ মহাক্রোধ ভরে
উত্তোলিলা লঙ্কানাথ ভীম অসিবরে;
বিদ্যুতের প্রায় আসি রাণী মন্দোদরী
দাঁড়াইলা মধ্যস্থলে উত্তোলন করি

সুমৃণাল ভুজযুগ। অসি সম্বরিয়া
কহিলা লঙ্কেশ, “প্রিয়ে তোমার লাগিয়া
ক্ষমিনু উহারে আজ ; থাকয়ে বাঁচিয়া
আর একদিন ভবে।” এতেক বলিয়া
ধরিয়া কামিনী-কর-কমল কোমল
যাইলা ফিরিয়া রাজা আপন মহল।
মৌনভাবে নৃপমণি বসিলা আবার।
গভীর নিনাদে বন্ধ হইল দুয়ার।
এরূপে বসিয়া তথা আছে নৃপমণি
শুনিলা একান্তে মৃদু মন্দ মন্দ ধ্বনি।
চাহিলা শব্দানুসারে হইয়া চকিত।
ক্রমে এক গুপ্ত দ্বার হল উদ্‌ঘাটিত ;
নবীনা রমনী এক প্রবেশিলা পরে
আবরিত মুখচন্দ্র অঞ্চল অম্বরে।
বিস্ময়ে বামায় দেখি নৃপকুলমণি
জিজ্ঞাসিলা মৃদুস্বরে—“কে তুমি রমণী ?”
ইঙ্গিত করিয়া বামা নীরব হইতে,
এস মম সঙ্গে পুনঃ কহিলা ইঙ্গিতে।
চলিল কামিনী অগ্রে পথ দেখাইয়া ;
চলিলা পশ্চাতে ভূপ আশ্বাস পাইয়া।
চরণ স্খলিত হয় প্রতি পদে পদে ;
চলেন পশ্চাৎ চান ভাবিয়া বিপদে।
সুরাপানে ভোর হয়ে প্রহরী সকল
অচেতনে নিদ্রাগত পড়িয়া ভূতল।

মুকুটোদ্ধার।

চলিতে চলিতে ক্রমে আসিয়া দুজনে
উপনীত হৈলা এক কুসুমকাননে।
কহিলা সুন্দরী ধীরে "শুন নৃপবর,
নাহি ভাব ভয় কোন যাও অতঃপর।
সম্মুখে দেখিবে এক সজ্জিত স্যন্দন,
বায়ুগতি জিনি তার অশ্বের গমন।
নিমেষে ভ্রমিতে পারে ত্রিলোক রাজন।
বলিয়া চলিলা ধীরে রমণী রতন।
"কে গো তুমি কৃপাময়ি!" সজলনয়নে
কহিলা রাজেন্দ্রমণি, বিনতি চরণে,
বলি, দেবি, তোষ এই তাপিত জীবন;
শোধিব এ ঋণ যদি পারিব কখন।"
সুস্বরে সরমা সতী সরমকুঞ্চিত
কহিলা রাজেন্দ্রে চাহি বচন বিনীত:—
"সরমা আমার নাম, দেবীর আদেশ
তোমারে করিতে মুক্ত শুন সবিশেষ।
সাজিয়া সংগ্রামে রঙ্গে চতুরঙ্গ দলে
অবতীর্ণ হও আশু আসি রণস্থলে।
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী তোমারে রাজন—
নাশহ মহীর ভার করিয়া নিধন
অধম দুরন্ত রক্ষে—হইবে সহায়
পতি মম—দিবে কয়ে সংহার উপায়।"
বলিয়া সুধাংশুমুখী যাইলা চলিয়া।
দেখিলা রাজেন্দ্রমণি কিঞ্চিৎ যাইয়া

সম্মুখে কনক রথ সজ্জিত সুন্দর ;
উড়িছে কেতন চূড়ে। রক্ষবীরবর
দাঁড়াইয়া বিভীষণ অশ্ব-রশ্মি ধরে।—
দেখিয়া নরেন্দ্রে তবে কহিলা সুস্বরে ঃ—
" কি কাজ বিলম্বে, রথে উঠ নৃপমণি,
দলি দুষ্ট দলবলে রক্ষহ ধরণী।
বিধির আদেশ এই বিধির নিয়ম—
তব করে, নরেশ্বর, লঙ্কার চরম।"
পুলকে পৃথিবীপতি কহিলা তখন
" ধন্য তুমি রক্ষকুলে, ধন্য বিভীষণ !
এ ঋণ শোধিতে তব নারিব কখন ;
যাই তবে, মিত্রবর, রেখ হে স্মরণ।"
আনন্দে নরেন্দ্র রথে কৈল আরোহণ
হ্রেষারবে তুরঙ্গম উঠিল গগন।
চমকি ত্রিলোক দীপ্ত দামিনী ছটায়
চলিল শূন্যেতে রথ ধূমকেতুপ্রায়।
নিমেষে তটিনী-নাথ তটে উপনীত।—
উঠিল ভারতে পুনঃ আনন্দ সঙ্গীত ॥

—০ঃ০—

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

একাদশ উচ্ছ্বাস।

—০ঃ০—

অধীরা সরলা হেথা পতনে পতির,—
কত যে কাঁদিলা সতী কহিব কেমনে?
দলিত দ্বিরদপদ পদ্মের মৃণাল!
সম্বরি কিঞ্চিৎ বেগ কহিছে এক্ষণে,—
"যাইব যাইব, সখি, যথা পতিধন;
পশিব আহবে আজ শত্রুর দমনে,
শোধিব পতির প্রেম অর্পিয়া জীবন!—
কি ফল বিফল বল কাঁদিয়া এমনে?"
কুঞ্চিত ললাট পটে জ্বলে বৈশ্বানর,
গভীর অনল জ্বলে বিশাল লোচনে,
হুঙ্কারিলা হাসি দংশি দশনে অধর!
গর্জ্জিল জলদ পৃষ্ঠে যেমন গগনে
হাসিয়া বিকট হাসি মত্ত নীলাঞ্জনা
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গবৃন্দ নত অভিলাষে!—
উন্মাদিনী প্রায় বেশ হরিণনয়না,
কহিলা সখীরে নীর নয়নে প্রকাশেঃ—
"ভারত অদৃষ্ট সখি! দেখ না ভাবিয়া;
আবার ভাবহ দশা ভারত বালার;

পিঞ্জরে আবদ্ধ যথা বনবিহঙ্গিনী
ভারত রমণী, সখি, বদ্ধ সে প্রকার।

রাখ্ লো রোদন সখি! বিলাপ বিফল,
কাঁদিতে সময় পরে আছে লো স্বজনী।
ধর ধনু অসি ঢাল চল রণস্থল,”
বলিয়া ছুটিলা বালা যথা নৃপমণি।

সভাতলে বসি শোকে বীরেন্দ্র ভূপাল।
উন্মত্তার বেশে সতী আসি উপনীত।
চঞ্চল দামিনীদ্যুতি কৃপাণ ভয়াল;
কটিতটে বাজে কাঞ্চি কর্কশ শিঞ্জিত।

মুক্তকেশী ভীমবেশী মুক্তকেশী প্রায়
সজল জলদকোলে ভীম নীলাঞ্জনা,
হাতে অসি অট্ট হাসি নৃত্য গীত তায়,—
অসীতা রূপেতে মত্তা ভারত অঙ্গনা!

সম্ভাষি নরেন্দ্রে তবে কহিলা সুন্দরী :—
“বন্দে পদ-অরবিন্দ, রাজেন্দ্র, এ দাসী,
আনন্দে বিদায় দিয়া পূর অভিলাষ,—
শোধিব পতির প্রেম বৈরিদলে নাশি।

আমি নারী ভাগ্যবতী পতি মোর আজি
সাধিতে বীরের সাধ উদ্ধারিতে দেশ
সংস্থাপিয়া কীর্ত্তিশশী, শূরসাজে সাজি
করেছেন সুখে সুর-নগরে প্রবেশ।

সে পতির তরে আমি ব্যাকুল হইব?
তামস-অরিরে বাস-তামসে ঢাকিব?
পতি প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করি
রমণী সমাজ মাঝ রমণী সাজিব?

আদেশ দাসীরে, দেব, যাইব আহবে
বামাভুজবল আজ ভুবনে দেখাব;
বিনাশিব পতিবৈরি, মায়েরে তুষিব,—
অরাতি-শোণিত-নীরে সমুদ্র বহাব।

অথবা কি ভয় তাহে—নহে বা আনন্দে—
যদ্যপি সমরে হয় শয়ন করিতে—
এই ত, হে নরনাথ, বাসনা আমার,
যাইব পতির পাশে হাসিতে হাসিতে!

বীরবংশ-অবতংস আর্য্যপুত্রগণ,
জগত-গৌরব-রবি মহাবীর্য্যবান,
প্রতাপ অতুল্য এই ভারতনন্দন
কত কাল রবে আর হারাইয়া জ্ঞান?

ভুলিয়া স্বধর্ম্ম যত মোহের ছলনে
কত কাল রবে মুগ্ধ? কি জন্য হেথায়
বসিয়া অলসে, অরি নগর-তোরণে?
আক্রমিলে অগ্নি গৃহে কে কোথা ঘুমায়?

আনন্দে বিহঙ্গকুল নিবসে কুলায়
ক্লান্ত যবে ভাসি ভাসি বিমান সাগরে;

যবে ঘোর ঝড় বৃষ্টি আক্রমে ধরায়
বসে সুখে বনচারী কাননে গহ্বরে।

সকলের আছে স্থান অবনী-নিবাসে
সকলেই বসে সুখে আবাসে আপন ;—
অভাগা ভারতপুত্র বল প্রকাশিয়ে
এ ভব-ভবনে কোথা তব নিকেতন ?

একপ কাতর কেন হেরি, নরনাথ,
কেন অশ্রুজলে তব ভাসিছে হৃদয় ?
অধীর হিমাদ্রি আজ কেন অকস্মাৎ ?
কোথা ধৈর্য্য বীর্য্য দেব তব এ সময় ?

তবে কি, হে ভবনাথ, বাসনা তোমার
ডুবিবে এ পুণ্যভূমি রক্ষপদতলে ?
তবে কি, হে নরমণি, এ সাধ তোমার
এরূপে থাকিবে বাঁধা দাসত্ব-শৃঙ্খলে ?

বীর ধর্ম্ম ক্ষত্রি ধর্ম্ম ভুলি সমুদয়
থাকিবে আলয়ে পুত্র কাপুরুষ ভাবে ?
দেখিবে দূরেতে থাকি ফেরুবৃন্দবৎ
রক্ষ পদভরে রসা রসাতলে যাবে ?

কেন এ করিলে, দেব, পুত্রের কামনা ?
ক্ষত্রি পুত্র হয়ে রণে বিমুখ যে জন,
বৃথাই জনম তার বৃথাই সাধনা—
বৃথা শৌর্য্য বীর্য্য তার—উচিত মরণ।

মুকুটোদ্ধার ।

ভাগ্যবতী, বসুমতি ! কে তোমার কোলে
মম সম আজ আহা কহ গো জননি ?
ঘোষিবে পতির কীর্ত্তি পবনহিল্লোলে
গম্ভীরে অম্বর ভেদি বেষ্টিয়া অবনী—

ভাবিয়া কোথায় কোন্ শূরনীমন্তিনী
অনন্ত আনন্দনীরে মগন না হয় ?
কোন্ সতী ভাগ্যবতী সে পতি বিয়োগে
শোক মোহে মগ্ন হয়ে বিকল হৃদয় ?

জাগাও, হে স্বাধীনতা, প্রকাশ গরিমা
নিদ্রিত এ হীনবল ভারতসন্তানে ;
বিক্রমে সমর-রঙ্গে করিয়া সাজনা
যাক্ তারা দুষ্টদল-নিধন-বিধানে ।

যে যেখানে গেছে আসি পূজুক তোমায়
সজীব নির্জীব জন—জাগাও সকলে ;
জাগাও জাগাও সবে সমরে সাজাও
ধনী, মানী, রাজা, প্রজা, কৃষীবলদলে ।

বলুক গম্ভীর স্বরে মিলি সর্ব্ব জন
ভারত বিজয়-বাদ্য বাজায়ে গম্ভীর—
স্বাধীন স্বাধীন আজ ভারত-নন্দন ।
অবনী পাতাল ব্যোম করিয়া অধীর ।

ত্যজিয়া শ্মশানভূমি করুক ঘোষণা—
শূন্যভরে শবরাশি পাইয়া চেতন

বিদীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-বক্ষঃ করি বার বার—
স্বাধীন স্বাধীন আজ ভারত-নন্দন।

গম্ভীর দম্ভোলিনাদে ভেদিয়া অম্বর
ভৈরবে আরব মিশি প্রভঞ্জন সনে
বেষ্টিয়া ব্রহ্মাণ্ডধাম করুক রটনা—
স্বাধীন স্বাধীন আজ ভারত-নন্দন।

পশিয়া এ ঘোর ধ্বনি শত্রুর শিবিরে
জলদনির্ঘোষে রোষে উঠুক বাজিয়া—
স্বাধীন স্বাধীন আজ ভারত-নন্দন
সাহস গাম্ভীর্য্য বলে কাতর করিয়া।

কাঁপুক কর্ব্বুরপতি দুষ্ট দুরাচারী;
সাজুক সাজুক রণে ধনুর্ব্বাণ ধরি
উচ্ছলিত সিন্ধুবেশে ভাসায়ে মেদিনী
আয়ুধ আলোকে লোক আলোকিত করি।

করুক করুক সবে যা পারে করিতে;
ভাসুক ভারত আর্য্য-শোণিত-প্রবাহে;
প্রলয় অনলে সর্ব্ব থাকুক পুড়িতে;—
কি ভয়?—নির্ভয়ে রহ; কি ভয় হে তাহে?

কেন আজ নাহি কি সে পূর্ব্বের ভারত
কাঁপিত প্রতাপে যার মেদিনী গগন?
সেই দেশ সেই আছে, তবে হে এমত
তোমরা অলসে কেন আর্য্যপুত্রগণ?

ধাবিছে কল্লোলে সেই ভীম রত্নাকর
বেষ্টিয়া দক্ষিণ দেশ ; আজিও তেমনি
পশ্চিমে ধাবিছে সিন্ধু সিন্ধুর-উদ্দেশে ;
পূবে ব্রহ্মপুত্র ধায় করি ঘোরধ্বনি।

তরঙ্গে করিয়া কোলে গঙ্গা আজো ধায় ;
আজো গ্রহ উপগ্রহ চলে নিজ পথে ;
আজো ছয় ঋতু পালাক্রমে আসে যায় ;
স্বভাবের ভাব আজো আছে এক মতে।

ভুবন-বিজয়ী-বেশে ধরি ধনুর্ব্বাণ
সুপ্তোত্থিত সিংহ প্রায় উঠ মহাবলে।
ছিঁড়ে যথা যূথপতি পদ্মের মৃণাল—
খণ্ড খণ্ড কর এই চরণ শৃঙ্খলে।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই জ্বলুক জগতে-
বীরসিংহ দশরথ রাজরাজেশ্বর !
আগ্নেয়-অক্ষরে লেখা থাকুক উজ্জ্বলে
হিমাদ্রি উন্নততম শৃঙ্গে ভয়ঙ্কর,—

সাবধান ! সাবধান ! বৃথা অভিমানী,
চেও না এ পুণ্যভূমি ভারতের পানে ;
রাক্ষস দলনবার্ত্তা কর অধ্যয়ন—
সেই মত গতি তার যে আসে এখানে। ”

“ পাইনু আজিকে, দেবি, পরম পিরীতি ”
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি নরেন্দ্র তখন

সুস্বরে কহিলা, " তব বীরপণা দেখি
পাশরিনু পুত্রশোক অনন্ত জ্বলন।

" ধন্যা তুমি ভবধামে রমণীর মণি,
করিলে উজ্জ্বল ভাল স্বগুণে ভারতে!
দেখুক দেখুক সবে ভারত উরসে
কি ফুল ফুটেছে আজ—অতুল জগতে!

" ধন্য তুমি, ভব ধন্য, ভারত সুন্দরি,
অতুল তোমার ভবে গুণের গরিমা।
ভব মরুভূমে তুমি সরস সরসী—
অমল সরোজবনে শারদচন্দ্রিমা!

" পাইনু পরম শিক্ষা তোমার প্রসাদে;
যাও এবে ফিরি, দেবি, আপন মহলে।"
সখী সঙ্গে বীরাঙ্গনা ফিরিলা নীরবে।
কহিলা রাজেন্দ্র পরে সম্ভাষি সকলে:

" সাজ সবে রণসাজে যে আছ ভারতে—
যুবা বৃদ্ধ শরাসন ধরিতে যে পার।
রাক্ষস রুধিরে আজ ভাসাব ভুবনে:—
বীর-কুল-প্রেত-কুলে তুষিব এবার।"

গভীর সংগ্রাম বাদ্য বাজিয়া উঠিল—
দামামা দুন্দুভি কাড়া ভেরী ভীম নাদী;
গরজিল বীরগ্রাম নীরদ নির্ঘোষে।
চলাচল সচঞ্চল—সোম সূর্য্য আদি।

ভ্রুকুটোঙ্কার কাব্য।

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস।

বাজিল ভারতে ভেরী গম্ভীরে আবার :—
বিজয়ের সংগ্রাম ভেরী ভারতে ঘোষিল।
অর্ণব-উচ্ছ্বাস-রূপে পুনঃ আর্য্যদল
ছুটিল। উন্মত্তবেশে ; আরক্ত-আননে
প্রখর কোপের প্রভা। কাঁপিল মেদিনী
অশনিসম্পাতসম ভীম হুহুঙ্কারে।
কোথা সেই অলসতা ভীরুতা বিনম—
ধীর শান্ত ভাব এবে ? দেখ বঙ্গে আজ
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমালা রঙ্গে প্রজ্বলিত !
কে আছে নিদ্রিত ?—গৃহে গৃহে বনে বনে
পত্তনে প্রান্তরে বাদ্য গীত মহোৎসব—
রণরঙ্গে মেঘমন্দ্রে গভীর নির্ঘোষ !
আর্য্যভূমি সুশোভিনী কুলবালাদল—
লোল জিহ্বা—উন্মাদিনী !—কেতু শনৈশ্চর—
উদিত দ্বাদশ রবি ! গ্রহপতি সঙ্গে
রঙ্গে গ্রহগণ যত ; আলোড়িত ব্যোম !
দেবদেবী শত শত বিমান উপরে
উজ্জ্বলি জ্যোতিতে বিশ্ব শোভে জ্যোতির্ম্ময়।

ভীম মূর্ত্তি ভীম বেশ ভীষণ ভূষণ
ভূত প্রেত দৈত্য দানা বেতাল ভৈরব—
কালান্ত কৃতান্ত কাল সঙ্গে অনুচর
ভ্রমিছে প্রফুল্ল অঙ্গে ভীমদণ্ড করে।

সাজি রণে রঘু-শ্রেষ্ঠ গভীর নিস্বনে
টঙ্কারিলা মহাধনু ; কাননে কন্দরে
বাজিয়া পর্ব্বতে শূন্যে ছুটিল আরাব।
কি মরি দেবের লীলা ! ত্যজি রণস্থল
আনন্দ উল্লাস ভরে—নব বীর্য্যবান—
উঠিল বাঁচিয়া রঙ্গে বীরেন্দ্রমণ্ডল।

সহস্র যোজন ব্যাপি হেথা লঙ্কেশ্বর
বসিয়াছে থানা দিয়া। প্রলয়ে যেমতি
ঘন ঘন উঠিতেছে প্রচণ্ড নিনাদ,—
প্রাবৃটে অম্বরে যথা নির্ঘোষ-ঘোষণা।
শূল হস্তে শূলপাণি সম শূরদল
ভ্রমিতেছে চতুর্দ্দিকে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া :—
মেঘমন্দ্র—মেঘ সম ভীম মন্দ্র যার,
নির্ভীক অটলচিত্ত বিপদ সম্পদে ;
বিশাল কঠিন বক্ষ পাষাণ সমান ;—
রক্তবর্ণ অষ্ট নেত্র, ললাট উন্নত !
রক্তাক্ষ—হর্য্যক্ষ রক্ষ বিপক্ষের প্রতি ;
ভীমনাদ—ভীমনাদী ভীষণ দর্শন,
ঘোরঘণ্টা—ঘোর অতি ঘোরতর রণে,—
প্রবীণ প্রদীপ্ত ভানু লোচন বিকট !

প্রমত্ত মাতঙ্গবৃন্দ পর্ব্বত সদৃশ,
সজ্জিত বিচিত্র সাজে; শুণ্ড আস্ফালিয়া
চলিছে ডুবাতে মহী! প্রভঞ্জন-গতি
ছুটিছে তুরঙ্গ। আরোহিয়া রথে কেহ
ঘর্ঘর নির্ঘোষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে
হুঙ্কারে টঙ্কারি ধনু ছুটিছে নির্ভয়।
অর্ণব-উচ্ছ্বাস-রূপে নরেন্দ্রকেশরী—
সঙ্গে মিত্র বিভীষণ—ভীষণ প্রতাপ,
আক্রমিল সবে, শরাসনে জুড়ি শর
অমোঘ অশনি যথা বাসবের চাপে।
অমনি রাক্ষসবৃন্দ লাফায়ে উঠিল;
সম্মুখেতে শক্রজিৎ ইন্দ্রজিত বীর;—
আনন্দ সমরে যার, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।
বাধিল উভয় দলে তুমুল সমর।
মাতিল রাক্ষস নর—প্রতিজ্ঞা ভীষণ!—
ধ্বংস হিন্দুকুল কিম্বা রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তেজস্বী দেবের তেজে ভীম রুদ্রমূর্ত্তি—
মূর্ত্তিমতী রৌদ্ররস—রৌদ্ররসে ভাসি,
আরোহিয়া ইন্দ্ররথে দশরথ বলী
চালাইলা দিব্য রথ। ঘর্ঘর নিনাদে
উঠিল স্যন্দন শূন্যে জ্যোতিঃপুঞ্জ যেন!
ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলি মুহূর্ত্ত বিমানে
নামিল ভূতলে পুনঃ। কহিলা স্থরথী:—
"চালাও, মাতলি, রথ লঙ্কেশ যথায়।"

ঊর্দ্ধ কর্ণে হেষি হয় অমনি ছুটিল—
অনন্ত দ্বিবতসিন্ধু করিয়া মন্থন
লক্ষিয়া লঙ্কেশে রথ অমনি ছুটিল।
আগুলিল পথ রোষে রুদ্রাক্ষ রাক্ষস
অস্ত্রপাণি; মহাদর্পে নরেন্দ্র বাসব
নাশিলা সম্মুখে যার পাইলা দেখিতে।
চলিল সবেগে রথ অনিবার্য্য গতি।
হেথা যত হিন্দু বীর দুরন্ত সমরে
নাশিছে অরাতি। কৃপণতা কারে কয়
অবিদিত হিন্দুনামে, অকাতরে সবে
বিসর্জ্জিছে প্রাণধন! পৃথ্বী, মহেশ্বর,
উগ্রমূর্ত্তি উগ্রসেন বীরবৃন্দ আদি
সসৈন্যে উন্মত্ত রণে। আখণ্ডল সনে
সংহারিতে বৃত্রে যথা দৈত্যহারী দেব।
জীবন পাইয়া পুনঃ অমৃত সিঞ্চনে
দাশরথি শূর নব তেজ বীর্য্যময়
প্রভাতে আদিত্য যথা, ইন্দ্রজিৎ সনে
মত্ত ঘোরতর রণে। ঘন ঘন পান
মহা উদ্দীপনা-সুরা! অপার অর্ণব—
উত্তাল তরঙ্গ তুলি উন্মত্ত খেলায়,—
উৎসাহ, সাহস, শক্তি,—চণ্ডীর প্রসাদে
মহা চণ্ডমূর্ত্তি তায় ভাসে আর্য্যগণ!
চঞ্চল মেদিনী আজ; পাহাড় পর্ব্বত
অম্বুধি অটবী—সব উন্মত্ত উল্লাসে;—

উড়িতেছে, ছুটিতেছে ঘাৎ প্রতিঘাত!
আসিল পুষ্পক রথ দশানন আগে।
কম্পিত অধর ওষ্ঠ, ফণা ধরি যথা
কম্পিত লোহিত নেত্র গর্জ্জে কাল ফণি,
সম্ভাষি রাবণে রুদ্র নরেন্দ্র কহিলা :—
"সেই এক দেখা আর এই এক দেখা,
হে কর্ব্বুর-কুল-মণি, তোমার সঙ্গেতে!
এস হে আনন্দে দোঁহে করি আলিঙ্গন
জুড়াই মনের জ্বালা! হে রাক্ষসপতি,
বিদরে হৃদয় ভাবি চরম তোমার।
ভাস্বর ভাস্কর যথা মধ্যাহ্ন গগনে,
অদ্বিতীয় বীর তুমি, প্রচণ্ড প্রতাপ;
বিদরে হৃদয়, সখে,—হে রক্ষকেশরী.
যদিও মিলিত আজ বৈরিভাবে দোঁহে,
বীরত্ব বিক্রম তব সমর-কৌশল
কি করিয়া কহ আজ করি অস্বীকার?—
সখা ভিন্ন কি বলিয়া সম্ভাষি তোমায়?
তোমার বীরত্ব বীর্য্য বিদিত ত্রিদিবে—
বীর বিনা কেবা জানে বীরের মহিমা?
তাইতে বিদরে বুক সে সূর্য্যমণ্ডলে
নিবাতে অকালে! ভুলি অত্যাচার তব,
হে রাজন্, এই গুণ স্মরি। শত্রু যদি
হয় বীর সেও পূজনীয়। কিন্তু হায়,
রক্ষপতি, মম হাতে,—বিধির নির্ব্বন্ধ—

মৃত্যু তব! যত ক্লেশ, যতেক লাঞ্ছনা
দিয়াছ আমারে তুমি রয়েছে সকলি
অঙ্কিত হৃদয়ে; শুধিব সে ঋণ তব!”
কর্কশ কটাক্ষে চাহি নীরবিলা বীর।
সগর্ব্বে অথচ যেন বিনীত বচনে
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বর, “হে সূর্য্যনন্দন,
জীবন করিনু ক্ষয় সমরে সমরে—
জিনেছি দেবেন্দ্র ইন্দ্রে কুবের বরুণে
শমন অসুর নর,—কিন্তু কারো মুখে
এমন পবিত্র বাক্য শুনি নাই কভু।
তুমিই যথার্থ বীর। কি ভয় মরিতে?—
সুখের মরণ যদি মরি তব হাতে!”
স্মরিয়া শঙ্করী পদ ত্রিশূলী মহেশে,
বন্দি ইষ্ট দেবতায় বাসব বিরিঞ্চি
রবি শশী দেব বৃন্দে, আকর্ণ আকর্ষি
টঙ্কারিয়া শরাসন রবি-কুল-রবি:—
“ধর তবে ধনুশর” বলিয়া হানিলা
দীপ্ত অগ্নিশিখা সম ভয়ঙ্কর শর।
বাধিল দুজনে রণ, অতুল জগতে
দুই মহাবীর। সবিস্ময়ে সুর নর
লাগিলা দেখিতে যুদ্ধ। সূর্য্যের আদেশে
করাল আনন কাল রক্ষ কাল বেশে
দশরথ-শর-মুখে করিলা আসন।
মরিছে অসংখ্য রক্ষ। যথা পূর্ব্ব কালে

ত্রিপুর সঙ্গেতে রৌদ্র যুঝিলা ত্র্যম্বক ;
সেইরূপ ঘোর যুদ্ধ নাহিক বিশ্রাম।
মহাকোপে অরিন্দম নরেন্দ্রকেশরী
হানিলা তোমর, কামানের গোলা যেন
পড়িল রাবণ অঙ্গে ; অচেতন হয়ে
পড়িলা ভূতলে বীর গিরিশৃঙ্গ প্রায়।
বিমুখি রাবণে রণে ছাড়ি হুহুঙ্কার
উন্মত্ত সংহার-বেশে ছুটিয়া ছুটিয়া
লাগিলা নাশিতে অরি ; দাবানল যথা
নিমেষে রাক্ষসদলে কৈলা ভস্ম প্রায়।
হেথা ইন্দ্রজিত সঙ্গে যুঝিছে কুমার।
নব বল নব বীর্য্য নূতন প্রতাপ
সাহস উৎসাহ ; সিংহশিশু ! সুধারসে
অপূর্ব্ব শরীর—স্কন্দ তারকারি যেন
উমা পুত্র। নারাচ, পরশু, শেল, শক্তি,
তোমর, ভোমর, ছুটিতেছে প্রতি পল
অম্বর আঁধারি ! যথা দুই মদকল
করী করিণীর তরে, কিম্বা ভীমসেন
হিড়িম্ব দুর্জ্জয়, দুই জনে মল্ল যুদ্ধ !
কম্পান্বিতা বসুমতী ! কভু দাশরথি
রাক্ষস উপরে, কভু মেঘনাদ বলী।
বজ্রসম মুষ্টিঘায় উঠিছে অনল !
গিরি শৃঙ্গে গিরি শৃঙ্গে সংঘর্ষণ কিবা !
ঘোর দন্ত কড় মড় অধর দংশন।

তেজস্বী দেবের তেজে অঙ্গে বহ্নি ছটা
নরেন্দ্রনন্দন ধরি রাবণনন্দনে
পাড়িয়া ভূতলে কৈলা হৃদয়ে আসন ;
নারিলা নড়িতে রক্ষ। প্রকাশি বিক্রম
জিভা ধরি করিলেন টানিয়া বাহির।
উঠিল বিজয় রব ; কিন্নর কিন্নরী
বরষিল পুষ্পরাশি। সংহারি রাক্ষসে
উঠিলা বীরেন্দ্রসিংহ ছাড়ি সিংহনাদ।
উঠিল রাক্ষসদলে ক্রন্দন-নিনাদ।
এদিকে চেতন পাই লঙ্কা-অধিপতি
দাবাগ্নি জড়িত যথা মিহিরমণ্ডল
ধ্বংসিতে পুত্রহা শূরে ছুটিলা সত্বর।

এইরূপে ঘোর যুদ্ধ রাক্ষস মানবে।
কম্পিত মেদিনী নিত্য ভীষণ আরবে।
দিবা নিশী ক্ষণকাল নাহিক বিশ্রাম
একভাবে চলিতেছে প্রলয় সংগ্রাম।
ঘন সিন্ধুকম্প ঘন মেদিনী কম্পিত ;
বিকম্পিত অদ্রিরাজি পবনে তাড়িত।
বজ্রসম বিশ্বভেদী অস্ত্রের আঘাতে
অসংখ্য সমরী নিত্য পড়িছে ধরাতে।
কিছু নাহি দৃশ্য চলে শূন্য ধরাতল !—
পাবক-প্লাবনে ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল !
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুবল গহন কাননে
ছিন্ন ভিন্ন যথা সর্ব্ব পবনতাড়নে।

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা মনে দেখিব এবার
সৃষ্টির সংহার কিম্বা দ্বিবত-সংহার।
ক্রমাগত দশ দিন দিবা রাত্রি রণ
করে রাজা লঙ্কাপুরে কৈলা পলায়ন।

—:০:—

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস।

পরাজিত তিরস্কৃত রাক্ষসঈশ্বর
পলাইয়া লঙ্কাপুরে বসিলা সভায়।
বসি সভাসদ জন বিষম লজ্জায়
অধোমুখ। হতনাশ লঙ্কা-অধিপতি
দম্ভী দশানন! ইন্দ্র যম হুতাশন
কুবের বরুণ অগ্নি—বিধাতা আপনি
সশঙ্কিত যার নামে, সে রাবণ আজি
পরাজিত নর-রণে!—লো কবি কল্পনে!
সে মূর্ত্তি সক্ষম তুমি বর্ণিতে সুন্দরী?
মলিন কনকলঙ্কা; অরবিন্দ যথা
অস্ত গেলে দিনমণি, কঠিন শর্ব্বরী
ঢাকে যবে জলস্থল নিবিড় তিমিরে।
মলিন কনক লঙ্কা—নীরব গম্ভীর!
অশনিসম্পাত পূর্ব্বে মত্ত মেঘ যথা।
পথে, ঘাটে, গৃহে গৃহে, নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে
নীরব আনন্দবাদ্য, সঙ্গীত লহরী!
নিমীলিত পুষ্পবন, রাজনিকেতন,

বিবর্ণ বিচ্ছিন্ন সব,—দুরন্ত হিমানি
ভীম দর্পে আক্রমিলে যথা বনস্থলী
স্বর্ণকিরীটিনী! ধায় উচ্ছ্বাসি আক্ষেপে
তটিনী; শঙ্কিত বায়ু সঞ্চরে সভয়ে;
শঙ্কিত উদিতে রবি। নিরানন্দ আজি
আনন্দ ভবন! থাকি থাকি যেন, হায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সব উঠিছে কেবলি।

ম্রিয়মাণ রক্ষমণি আসীন আসনে,—
হত দর্প, হত তেজ, হত মান, হত
গর্ব্ব, দম্ভ, যশ, হত কীর্ত্তি অহঙ্কার,—
কি করে মানব কবি—চির পরাধীন
মান, দর্প, তেজ, দম্ভ, গৌরব, গরিমা,
কীর্ত্তি, স্ফূর্ত্তি, সুখ সনে কখন যাহার
নাহি দরশন, হায়, কি করে সে কবি
বুঝিবে সে ভাব, বুঝি বর্ণিবে কেমনে?
তেজ বধে যত তাপ; হৃদয় মাঝারে
কেমনে সে উর্ম্মিমালা ঘোরে ঘোর রোলে
আঘাতিয়া পরস্পরে, কি করে বুঝিবে
দাস পুত্র দাস তুমি? হতমান রণে—
ক্ষুদ্র মানবের রণে দাম্ভিক রাবণ
দম্ভ মূর্ত্তি! গিরি-গৃহ হতে যবে ধায়
আছাড়ি তরঙ্গমালা কর্কশ নির্ঘোষে
মত্ত তরঙ্গিণী—অব্যাহত গতি—বাধে
যদি শৈলখণ্ড অনিবার্য্য গতি তার

গভীর আবর্ত্তে ঘুরি গভীর চীৎকারে
বিদীর্ণ গগন যথা করে প্রবাহিণী
নারি বাহিরিতে, সেই মত ভীম ভাবে
উত্তাল তরঙ্গমালা রাবণ হৃদয়ে
সমুত্থিত ;—সন্তাড়িত অনন্ত অর্ণব
প্রভঞ্জন বলে ! জ্বলে বাড়ব অনল
ভীম দাপ ! রাগ, দ্বেষ, দর্প, অভিমান,
অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, বদনমণ্ডলে
হাসিছে বিকট হাসি ! কুঞ্চিত ললাট—
অগ্নিমাখা, নাসারন্ধ্রে ঘন প্রবাহিত
অতুষ্ণ বাতাস, নেত্র দ্বয়ে ভীম ছটা
রৌরব পাবক-শিখা ভয়ঙ্কর যথা !
অধরোষ্ঠ সঘনে কম্পিত। বসি রাজা
রত্নাসনে—অগ্নিগিরি ভীষণ-দর্শন !
ভয়ে লাজে নিস্তব্ধ সকলে। যথা যবে
ভীষণ তরঙ্গবেগে ধরিতে না পারি
হৃদয়ে আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ করে
অগ্নি জল ধাতুস্রাব কর্দ্দম প্রভৃতি
ভীমদর্পে ভীমতেজে ভীষণ নির্ঘোষে—
ঘন ভূমিকম্প, সিন্ধুকম্প,—ধূমরাশি
আবরে অম্বর ঘোরতর ; সেই মত
আরম্ভিলা লঙ্কাপতি কম্পিত শরীর
জড়িত পাবক-শিখা নীলোজ্জ্বল ছটা
ছুটিল নয়ন পথে ; সঘন নিশ্বাস

নাসারন্ধ্রে, দশ আস্য আদিত্যমণ্ডলে
ভাতিল ভীষণ ভাতি, কৃতান্তের মুখে
রাগ দ্বেষ দম্ভ ক্রোধ ছটা ভয়ঙ্কর!
কহিলা রাক্ষসপতি দুর্জ্জয় রাবণ—
" হত রণে ইন্দ্রজিত পুত্র প্রাণাধিক
নিত্য অরিন্দম—হত যত রক্ষবীর—
কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, হর্যাক্ষ, রক্তাক্ষ,—
শিলা সম বক্ষ যার নিতান্ত কঠিন
সুরাসুর নরজয়ী; বীর শূন্য আজি
লঙ্কাপুরী বীরধাত্রী; ক্ষুদ্র নর-রণে
পরাজিত তিরস্কৃত আপনি রাবণ
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভ্রূভঙ্গে কম্পিত
মৃদুল মলয় ঘায় পদ্মপুষ্প যথা;
দুরন্ত রাহুর গ্রাসে রক্ষ-কুল-রবি
নিতান্ত মলিন;—তেজ ধ্বংস, ধ্বংস বংশ—
রক্ষ-বংশ-অবতংস ধ্বংস বীরগণ,—
ধ্বংস মান, ধ্বংস দণ্ড,—আকাশ কুসুম
হায় রে সকলি আজি! এখনো শরীরে
কি সুখে জীবন তুই আছিস নিহীত?
এখনো শিরায় কেন রুধির ধাবিত?
কি কাজ সংসার-বাসে আর রে আমার—
জ্যোতিহীন রবি—তেজোহীন হুতাশন,
বিষহীন ফণি, কহ, হে রক্ষমণ্ডলী,—
সারন-সচীব-শ্রেষ্ঠ, এ কষ্ট দারুণ

কোন্ পাপে? কেন না বিপিনে পশি গিয়া
ত্যাজি রাজ্য সুখ? মৃত্যু ভাল, মন্ত্রিবর,
তেজ নাশ হতে; হায়, এ মর্ম্মবেদনা
কব কারে, পারে বুঝিবারে কোন্ জন
এ মম মনের ভাব? কোথা গিয়া আমি
জুড়াই মনের জ্বালা? সহিতে কেবল
পুরন্দর উপহাস, লোকের গঞ্জনা
আপনি বাঁচিনু মাত্র! হা ধিক এ প্রাণে
নিদারুণ! ধিক্ মৃত্যু, তোমার বিক্রমে!
অথবা পূর্ব্বের তাপ—মনের কালিমা
ঘুচাতে, মিলিয়া সবে করিয়া মন্ত্রণা
হৃদয়-পিঞ্জরে বদ্ধ রাখি এ জীবনে—
প্রমত্ত কেশরী-পদ বাঁধিয়া নিগড়ে
দিতেছ যন্ত্রণা যত; জীবনান্তে হায়
ফুরায় জীবন সনে বিদ্বেষ সবার;
নহে পূর্ণ সাধ তাহে! হে দেব, মানব,
হাসি আমি উপহাসে ও সব কৌশলে,—
কাপুরুষ নহে কভু লঙ্কাঅধিপতি;
বাহুবলে পদতলে করে সে দলন
দেবের মন্ত্রণা, শক্তি, গৌরব, যন্ত্রনা;
শোক মোহে নহে মুগ্ধ! হোক স্বর্ণলঙ্কা
(হায় রে সাধের পুরী!) ভীষণ শ্মশান,
মরুভূমি; হোক ধ্বংস রক্ষবংশ, হায়,
এ বক্ষ পাষাণ দ্রবীভূত নহে তাহে!

কাঁপে কি সুমেরু কভু মলয় বাতাসে
শৈলশ্রেষ্ঠ ? গলে বজ্র রবির কিরণে ;—
অসম্ভব এ হৃদয় গলিবে অনলে !
শ্মশানে মশানে শৈলে নগরে কান্তারে
কি প্রভেদ কবে, চিত্ত যদি থাকে বাঁধা
এক ভাবে ? এক ভাবে এ বক্ষ কঠিন
বাঁধা দৃঢ় ! এখনো তেমনি আছে জ্ঞান ;
সেই আমি ভুবন-বিজয়ী দশানন
লঙ্কাপতি ; এখনো তেমনি অগ্নি বায়ু
কুবের বরুণ ইন্দ্র কৃতান্ত দুর্ম্মতি
দাস মম, কাঁপে বিধি এখনো এ নামে
বিভীষণ ! শিরাতে শিরাতে অতি দ্রুত
খরোষ্ণ শোণিত-স্রোত এখনো ধাবিত,
অনিবার্য্য গতি ! রুদ্র তেজ সেইরূপ
অণুতে অণুতে আজো জড়িত আমার
কিসে আমি হীনবল—হীন তেজ আজি ?
এ প্রভায় প্রভাকর নিষ্প্রভ গগনে,
হীন তেজ হুতাশন— দর্প হীন দেব।
রক্ষবীর-কুলমণি অসংখ্য রাক্ষস
দেখায়ে সৌজন্য দয়া বীর ধর্ম্ম যত
রাক্ষস বিক্রম তেজ প্রকাশি জগতে
রঞ্জিয়া রাক্ষস-কুল-পঙ্কজে পাবকে
ঘোর দীপ্তি, দমিতে দ্বিষতে দুর্নিবার
বিতরি সমরে প্রাণ বিমল শোণিতে

প্রক্ষালিলা কুলরবি, কি ক্ষতি তাহাতে
মম—আমি সেই দেব গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী
বীর-শ্রেষ্ঠ, মানী-শ্রেষ্ঠ এখনো রাবণ
দিগ্বিজয়ী! যথা সে মরিচীমালী শোভে
সর্ব্বোচ্চ অম্বরশৃঙ্গে বিপুল গরিমা,
চন্দ্র তারা গ্রহ মাঝে, আমিও তেমনি
কুবের, বরুণ, ইন্দ্র,—দেব কি দানব
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, সর্ব্বোপরি আজো
ছড়ায়ে পাবক-শিখা-পুঞ্জ ভয়ঙ্কর
শোভি একেশ্বর! কেন তবে আজ আমি
বিলাপি বিফল? জন্ম হলে মৃত্যু হবে—
ভয় কি মরণে? কিন্তু দেহে যদবধি
সঞ্চারিবে এই প্রাণ—থাকিবে চেতনা
সাধিব জীবন সাধ, যতনে দেখিব
ফলে কি বাসনা বৃক্ষে বাঞ্ছিত রতন।
কাল-ভয়-সংহারিণী করাল-বদনা
কোথায় বলনা কালি, মহিমা তোমার
বর্ণিলা পুরাণে যাহা মুনি ঋষিগণ
বহু মতে, কোথা তব কহ বিরূপাক্ষ,
দয়া ভক্ত প্রতি, দেব, ভকত বৎসল
উমাপতি? চাই না, পার্ব্বতী, আর আমি—
হে ভূত ভাবন ভব চাই না তোমার
দয়া, শক্তি; তব শক্তি বলে, আদ্যাশক্তি
চাই না লভিতে মুক্তি; ভক্তি ভাবে যদি

পূজিতাম এত দিন কঠিন পাষাণে
ভীষণ মশানে বাঁধি, তোমারে ঈশান,
পূজাতাম পদাম্বুজ প্রফুল্ল অম্বুজে
আজ মম; নিয়তিরে বাঁধি আনি বলে
বিধাতা-লেখনী-রেখা উঠাতাম তবে
ভবিতব্য পটে!—যাক যুক্তি যাক মুক্তি—
শক্তি বল সার, সেই শক্তি বলারোহি
প্রকাশিব বাহুবল, দেখাব জগতে
স্বনামে লঙ্কেশ খ্যাত, স্বোপার্জ্জিত করে
সমুজ্জ্বল! আন্ ত্বরা সে প্রকাণ্ড গদা
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার নাশিব ব্রহ্মাণ্ড,
চূর্ণিব পর্ব্বত, শনি শুক্র সূর্য্য সোম—
চূর্ণিব সকলে, বিদারিব মহীতল,
পোড়াব অমরাবতী, বৈকুণ্ঠ কৈলাস
কাল-ভয়-বিনাশিনী কালীরে নাশিব
নাশিব ত্রিশূলী হরে মহাকাল! স্বর্গ
মর্ত্ত্য, রসাতল, সিন্ধু, শূন্য ধরাধর
বন বৃক্ষ নদ নদী প্রান্তর নগর
আচ্ছাদিব পুনঃ পূর্ব্ব তামস-অম্বরে
ঘোরতম! নিরাকার হবে ভূমণ্ডল!
আন্ সে ভীষণ গদা সাজরে সমরে
রক্ষকুল; জীবনের সাধিব বাসনা,
অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞায় কি না হয়
দেখিবে জগৎ আজি; সাজ্ ত্বরা করি।"

নীরবিলা লঙ্কাপতি কম্পিত শরীর
ত্বিষাম্পতি যথা ঘোর প্রলয় সময়ে।
ভীষণ গম্ভীর রব শুনিলা গগনে
হেনকালে, " চাও যদি, রক্ষ-কুল-মণি,
নিজ হিত, ত্যজ তব এই দুরাকাঙ্ক্ষা।
শিব-কোপানলে সাধে—কন্দর্প যেমতি
ইন্দ্রের আদেশে যবে ফুল-ধনুর্দ্ধর
ভাঙ্গিতে যোগীন্দ্র-যোগ হিমাদ্রি শিখরে
হানিলা সজোরে শর শঙ্কর-হৃদয়ে
খরতর, হবে ভস্ম ? বীর-কুল-শ্রেষ্ঠ
তুমি, লঙ্কেশ্বর, নানা বিদ্যা বিশারদ,—
কার রে বাসনা নাশ করিতে শশাঙ্কে
জগৎ আনন্দ ? শুন বলি হিত কথা
ফিরে দেহ জানকীরে—আর্য্য রাজলক্ষ্মী ;
বাড়িবে দ্বিগুণ যশঃ ; ধ্বংসিবারে, হায়,
বিখ্যাত রাক্ষসবংশ কেন রে কামনা ?
নারিলে রক্ষিতে, মূঢ়, অন্যায় আচারে
নিজ বাহুবল-মান ? ভকত বৎসল
কত দূর ভোলানাথ—ভবেশ-ভাবিনী
দেখ্ রে ভাবিয়া ; কোন্ কালে এত দিন
হইত কনক লঙ্কা শ্মশান ভীষণ !
এখনো প্রসন্ন উমা, উমাপতি হর
তোর প্রতি লঙ্কানাথ, রাজাসন পুনঃ
দশরথে কর দান—ভবের আদেশ !"

নীরব আকাশ-বাণী। নীরব লঙ্কেশ
বজ্রাহত! সবিস্ময়ে দেখিলা আকাশে
শিবের ত্রিশূল-ছটা—মত্ত সৌদামিনী!
ভক্তিরসে শৈল আজ দ্রবিল সহসা!
নিশ্বাসি বিষাদে রাজা কহিলা তখনঃ—
" প্রসন্ন প্রসন্নময়ী, প্রসন্ন উমেশ
এখনো দাসেরে,—কিন্তু হায়, প্রত্যর্পণ
কি করে সীতায় করি? করেছি প্রতিজ্ঞা
দিব না সীতায় ফিরি থাকিতে জীবন;
প্রেমের প্রতিমা রাণী দানবনন্দিনী
বসিবেন মন্দোদরী করেছি প্রতিজ্ঞা
রাজরত্নসিংহাসনে অযোধ্যা নগরে,
সেবিবে পৌলমী পদ,—বল না কেমনে
হে অমাত্য-কুলমণি, প্রতিজ্ঞা পালনে
হইব বিরত? কাপুরুষ সেত অতি।"
গম্ভীর মধুর স্বরে সচীববতন
কহিলা সারণ, " নিবেদন, প্রভু, করে
দাস, তব পদাম্বুজে, কর অবধান;
নিজ ভুজ বলে, প্রভু, ভুবন বিজয়ী,
দেবাসুর ভীত তব নামে; যশছটা
তব, প্রভু, নিভায় তপনে; কেন তবে
সাধে সাধে, মূঢ় আমি, বিজ্ঞতম তুমি,
বুঝাব তোমারে কিবা, করিবে সংগ্রহ
শিবকোপ? কি অভাব তব রক্ষমণি?

প্রসন্ন পরম পিতা তোমারে এখনো,
রক্ষরাজ, কি সৌভাগ্য—না নিন্দ অদৃষ্টে—
দেহ ফিরি আর্য্যলক্ষ্মী বৈদেহী দেবীরে ;
মিত্রতা করহ, প্রভূ, দশরথ সনে।
ত্রিলোকের রাজা যত ও পদরাজীব
যখন পূজিবে আসি, কি শোভামণ্ডলে
মণ্ডিত হইয়া নাথ মার্ত্তণ্ড সদৃশ
শোভিবে তখন ! ” নীরবিলা মন্ত্রিবর।
উত্তরিলা লঙ্কানাথ—সত্য যা কহিলে
ধীমান, কি কাজ পুড়ি হর-কোপানলে ?
যাও ত্বরা, মন্ত্রিবর, আনহ সীতারে
সসম্মানে, দিব ফিরে, নৃপ দশরথে। ”
যাইলা সচীব-শ্রেষ্ঠ সুবুদ্ধি সারণ।
উদ্দেশে সম্বোধি রাজা ভবানী ভবেশে
করিলা বন্দনা ;—“ ক্ষম দাসে, পিতঃ, ক্ষম
উমা বিশ্বমাতঃ ! সৃষ্টিস্থিতি লয়মূল ;
অজ্ঞান কিঙ্কর, এইরূপ স্নেহ দৃষ্টি
রেখো সদা, পাদপদ্মে এই নিবেদন। ”

হেথায় দানববালা রাণী মন্দোদরী
শুনিলা বিস্ময়ে রণে রাক্ষস-লাঞ্ছনা ;
শুনিলা নিহত রণে পুত্র প্রাণাধিক
মেঘনাদ ; আছাড়ে পড়িলে মহাদম্ভে
দম্ভোলি পাষাণে, উঠে অগ্নিশিখারাশি—
পাষাণ সদৃশ বক্ষে দম্ভোলি সদৃশ

লাগিল আঘাত, দাম্ভিকার ঘোর দর্প
করি চূর্ণ; বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়ে রাগে
ভীষণ পাবকশিখা ছুটিল সবেগে;
দংশিলা অধর; মহারঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে
ছুটিল বহ্নিস্ফুলিঙ্গ; কেশরিণী যথা
নিষাদ বিঁধিলে বনে খরতর শরে
মত্তভাবে ছুটে গর্জ্জি বিদারি অম্বর;
ছুটিলা রাক্ষসরাণী, গম্ভীর ঝঙ্কারে
কঙ্কণ বলয় কাঞ্চি বাজিল শরীরে
স্বর্ণময়। আলুয়িত নিবিড় কুন্তল
দুলিল পৃষ্ঠেতে; উলাঙ্গিনী ভীম বেশ!
সাজিলা দানববালা, নগেন্দ্র-শিখরে
নগেন্দ্রনন্দিনী যথা দমিতে দানবে,
আরম্ভিলা, নিশ্বাস প্রশ্বাস ধায় দ্রুত
নাসারন্ধ্রে—"কি কহিলি, সখি, পরাজিত
রক্ষসেনা মানব সমরে? হত রণে
প্রাণাধিক ইন্দ্রজিৎ পুত্র বীরোত্তম?
অবিশ্বাস! হয় কি, স্বজনি, জল রয়
ঊর্দ্ধগামী? যার তেজে মহেন্দ্র বাসব
অস্থির, নিষ্প্রভ, বজ্রসম বক্ষ যার
নিতান্ত কঠিন, সেই পুত্র মেঘনাদ—
বীরেন্দ্র কেশরী, হত আজ নররণে
না হয় প্রত্যয়; কহ কবে সহচরি,
নিহত মৃগেন্দ্র হায় শৃগাল সমরে

সত্য যদি হত রণে অথবা নন্দন
অরিন্দম, পরাজিত লঙ্কা অধিপতি,—
কাঁদিতে সময় নাই ; রাজসভাতলে
চল যাই, কি মন্ত্রণা, বসি মন্ত্রি সনে
করেন ঘুচাতে এই মনের যন্ত্রণা।
দেখিব, স্বজনি, আজি রক্ষকুলমণি,
পতি মম। রহিল কি তবে, কমলাক্ষি !
মনের বাসনা মনে ? হাসিবে জগৎ—
পুরন্দর জায়া, সখি, নারিব দেখিতে !
চল তবে চল যাই রাজসভাতলে।"

ভাবনা-অর্ণবে মগ্ন রক্ষ-কুল-মণি ;
আসিলা রাক্ষস-রাণী, আয়ত লোচনে
ফুটিয়া উঠিছে গর্ব্ব,—মহা অহঙ্কার।
ম্রিয়মাণ দেখি নৃপে কহিলা তখন ;—
"একি অসম্ভব, নাথ, দরশন করি
আজ আমি ! হত রণে পুত্র মেঘনাদ
খর্ব্ব রক্ষকুল-গর্ব্ব,—অথবা এখনো
শোন নাই বুঝি এই ভীষণ সংবাদ,
দেব-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী তাহলে কখন
দেখিত জগতে কেহ নিশ্চিন্ত রাবণে
আজ হেন ? প্রলয়ে যেমতি, ভূমণ্ডলে
উঠিত তুমুল ঝড় ; পূরিত ব্রহ্মাণ্ড
রণবাদ্যে ; স্থির রবি হইত অস্থির
শূন্য মার্গে ; শৈল শৈলে হইত এখনি

সংঘর্ষণ বার বার ; অনল-আসারে
ভাসিত ব্রহ্মাণ্ড তবে নিশ্চয় আজিকে।
শোন নাই যদি নাথ,—হায়রে বিধাতঃ।—
কি করে বলিব আজ ভীষণ বারতা ?
শোন তবে, হত রণে পুত্র অরিন্দম
ইন্দ্রজিত, পরাজিত রক্ষোরাজ, আজি
নর রণে রক্ষসেনা ! অদৃষ্ট দারুণ
বাঁচিতে হইল সব এ কথা শুনিয়া ?”
নীরবিলা দৈত্য-বালা কপট বিষাদে
ত্যজি অশ্রুজল, রক্ত শতদলদলে
বিমল শিশিরবিন্দু ! নিশ্বাসি কাতরে
উত্তরিলা দশানন ক্ষীণ মৃদুস্বরে ;—
“জানি আমি, বিধুমুখি, রাক্ষস-দুর্গতি”
ঝর ঝর বারিধারা ঝরিল নয়নে।
“বিদরে, প্রেয়সী, প্রাণ মনের সন্তাপে,
আরম্ভিলা পুনঃ রাজা, “জানি যদি সব
জানি না কর্ত্তব্য কিবা। গভীর গহনে
চল পশি শশীমুখী কাঁদিয়া দুজনে
জুড়াই মনের জ্বালা, পারিব জুড়াতে
যদ্যপি কখন ! বাম অতি আমা প্রতি
বিধাতা ! কি কাজ, আর থাকি এ সংসারে
তমোময় ? কাঁদিয়া এমনে, মুছ আঁখি
ইন্দুমুখি, কাঁদাও আমারে কেন আর ?
কাঁদিতে কি ও নয়ন ? নিরানন্দ ত্যজি

আনন্দে আনন্দময়ী হাস একবার।
ত্যজি এ সংসার মায়া বিষয় বাসনা
(আজিকে জানিনু সব নশ্বর জগতে !)
বনবাসী হই চল হরিণ-নয়নে। ”
নীরবিলা লঙ্কাপতি। “ কি কহিলা নাথ, ”
কর্কশ গম্ভীর স্বরে সগর্ব্বে কহিলা
দাম্ভিকা দানববালা, “ পুত্রহা পামরে
না দণ্ডি পশিব বনে ! বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি
এই কি গো বীর ধর্ম্ম ? কোথায় পাইলা
হেন পরামর্শ ? কি আশ্চর্য্য লঙ্কানাথ
দেখালে আমারে, হত রণে মেঘনাদ
খর্ব্ব রক্ষকুল-গর্ব্ব শুনে এ সন্দেশ
আনন্দে নিশ্চিন্ত আছ জড়পিণ্ডবৎ
ভুলিয়া কে তুমি ! জানিলাম আজ আমি
ভালবাসা তব। কহ, কি করে, বীরেশ
ভুলিলা সংকল্প পণ প্রতিজ্ঞা তোমার ?
ভুবন-ঈশ্বরী হয়ে রত্নাসনে বসি
কোথায় শোভিব আজ বিপুল প্রতাপে,—
হল কি না বনবাস ! যাও তুমি, নাথ,
জুড়াও মনের জ্বালা পশিয়া বিপিনে
জলাঞ্জলি দিয়া মানে, যাবে না এ দাসী,—
হই যদি দৈত্যবালা, দৈত্য তেজ যদি
থাকে এ শরীরে, করিয়াছি যে প্রতিজ্ঞা
পালিব যতনে ; বিদারিয়া এই বক্ষঃ

প্রক্ষালিব, লঙ্কানাথ, লঙ্কার কলঙ্ক
শোণিতের স্রোতে।” নীরবিলা রক্ষেন্দ্রাণী।
ভাতিল রক্তিম ছটা আরক্ত বদনে,
লোহিত কমল ধৌত ভানুর কিরণে
স্বর্ণ আভ! তেজ দম্ভ, অংশে গণ্ডে ভালে!
অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী হেরিলা রাণীর
পদ্মাননে দশানন! মোহিত লঙ্কেশ।
রমণী-চাতুরী বুঝে কে হেন জগতে?
আদরে ধরিয়া করে উত্তরিলা তবে
দেবারি রাবণ,—“উপযুক্ত, প্রাণেশ্বরী,
এ তেজ তোমার; ক্ষান্ত হও প্রাণকান্তা।
কাপুরুষ নহে লঙ্কানাথ; মহেশ্বরে,
রক্ষেশ্বরী, ডরি নিরবধি, নিষেধিলা
পশিতে সমরে পুনঃ দৈববাণী ছলে
উমাকান্ত; নিশ্চিন্ত রাবণ তাই আজি।
জীবন করিনু ক্ষয় সমরে সমরে,
সোহাগিনী, কাজ নাই বৃথা দ্বন্দ্বে আর,
শান্তি-সুখ ভোগ চল করিব দুজনে
অবশিষ্ট দিন।” নীরবিলা লঙ্কাপতি।
বাঁকায়ে বঙ্কিম গ্রীবা ঘুরায়ে নয়ন
চাহিলা পতির পানে প্রমদা দাম্ভিকা।—
দেখে সে বঙ্কিম দৃষ্টি—কটাক্ষ ভঙ্গিমা
কে পারে থাকিতে স্থির দেবে কি দানবে?
বিষাদে ললাটে করি অঙ্গুলি অর্পণ

কহিলা ভামিনী " এই ছিল মম ভাগ্যে
লঙ্কানাথ ? বুঝিয়াছি তব মনোভাব ;
কেন কর প্রবঞ্চনা ? কোথায় শুনিলা
দৈববাণী ?---নিরখিলা শিবশূলছটা
শূন্যদেশে ? এ প্রপঞ্চে প্রভু, ভুলিবে না
আর অভাগিনী। ভীত আজ লঙ্কাপতি
নরের সমরে--এ কলঙ্ক রেখা নাথ
রেখ না কপালে ! সত্য যদি, স্বপ্ন, প্রভু,
দেখিলা নিশ্চয় ; স্বপ্ন দেখি সশঙ্কিত—
এ সন্তাপ কব কারে—লঙ্কানাথ আজি
দুরন্ত কৃতান্তত্রাস ! মম ভাগ্য-দোষে
বুঝিলাম সব ; বাম বিধি আমা প্রতি !
ভাল, প্রাণকান্ত, নিষেধিলা ব্যোমকেশ
নিতান্ত যদ্যপি তোমা কুল-অন্তকারী
দণ্ডিতে রাঘবে, সে নিষেধ শুনে ফল ?
দাস তুমি মহেশের !—কেবা সে মহেশ
ভণ্ড যোগী ! হায় লজ্জা ! ধিক এ জীবনে
নাশিলা যে জন প্রাণাধিক মেঘনাদে
পুত্র ব'লে পুত্র দেবাসুর রণজয়ী,---
যার জন্মে ধন্য রক্ষকুল, ধন্য আমি
ধরি গর্ভে যায়—ভুলি হেন পুত্রশোক
পুত্রহা মানব সনে মিতালি করিব ?
নমস্কার, লঙ্কেশ্বর, তোমার চরণে,
দাসীরে বিদায় দেহ ; হেন সহবাসে

পদে পদে জ্ঞান ধর্ম্ম মানের সংহার!
অনলে নিহার ভাব!" ত্যজিয়া নিশ্বাস
নয়নে অনলবৃষ্টি নীরবিলা রাণী।
ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে
বিকসিত পদ্মে যেন রবির কিরণ
প্রভাতে! ভুলিলা রূপে নিকষানন্দন;
নীরবে দেখিলা ক্ষণ সে মুখ সুন্দর।
আনন্দে ধরিয়া করে কহিলা রাবণ—
"যাও ফিরে, প্রেয়সিবে, আপন ভবনে
চন্দ্রমুখী; তুষিতে তোমারে, পুনর্ব্বার
তরলনয়নে! যাব আমি রণস্থল।"
ফিরিলা উল্লাসে রাণী। আদেশিলা রাজা
সাজিতে সত্বর রণে; বাজিল বাজনা।

——০ঃ০——

মুকুটোদ্ধার কাব্য।

———০০০———

চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস।

ভেদিয়া জলদমালা ভেদিয়া অম্বর,
উঠেছে সদর্পে যথা হিমাদ্রি শিখর ;
ছাড়ায়ে সে শৈলনাথ তুঙ্গ শৃঙ্গচয়
কত দূরে শোভিতেছে কামের আলয়।
সদা শান্তিময় পুরী পুষ্পবন মাঝে ;—
নক্ষত্র সমাজে যথা চন্দ্রমা বিরাজে।
নবীন বিটপীদল নবীন কুসুম,
স্বর্গীয় সৌরভ পূর্ণ উজ্জ্বল সুষম।
সৌদামিনী শিরে দাম পারিজাত শোভে ;
গন্ধে অন্ধ উড়ে অলি মকরন্দ লোভে।
বউকথাকও কয়, পাপীয়ার স্বর,
ডাকে কিম্বা ডাকে পিক শুনিতে সুন্দর
নাচি নাচি নিরঞ্জন নয়ন খঞ্জন
উড়িতেছে বসিতেছে ভুলায়ে ভুবন।
নীল আভা নীরধর নিভ গিরিবর
নিরখিয়া ভাবি মনে নব জলধর
বিস্তারিয়া শিখাপুঞ্জ সুখে শিখীকুল
শিখিনীর সহ নাচে আমোদে আকুল।
কিবা শোভা মরি হায় সমুদিত তায়,
শত ইন্দ্রধনু যেন জলদের গায়।

রজত সলিলা কত শত তরঙ্গিণী
কলনাদে ধায় মৃদু কলনিনাদিনী।
কুমুদ কহ্লার আর শতদলরাজি
শোভিছে ফুটিয়া তায় চারু সাজে সাজি।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় পবন
নাচাইয়ে দোলাইয়ে হেলায়ে কেমন।
তিলেক বসন্ত নাহি ছাড়ে সেই বন,
প্রকৃতির কর ধরি সতত ভ্রমণ।
অপ্সরী কিন্নরী পরী অতি রূপবতী
নিবিড় নিতম্ব ভারী নবীন যুবতী ;
মৃদু ভাষ মৃদু হাস সুললিত অতি
করে করে বাঁধি ভ্রমে গজপতিগতি।
তুলি ফুল গাঁথি হার বিনোদ গলায়
কেহ পরে, কেহ সুখে কবরী সাজায়।
ফণা ধরি ফণিবর মণিবর শিরে
কোন ললনার পৃষ্ঠে দুলে ধীরে ধীরে।
পতি কর ধরি কোন পতি প্রমোদিনী
চারু হাস হাসি ভ্রমে সুচারুহাসিনী।
মগ্ন সব সুরবালা সন্তোষ বিলাসে ;
বদ্ধ সবে অবিচ্ছিন্ন প্রণয়ের পাশে।
সোহাগের সোহাগিনী আদরে ভাসিয়া
হেলি হেলি চলি চলি হাসিয়া হাসিয়া
ফুলে ফুলে ভ্রমে কিবা ফুল-স্বরূপিণী
বীণা বাণী বিনিন্দিত মধুর ভাষিণী।

প্রকাশে লাবণ্য-ছটা ভেদি নীল বাসে;
সজল জলদ-কোলে সৌদামিনী হাসে।
বিপুল নিতম্ব-বিম্বে মেখলার খেলা;
চাঁদের সুচারু করে করে অবহেলা।
আলু থালু কৃষ্ণকেশ পৃষ্ঠেতে লম্বিত;
ঘন ঘনাকারে ঘনমালা সমুদিত।
রুণু ঝুনু রুণু ঝুণু নিনাদে নূপুর
চরণ রাজীবে রাজে মধুরে মধুব।
কেহ বা করিছে গীত নাচিতেছে কেহ;
শোক দুখ নাহি সুখে পুলকিত দেহ।

মদনমোহিনী রতি বসিয়া নির্জ্জনে
একান্তে বিষাদে কত ভাবিছেন মনে।
" হীনবল নরদল রাক্ষসের রণে
কিরূপে ভারত পাবে স্বাধীনতা ধনে।
কিরূপে ভুলাই রক্ষে বিপক্ষ নিকরে?
মনের বাসনা সাধি কি উপায় করে?
ভুবনমোহিনী আমি মদনের নারী
কি কার্য্য অসাধ্য ভবে সাধিতে না পারি।
জানাব এবার রতি রূপের মাধুরী;—
জানাব এবার রতি রূপের চাতুরী।
সাজিয়া মোহিনী বেশে মোহিব ভুবন;
জর্জ্জর করিব সবে জ্বালি হুতাশন।"

এদিকে রতিরে পাশে রতিবিনোদন
না দেখে মন্মথ অতি উচাটন মন।

ফুলবন, উপবন, সরোবর-তীর,
একে একে পর্য্যটন করিয়া সুধীর,
রতির সমীপে পরে হৈলা উপনীত।
দেখিলা কি মীনকেতু ভাব অনুচিত!
নিরুপমা প্রিয়তমা প্রাণসমা রতি
বিষাদে বসিয়া, মুখ উষা ইন্দুমতী।
কি ভাব, সে ভাব হেরি মনোভব মনে,
উদিল ভাবেতে ভাব সুভাবুকগণে।
সুখ দুঃখ আশা যাঁর রতিই জীবন,—
কেন না কাঁদিবে আজ মকরকেতন?
স্পন্দহীন চিত্রপট সম মনোভব
ভাবিনীর ভাব হেরে রহিলা নীরব।
স্বভাবের শান্তভাব ভাঙি অতঃপর
কহে ধীরে সম্বরারি কাতর অন্তরঃ—
"একি মায়া, মায়াবতী! ছায়া কেন আজ—
নির্ম্মল পবিত্র কায়া!—কেন হেন সাজ?
কি দোষে, এ দাস, দেবি, দোষী ও চরণে?
বিষাদে, বিলাসবতী! কেন এ নির্জ্জনে?
হাসি হাসি, সোহাগিনী! বলিয়া মদন,
ডাক রে পালাক দুখ; ভাসুক জীবন
আনন্দে আনন্দময়ী! আনন্দ-সলিলে।
হাসুক হাসুক সুখে সকলে অখিলে!
কহ, আদরিণী! আজ এ মান কিসের?
কিবা সাধ্য, কহ, সাধ্বি! কুসুম শরের

হেলিতে আদেশ তব ? কি আছে সংসারে
অসাধ্য সাধন, যাহা তুষিতে তোমারে
সাধিবারে মীনধ্বজ বিমুখ কখন ?
কি ব্যথা, সুবর্ণলতা-সরোজ-রতন,
পেয়েছ কোমল প্রাণে, বল না আমায়।
কি আশা মানসে তব বল না ত্বরায়।
জান না কি, প্রেয়সিরে! ও চারুবদন
মলিন হেরিলে হেরি মলিন ভুবন ?
কি চক্ষে, হে কমলাক্ষি! নিরখি তোমার,
সামান্য বাক্যের দ্বারা জানান না যায়।
উঠ সতি! উঠ প্রিয়ে! উঠ আদরিণি!
মিল আঁখি, শশীমুখি, সুহাসহাসিনী—
কহ কথা বিধুমুখে বিমলা আমার,
হৌক এই মৃত দেহে জীবন সঞ্চার!"
এত বলি ধীরে ধীরে আদরে আদরে
চুম্বিলা অনঙ্গ রঙ্গে রতির অধরে।
উত্তরিলা রতি দেবী—"হইবে কেমনে
রাক্ষস দমন, ভাবি আকুল জীবনে।
অভাগা ভারতপুত্র কেমনে আবার
পাবে স্বাধীনতা করি রাক্ষসে সংহার
বল না দাসীরে, নাথ, উপায় তাহার ?
কিরূপে ঘুচিবে ভারতের অন্ধকার ?
তোমারে সমরে, সখা, ডরি পাঠাইতে,
কি জানি কপাল মন্দ—কি পারে ঘটিতে!

এ জন্য কল্পনা, কান্ত, করিতেছি মনে,
আপনি যাইব রণে রাক্ষস দমনে।
বিস্তারিয়া মায়াজাল মোহিনী আকারে
করিব রাক্ষস গর্ব্ব সংহার এবারে।
দাসীরে হাসিয়া, প্রিয়, দিয়া অনুমতি,
পূর্ণ কর মন আশা, এ মম মিনতি।"
উত্তরিলা মৃদু হাসি ফুলধনুর্দ্ধর,
"এর জন্য, প্রাণেশ্বরী, কি জন্য কাতর?
ফুল তূণ, ফুল গুণ, ফুল ধনুর্ব্বাণ,
এই লও, প্রাণাধিকে, করহ পয়ান।
ভগবতী অনুমতি করিলা আমায়
সাজাইয়া রণসাজে পাঠাতে তোমায়।
তাই আমি করিতেছি তব অন্বেষণ,
ভাল হল, ভালবাসা, কর গিয়া রণ।
মাধব মোহনভাবে, মাধবী আমার
ভুলায়ে না করে যেন ভুবন আঁধার!"
এত শুনি আনন্দিত অনঙ্গ-ললনা
সংগ্রাম-সাজনে রঙ্গে করেন সাজনা।

হেথায় অমর নর অসুর শমন
প্রমত্ত সমর রঙ্গে, কম্পিত ভুবন!
নাহি দিবা নাহি নিশা নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষা
এক ভাবে ঘোর রণ! বিস্ময়ে বিস্ময়!
অকালে ঘটনা বুঝি হইবে প্রলয়!
নির্ম্মূল কর্ব্বুর কুল আর্য্যকুল নিরমূল

সুধুমাত্র দুই বীর এখনো জীবিত—
এখনো জীবিত রণ সজ্জায় সজ্জিত!
উন্মত্ত ক্ষত্রিয়মণি ভুলি আপনায়—
ভুলি আত্ম বন্ধুজনে রবি শশী তারাগণে
শোক দুখ পরিতাপ ভুলি সমুদায়—
ভুলিয়া এ ভবধাম ভুলিয়া সকল
রাক্ষস নিধন কিসে ভাবনা কেবল।
টঙ্কারি কোদণ্ড ভীম ছাড়িয়া হুঙ্কার
কহিল রাক্ষসরাজ, কাঁপিল সংসার!
"বাখানি বীরত্ব তব, সাবাসি তোমায়!—
করি রণ মম সনে এতক্ষণ ত্রিভুবনে
সংগ্রাম অঙ্গনে স্থির রহে কে কোথায়?
শুনি ভীম নাম যার কাঁপে ঘন ত্রিসংসার
অমরমণ্ডল করে প্রলয় গণন।
প্রভাহীন প্রভাকর তেজহীন বৈশ্বানর
কৃতান্ত শঙ্কিত, নাহি সঞ্চরে পবন!—
কিন্তু রে জানিবি মনে রবিসুতনিকেতনে
অবশ্য আজিকে তোকে করিব প্রেরণ।
একছত্রা ধরাতলে করিব এ ভুজবলে—
করিব রাক্ষসপুরী ভারত ভবন!"
এত বলি রক্ষমণি করি ঘোর সিংহধ্বনি
টঙ্কারি শিঞ্জিনী করে শর বরিষণ।
কাঁপে বিশ্ব টল টল সচঞ্চল গ্রহদল
পড়িতে লাগিল সব প্রলয়ে যেমন!

কম্পবান মহারোষে ঘোষিয়া ঘনেশ ঘোষে
উত্তরিলা ক্ষিতীপতি ছাড়ি হুহুঙ্কার।
আকাশ পাতাল ব্যোম শনি শুক্র সূর্য্য সোম
কাঁপিয়া প্রলয়ে সব উঠিল আবার।
" অরে দুষ্ট দুরাচার রক্ষকুল কুলাঙ্গার
বৃথাই বীরত্ব তোর বৃথা অহঙ্কার।
কি ভয় দেখাস মোরে কে ডরে অধম তোরে?
কর্ তুই যা পারিস করিতে আমার।
স্মরিয়াছে তোরে আজ শমন রাক্ষসরাজ—
অবশ্য রে দুরাত্মন্ মরণ তোমার।
অবশ্য বধিব তোকে দেখিবে সকল লোকে
অবশ্য সমূলে রক্ষকুলের সংহার।
তোরে আজ করে ধ্বংস জাগাইব আর্য্যবংশ
উদ্ধারিব স্বাধীনতা অবশ্য এবার।
আজ মোর বাহুবলে দেখাব রে ধরাতলে-
ভারতে মঙ্গল বাদ্য বাজাব আবার।
বিজয় পতাকা আর অবশ্য রে দুরাচার
উড়াব ভারতভূমে আলোকি সংসার।"
এত বলি ক্রোধ ভরে বাণ বরিষণ করে
ছুটিল দামিনীমালা আবরি গগন।
মহাতেজে লঙ্কেশ্বর নিবারণ করে শর
সিংহনাদে শরজাল করি বরিষণ।
নররক্ষে ঘোর রণ; স্তব্ধীভূত ত্রিভুবন!
সুধুমাত্র হুহুঙ্কার ধনুক টঙ্কার

ঘন ঘন করিতেছে মেদিনী বিদার!
ঠন্ ঠন্ ঠনাঠন্ নিনাদিছে প্রহরণ
উগরি অনলরাশি ছুটিতেছে তীর
ধরা ধরাধর সিন্ধু করিয়া অধীর।
কভু থাকি রথপরে ঘোর যুদ্ধ শরে শ
কভু নামি ভূমিতলে কৃপাণে কৃপাণ।
ফলকে আঘাত লাগে উঠে অগ্নিরাশি রাগে
দুই জনে ঘোর যুদ্ধ দুজনে সমান।

এইরূপে কতক্ষণ করি রণ দুই জন
ক্লান্ত অতি নরনাথ দুরন্ত সমরে।
স্বেদনীরে সিক্ত তনু অক্ষম ধরিতে ধনু
কাঁপিতে লাগিল কায় থর থর করে।
নাহি বল পড়ে খসি কর হতে কাল অসি
অস্থির অবনীপতি সমর-অঙ্গনে।
তেজহীন প্রভাকর তমোময় চরাচর
উথলিল হাহাকার ভারত ভবনে!
ডাকে উচ্চে শিবাচয় মেঘরক্ত বরিষয়
মধ্যাহ্নে সরস পদ্ম সলিলে ডুবিল!
অধরে মধুর হাসি হেন কালে তথা আসি
ফুল ধনু করে রতি দরশন দিল।

হের রণভূমি কি শোভা ধরিল!
ধরায় নন্দন উদয় হইল!
কুসুম কাননে কুসুম ফুটিল;
মলয় সমীরে সৌরভ ছুটিল।

নাচিল খঞ্জন গাইল কোকিল ;
ঝঙ্কারিল অলি—মোহিল অখিল !
ধীরে ধীরে বয় মলয় পবন
মদন সুরভি মাখিয়া অঙ্গে ;—
ধীরে ধীরে বয় মলয় পবন
নাচায়ে নাচায়ে কুসুমে রঙ্গে !
সহসা আবার একি চমৎকার
হেম হর্ম্ম্যরাজি তথায় শোভিল !
শোন শোন অই মধুরে আবার
মধুর বাজনা মধুর বাজিল।
অলিন্দে অলিন্দে রমণীরাজি
ভ্রমিতেছে কত সাজেতে সাজি !
শোন শোন অই সুরব উঠিল
নাচিয়া নাচিয়া রমণী গাইল !
কুসুমের ধনু ভ্রমরের গুণ
করে ধরি রতি পূরিয়া সন্ধান
বঙ্কিম কটাক্ষে হাসি মৃদু হাস
লঙ্কেশ্বর হৃদে প্রহারিলা বাণ !
আকুলিত তনু অতনুর বশে
রক্ষপতি পড়ে ঢলিয়া অলসে।
অচিন্ত্য দেবের লীলা বুঝা নাহি যায় !
নবীন জীবনে হৈলা সঞ্জীবিত রায়।
ধরি ধনু দৃঢ় ব্রত রাক্ষস নিধনে—
দাঁড়ায়ে হিমাদ্রি-শৃঙ্গ সংগ্রাম প্রাঙ্গণে !

প্রলয় পাবক জ্বলে বদনে গম্ভীর;
ঘন ঘন ঘূরিতেছে নয়ন অধীর।
সংজ্ঞা পাই লঙ্কানাথ উঠিয়া বসিল।
হায় সেই তেজরাশি কোথায় রহিল
চির রোগী—হীন বল—উষা শশধর!
হায় রে কন্দর্প-দর্পে প্রাণ জ্বর জ্বর।
ক্ষিপ্তপ্রায়, বামাকুল যথা মায়াময়
নাচিছে গাইছে রঙ্গে, জীবের হৃদয়
উত্তেজিয়া হলাহলে, মোহিত মায়ায়
(নমস্কার বার বার মদন তোমায়!)
ভাবিয়া স্বরূপ মনে সীমন্তিনীগণে
চলিলেন সেই দিকে চঞ্চল চরণে।
একেবারে জ্ঞান হীন! যাইলা ধরিতে
মায়াময় মোহিনীরে; হাসিতে হাসিতে
জ্বর জ্বরি বীরবরে কটাক্ষ হানিয়া
গজেন্দ্রগামিনী যায় সরিয়া সরিয়া।
অদূরে শোভিল বালা স্থির সৌদামিনী;
বাতুল রাবণ যেই ধরিবে কামিনী
হের কি অদ্ভুত ভাব ভীম দরশন!
কোথা সে নবযৌবনা প্রমদা রতন?
কোথা সেই গীত ধ্বনি রব বাজনার।
কোথা সে কুসুম বন—ভ্রমর ঝঙ্কার!
গভীর তিমিরজালে জগৎ ডুবিল
ধরিল স্তম্ভিত ভাব ধরিত্রী নিখিল।

নাহি শুনি রব কোন—নীরব ভুবন।
পশু পক্ষী জীব জন্তু সবে অচেতন।
চকিত চঞ্চলচিত্ত ভীত অতিশয়,
দেখিয়া এ ভীমভাব রাক্ষস দুর্জ্জয়।
কৃতান্ত আকৃতি যেন ক্ষোদিত পাষাণে
দাড়ায়ে রহিল তথা মলিন বয়ানে।
হেন কালে ঘোর রাবে কাঁপায়ে অখিল
বহিল প্রবল বেগে প্রমত্ত অনিল।
ভীমমহীরুহপূর্ণ গিরি সমুদায়
বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে পড়িল ধরায়।
মহাবীর দশরথ এমন সময়ে
ছাড়ি সিংহনাদ ঘন, প্রফুল্ল হৃদয়ে
আকর্ষি শিঞ্জিনী জোরে মারিলা টঙ্কার;
কাঁপিয়া উঠিল ঘন ভূকম্পে সংসার
বৃংহতি করিয়া গজ গর্জ্জিল অমনি;
ঊর্দ্ধ্বকর্ণে চাহি হয় করে হ্রেষাধ্বনি।
"কি ভাবিছ রক্ষরাজ" রাবণে সম্ভাষি
কহিলা রাজেন্দ্র তবে "উপনীত আসি
নিকটে শমন, ভাব আত্মবন্ধুগণে;
ভাব সে জীবনদীপ রমণী-রতনে।"
গর্জ্জিলা এতেক শুনি, ভুজঙ্গ যেমতি
মহারোষে ধরি ধনু লঙ্কা-অধিপতি।
আবার বাধিল রণ রাক্ষস মানবে;
আবার ভরিল ভব ভৈরব আরবে।

হতাশা ধরিয়া যেন উন্মত্তের বেশ
ছুটিল রাক্ষসপতি উর্দ্ধশির কেশ।
হেন কালে বিভীষণ সুমিত্র রতন,
কহিলা তাঁহার কর্ণে, "হে নৃপ সুজন,
ব্রহ্ম অস্ত্রে শীঘ্র রক্ষে করহ নিধন।"
অগ্নি মন্ত্র পড়ি সুখে ধরণী-ঈশ্বর,
ছাড়িলা ভীষণ অস্ত্র; উজলি অম্বর
ছুটিল জীবন্ত শর সৌদামিনী প্রায়;
বিদারি রাবণ-বক্ষ পশিল ধরায়!
পড়িল ভূতলে রক্ষ সুমেরু শিখর!
কাঁপিল ভূকম্পে মহী, গগন, ভূধর।
অমনি বিজয়-বাদ্য বাজিল গগনে,
জ্বলিল অম্বর দেশ বিমল কিরণে।
গাইল কিন্নরীকুল, বিদ্যাধরীদলে;
ভাসিল অনন্ত বিশ্ব আনন্দের জলে।
শূন্যমার্গে দেব সর্ব্ব শোভে জ্যোতির্ম্ময়:
জয় জয় শব্দে পুষ্পরাশি বরিষয়!
আনন্দে ধরিয়া দিব্য অভিনব ছবি
নির্ম্মল আকাশে আসি দেখা দিলা রবি।
কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিঘাৎ করি ভীমভাবে
ভারত-মঙ্গল-বাদ্য বাজে ঘোর রাবে।

সম্পূর্ণ